No. 424 May, 900.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৮ বর্ষ। ৪২৪ সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩০৭—মে ১৯০০। ৭ম কল্প। ১ম ভাগ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩০৭ সাল।

ইং ১৯০০-১৯০১।

শকাব্দা ১৮২২, সংবৎ ১৯৫৭-৫৮

ব্রাহ্মাব্দ ৭১-৭২।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শু	সো	শু	সো	শু	সো
৩১	৩২	৩১	৩২	৩১	৩০
এ	মে	জুন	জু	আ	সে
†১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৭
র	ম	শু	র	বু	শ
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
বু	শু	র	সো	বু	বৃ
৩০	৩০	২৯	৩০	২৯	৩১
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
১৭	১৬	১৬	১৪	১৩	১৪
সো	ম	শ	ম	শু	শু
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১

						‡১	৮	১৫	২২	২৯						
শু	সো	শু	সো	শু	সো	‡১	৮	১৫	২২	২৯	বু	শু	র	সো	বু	বৃ
শ	ম	শ	ম	শ	ম	২	৯	১৬	২৩	৩০	বৃ	শ	সো	ম	বৃ	শু
র	বু	র	বু	র	বু	৩	১০	১৭	২৪	৩১	শু	র	ম	বু	শু	শ
সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ	৪	১১	১৮	২৫	৩২	শ	সো	বু	বৃ	শ	র
ম	শু	ম	শু	ম	শু	৫	১২	১৯	২৬		র	ম	বৃ	শু	র	সো
বু	শ	বু	শ	বু	শ	৬	১৩	২০	২৭		সো	বু	শু	শ	সো	ম
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র	৭	১৪	২১	২৮		ম	বৃ	শ	র	ম	বু

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ	২৮	২৭	২৪	২৩	২০	১৮
পূর্ণিমা	৩	১,৩১	২৮	২৬	২৪	২২
কৃঃ এঃ	১৩	১১	৯	৭	৫	৩
অমা—	১৭	১৫	১৩	১১	৯	৭

শুঃ এঃ—শুক্ল একাদশী। কৃঃ এঃ—কৃষ্ণ একাদশী।

*** পরীক্ষা—৩রা বৈশাখ রবি, ১লা জ্যৈষ্ঠ সোম ও ৩১এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার পূর্ণিমা। ... রবিবার ও ...

*বৈ—বৈশাখ শুক্রবারে আরম্ভ, ৩১এ শেষ। এ-এপ্রেল রবিবারে আরম্ভ, ৩০এ শেষ ইত্যাদি।

† ১৩ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৪ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

‡ ১লা বৈশাখ শুক্রবার, ২রা শনিবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ২রা মঙ্গল ইত্যাদি।

বৈ—শুক্র—১,৮ ১৫, ২২, ২৯। জ্যৈ—রবি—১,৮ ১৫, ২২, ২৯। ১৩, ২০, ২৭ এপ্রেল শুক্রবার ...২৮, মে সোমবার ইত্যাদি।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ	১৮	১৭	১৭	১৭	১৫	১৭
পূর্ণিমা	২১	২১	২০	২১	২১	২২
কৃঃ এঃ	৩	২	২	৩	৩	৩
অমা	৭	৭	৬	৭	৫	৭

*** পরীক্ষা—১৮ই কার্ত্তিক শনিবার, ১৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার, শুঃ একাদশী। ৩রা কার্ত্তিক শুক্র, ২রা অগ্রহায়ণ শনিবার কৃঃ একাদশী। এইরূপে দিন, বার ও তিথি ঠিক করিতে হইবে।

নববর্ষ।

প্রকৃতি নূতন সাজে সাজিল আবার ;
নীলাম্বরে শশী রবি, উজল স্বর্গের ছবি,
শোভিছে তারকা-মালা চারু মতিহার !

কুঞ্জে কুঞ্জে পাখিগণ গায় একতান ;
আবার পাদপ লতা প্রচারে শুভ বারতা,
নব নব বেশভূষা করি পরিধান।

আবার হিল্লোলে বয় সুমন্দ মলয়—
নব সুখে আত্মহারা, নব প্রেমে মাতোয়ারা
জীবদল, জলস্থল কোলাহলময়।

"সুখের বসন্ত পুনঃ এসেছে ধরায় ;
ছাড়ি ভাব পুরাতন হও নূতন নূতন"—
প্রকৃতি অযুত কণ্ঠে গায় পুনরায়।

মানব-সংসারে কোথা তার প্রতিধ্বনি ?
যে পুরাণ সে পুরাণ, শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ,
নরনারী গায় হায় ! দুঃখের কাঁদনী।
ভারত জাগে না—চির আঁধারে মগন !

দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য প্লেগ, ঘরে ঘরে শোকাবেগ,
বিষাদের স্রোতে ভাসে সহস্র জীবন !

কোন্ দেশবাসী আর শান্তি সুখে ভাসে ?
ধন মান বৃদ্ধি তরে প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরে
কেহ কাটাকাটি করে—কেহ দে'খে হাসে !

ধিক্ সভ্যতায়—ধিক্ পাণ্ডিত্য গৌরবে ;
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ মানব পশু-অধিক,
মানব-শোণিত পানে লোলুপ এ ভবে !

হায় হায় ! ধর্ম্ম কথা কেহ নাহি শুনে ;
সুনির্ম্মলা শান্তি তরে ধর্ম্ম আবাহন করে,
মানব ঝাঁপিয়া পড়ে অশান্তি আগুনে !

নব বর্ষ পার যদি করিতে স্থাপন
শান্তিরাজ্য এসংসারে—পরিবারে পরিবারে,
ধন্য ধন্য তব যশ করিব কীর্ত্তন।

হে বিভু মঙ্গলময় জগৎ-তারণ !
তোমার প্রেমের জয় হউক এ ধরাময়,
শান্তি-শান্তি-শান্তিবারি কর বরিষণ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পারিস প্রদর্শনী—গত ১৪ই এপ্রেল মহাসমারোহে পারিস প্রদর্শনী খুলিয়াছে। ফরাসী প্রেসিডেণ্ট লুবে এই উপলক্ষে একটী সংক্ষিপ্ত সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং শিল্প বিজ্ঞানাদির উৎসাহদান যে এইরূপ মেলার বিশেষ লক্ষ্য, তাহা স্পষ্টরূপে বিবৃত করেন। ভারতের শিল্পজাতের বিশেষ প্রশংসা শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

অদ্ভুত সাধের নাম—বুয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের নামানুসারে অনেক ইংরাজ পরিবার স্বীয় স্বীয় পুত্রকন্যার নামকরণ করিতেছেন। এক বিধবা তাঁহার প্রিয়-

তমা কন্যার নাম রাখিয়াছেন—মভারিণা বেলমণ্টিনা মেথুয়েনা জেন !!

দুর্ভিক্ষে দান—ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় ভারতদুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ ৫০০ পাউণ্ড ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইয়াছেন, আরও অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। মধ্যভারতে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দুর্ভিক্ষ সাহায্য কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের জন্য আমেরিকা এক জাহাজ শস্য পাঠাইয়াছেন এবং লক্ষাধিক ডলার সংগ্রহ করিয়াছেন।

উত্তরপাড়া হিতকারী সভা—অনেকদিন পরে এই সভার পুনরভ্যুদয় দর্শনে আমরা পরমানন্দিত হইলাম। সম্প্রতি ইহার প্রকাশ্য সভা হয়, তাহাতে বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। সভার দ্বারা দীর্ঘকাল স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইয়াছে। আশা করি সভা পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত এই কার্য্য সাধনে পুনরায় দৃঢ়ব্রত হইবেন।

দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীশিক্ষা—মহীশূর মহারাণীর বালিকা বিদ্যালয় হইতে কুমারী রুক্মিণী নাম্নী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকন্যা এ বৎসর এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বি এ, পাঠ্য পড়িবেন।

পরিনির্ব্বাণোৎসব—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় কলিকাতা, বুদ্ধগয়া এবং কুশীনারা এই তিন স্থানে বুদ্ধদেবের শুভজন্ম, সিদ্ধিলাভ এবং নির্ব্বাণ উপলক্ষে মহামহোৎসব হইবে।

ব্রহ্মদেশের উন্নতি—ব্রহ্মদেশে এত রাজস্ব আদায় হইবাছে যে তাহাতে ইহার শাসন সংক্রান্ত সমগ্র ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া ভারত রাজকোষে আড়াই কোটির অধিক টাকা জমা হইয়াছে।

লোকসংখ্যা গণনা—আগামী ইংরাজী বর্ষের (১৯০১,) ১লা মার্চ্চ শুক্রবার রাত্রিতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা গণনা করা হইবে। রিজ্‌লি সাহেব ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইংরেজ রমণীর দেশ-হিতৈষিতা—নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত রমণীগণ বুয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের সেবার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন:—(১) প্রধান মন্ত্রী লর্ড স্যালিসবারির পুত্রবধূ লেডি সিসিল (স্বামীর সহিত মাফকিঙে অবরুদ্ধ); (২) হেনরি বেন্‌টিঙ্কের পত্নী; (৩) বুয়র যুদ্ধের প্রবর্ত্তক বিখ্যাত জোসেফ চেম্বার্লেনের ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী রিচার্ড চেম্বার্লেন; (৪) লেডী চেম্বার্লেনের সপত্নী-কন্যা কুমারী মেরি চেম্বার্লেন; (৫) লেডি সাইক্‌স, ইনি একজন বিখ্যাতা ধনাঢ্যা রমণী; (৬) কমন্‌স সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ভাইকাউন্ট পিলের কন্যা শ্রীমতী মেগুয়ার; (৭) রাজকুমারী শ্লেস-উইগ্‌ হোল্‌ষ্টেনের পূর্ব্বতন সহচরী শ্রীমতী মারসিং; (৮) দ্বিতীয় পিল-দুহিতা আফ্রিকার ক্রোরপতি সিডনি গোলড্‌-ম্যানের পত্নী লেডি গোলড্‌ম্যান্।

এইরূপ মহাপ্রাণা রমণীগণের জন্মভূমি ইংলণ্ড ধন্য।

মহারাণীর আয়র্লণ্ড দর্শন—সাম্রাজ্ঞী

ভিক্টোরিয়া ডবলিন নগরে উপস্থিত হইলে নগরাধ্যক্ষ তাঁহার হস্তে নগরের চাবি এবং সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ একখানি তরবারি প্রদান করেন। আইরিষ জনসাধারণ রাজদর্শনে মহোল্লাসে মত্ত হইয়াছেন।

ভাগলপুর প্রাদেশিক সমিতি—এ বৎসর বঙ্গদেশের নানা স্থানের প্রতিনিধি-গণ ভাগলপুরে উপস্থিত হইয়া জাতীয় মহা-সমিতির কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সুন্দররূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

রেলওয়ে গাড়ীর দ্রুতগতি—ইংলণ্ডে মেল বা ডাকগাড়ী প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রায় ৫২ মাইল (৫১৮) গিয়া থাকে।

জার্ম্মণিতে	প্রতি ঘণ্টায়	৫১।,
বেলজিয়ামে	,,	৫৫।,
ফ্রান্সে	,,	প্রায় ৫০।,
ইংলণ্ডে	,,	৪৪৮,
ইতালিতে	,,	৪২১/৩,
অষ্ট্রিয়া হঙ্গারিতে	,,	৪১৮,

আমেরিকা-নিউইয়র্ক-ও বফেলো রেল প্রতি ঘণ্টায় ৫৩১/৩ মাইল

আমাদিগের ভারতবর্ষীয় রেলে প্রতি ঘণ্টায় অনধিক ৪৩ মাইল চলিবার ব্যবস্থা থাকিলেও ৩০।৩২ মাইলের ঊর্দ্ধ গমন করে না।

উচ্চ চিমনী—বাষ্প নির্ম্মাণের জন্য পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যে সকল বাষ্পস্তম্ভ বা চিমনি নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটী অত্যন্ত উচ্চ। ২টী ইংলণ্ডের গ্লাসগো নগরে ও অপরটী প্রুসিয়ার অন্তঃপাতী কোলন নগরে আছে। গ্লাসগোর একটী ৪৫৫ পাদ ও অন্যটী ৪৬৮ পাদ; কোলনেরটী ৪৪১পাদ উচ্চ। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ গৃহ (টাউয়ার) রাজধানী পারিসের অন্তঃপাতী ইডেন টাউয়ার। ইহার উচ্চতা সহস্র পাদ।

গো-দুগ্ধ বৃদ্ধি—গাভীকে শীতকালে উষ্ণ জল পান করাইলে প্রায় একভাগের তৃতীয়াংশ অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে, কিন্তু অধিক উষ্ণজল পান করাইবে না।

স্ত্রী-কর্ম্মচারী—ফরাসীদিগের জাতীয় ছাপাখানায় স্ত্রী-কর্ম্মচারীই প্রধানতঃ নিযুক্ত আছে। তাহারা অক্ষর ঢালাই করে, মুদ্রাঙ্কন কার্য্য করে, পুস্তক সীবন করে ও পুস্তক বাঁধে। তাহাদের বৃত্তি দৈনিক ৫০ সেণ্ট হইতে এক ডলার (প্রায় ১৷৷০ টাকা হইতে ৩ টাকা)। ক্রমান্বয়ে ৩০ ত্রিশ বৎসর কার্য্য করিলে পেন্‌সন প্রদত্ত হইয়া থাকে।

যুবরাজের হত্যা চেষ্টা—কি ভয়ানক! যুবরাজ সস্ত্রীক বেলজিয়মে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এক ষ্টেসনে ষোড়শবর্ষীয় এক বালক গাড়ীর মধ্যে তাঁহাকে দুইবার গুলি করে। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, গুলি যুবরাজের অঙ্গ স্পর্শ করে নাই।

অশান্তি বিভ্রাট—আফ্রিকার পশ্চিম তীরবর্ত্তী অশান্তিবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া তত্রত্য ইংরাজ শাসনকর্ত্তাকে দুর্গ-মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়াছে। ইতিমধ্যে

কয়েকজন সেনাপতি ও কতকগুলি সেনাও বিদ্রোহীদিগের হস্তে হত হইয়াছে। জগদীশ্বর ইংলণ্ডের আপদের শান্তি করুন্।

গুরুদরবার দর্শন—বড়লাট সস্ত্রীক বিনামা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিখদিগের লাহোরস্থ স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহা বিশেষরূপে পরিদর্শন করেন। মন্দিরের ঘড়িটি খারাপ হইয়া যাওয়াতে লাটপত্নী একটি ঘড়ি দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সদনুষ্ঠান—গত ১লা চৈত্র ২৪ পরগণার ধানকুড়িয়ার জমিদার বাবু উপেন্দ্রনাথ সাউ দশ সহস্র দরিদ্রকে ৩ দিন পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন এবং অবশেষে প্রচুর মিষ্টান্ন, পয়সা ও পিতলের থালা গাম্‌লা প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

রাজবৃত্তি—একখানি সংবাদপত্রে প্রকটিত হইয়াছে যে রুশীয় সম্রাটের দৈনিক আয় ৬০০০ পাউণ্ড (প্রায় ১০ হাজার টাকা)।

তুরস্ক সুলতানের দৈনিক আয় ৪৮০০ পাঃ
অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের ,, ,, ২৫০০ ,,
জর্ম্মণীর ,, ,, ,, ২০০০ ,,
ইতালীর রাজার ,, ,, ১৬০০ ,,
মহারাণী বিক্‌টোরিয়ার ,, ,, ১৬০০ ,,
বেলজিয়মের রাজার ,, ,, ৪০০ ,,
ফরাসী প্রেসিডেন্টের ,, ,, ১২০০ ,,

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের আয় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, অথচ কার্য্য অতি কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ। তাঁহার দৈনিক আয় ৩৫ পাউণ্ড (প্রায় ৫২৬ টাকা) মাত্র। আমাদের বড় লাটের দৈনিক আয় (বেতন) ৬৬৬৸৶৮।

রমণীর কার্য্যক্ষেত্র।

উদারনীতিপরায়ণ পুরুষেরা কহিয়া থাকেন যে, কার্য্যক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মাবলী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উভয়ের কার্য্য সম্পূর্ণ এক হইতে পারে না। তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে কার্য্যও পৃথক্ পৃথক্ হইলে সমাজের সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি সমধিক সম্ভবনীয়।

নরনারী উভয়ের মনোবৃত্তিনিচয়ের বিভিন্ন বিকাশ-প্রবণতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচিত্র বর্দ্ধনশীলতা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, উভয়ের ক্রিয়া-প্রাঙ্গণে একটী বিভেদক প্রাচীর বর্ত্তমান। ঈদৃশ সীমাচিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়াই সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্ববিদেরা মনে করেন, পুরুষ মস্তিষ্কের কার্য্যে এবং স্ত্রী হৃদয়ের কার্য্যে শ্রেষ্ঠ; পুরুষ রুক্ষশাসনে তৎপর, স্ত্রী প্রেমের কমনীয়

কান্তির সুস্নিগ্ধ মাধুর্য্যে হৃদয়াকর্ষণে সমর্থ। একটী ছিন্ন-বসন পরিহিত দীন দরিদ্র অথবা শীর্ণকায় জরাজীর্ণ অসহায় ব্যক্তি স্ত্রীলোকের হৃদয়-সমুদ্রে যেমন সহজে দয়ার তরঙ্গ তুলিয়া, তাহার নয়নপ্রান্ত দিয়া অশ্রুনদী প্রবাহিত করিতে পারে, পুরুষের বজ্রকঠিনা প্রকৃতির উপর তাহার তাদৃশ প্রভাব বিস্তার সুদূর-পরাহত।

এই সুবিস্তৃত সংসার-সমুদ্রে মাতৃ-স্তন শিশু-জীবনের ভেলা-স্বরূপ। উহাকে অবলম্বন করিয়াই, অসহায় শিশু প্রাণান্তক শত্রুকুলে পরিবেষ্টিত হইয়াও সুখে ও নির্ভীক হৃদয়ে সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে। আবার যাহার বিবর্জনে, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি প্রভৃতি ধাতু-নিচয়ের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী, সেই অযত্ন-সম্ভূত অনায়াস-লভ্য পদার্থ, শিশু মাতৃ-স্তন হইতে গ্রহণ করিয়াই দিন দিন হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ-হইয়া থাকে। পরন্তু, পুরুষ সেই স্বাভাবিক সম্পদে বঞ্চিত।

ঐতিহাসিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হয় যে, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের বিশিষ্ট ভদ্রমহিলাগণ গৃহকার্য্য, সন্তানপালন ও বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষা, দরিদ্রের দুঃখমোচন, মাতৃপিতৃহীন সন্তানের পালন এবং ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী থাকেন। দিগন্ত-বিশ্রুত-নামা ওয়াশিংটনের পত্নী একটী আদর্শ মহিলা। ইনি স্বামীর বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও একদিকে যেমন স্বহস্তে রন্ধনাদি সমাধা করিতেন, আশ্রিত ও আগন্তুক ব্যক্তিবর্গের পানাহার বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন; অপর দিকে তেমনি গভীর মস্তিষ্ক বিলোড়ন পূর্ব্বক আবশ্যকতানুসারে রাজনীতি প্রভৃতি জটিল ও দুরবগাহ তত্ত্বে স্বামীর সহায়তা করিতেন।

ভগিনী ডোরার অতলস্পর্শ হৃদয়সমুদ্রে সন্তরণ করিলে কাহার না প্রাণ পূর্ণতায় প্রসারিত হয়। ফলতঃ অন্তরে সুগভীর অনুরাগ ও অদম্য উৎসাহের সঞ্চার হইলে, করুণাময় পরমেশ্বরের রাজ্যে, স্ত্রীজাতি হৃদয়-বৃত্তি-বিস্ফুরণে কতশত অনুকূল উপায়ই না প্রাপ্ত হইতে পারেন। এ বিশ্বসংসারে কত লোক রোগ, শোক, দরিদ্রতায় প্রপীড়িত; কত লোক আমাদিগের চতুর্দ্দিকে তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, অভাবের তাড়নায় নিষ্পেষিত; কিন্তু কাহার প্রাণ পুণ্যশীলা ভগিনী ডোরার ন্যায় পরদুঃখে কাতর? কাহার প্রাণ সেই পবিত্রহৃদয়া কামিনীর ন্যায় সেবাব্রতে ব্রতী? কাহার প্রাণ তাঁহার ন্যায় এই ব্যাধিময় সংসারে চিকিৎসালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক, রুগ্ন ও ভগ্ন প্রাণকে ক্লেশের করাল হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে অগ্রসর ও আকুল?

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের অনেক সদাশয়া মহিলা দেশ, কাল ও জাতির বিচার না করিয়া, দলে দলে নানা স্থানে গমন পূর্ব্বক স্নেহময়ী জননী ও ভগিনীর ন্যায় স্নেহে কতশত রোগী দুঃখীকে নিরন্তর সেবা শুশ্রূষা দ্বারা রোগমুক্ত করিতেছেন। অনেক ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক

অন্ত মহিলাকুলের দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত করিয়া দিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশে গৃহকার্য্য সন্তান পালনাদি লইয়াই অধিকাংশ স্ত্রীলোক ব্যস্ত; সুতরাং ঐ সকল বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করা তাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আজকাল কেহ কেহ বিদ্যালোচনাতে মনোনিবেশ করিতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা অঙ্গুলীর অগ্রভাগে গণনীয়। গৃহকার্য্য, সন্তানপালন, আত্মীয় স্বজনের সেবা এই সকলের মধ্যে আমরা লিপ্ত রহিয়াছি সত্য, কিন্তু গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য, সন্তানপালনে অভিজ্ঞতা, আত্মীয়বর্গের প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহার—এ সকল বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকের পক্ষে সামান্য এক খানি চিঠী শুদ্ধরূপে লেখাও কষ্টকর। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা বৈধব্য দশাগ্রস্ত, তাঁহাদিগের সম্মুখে অনন্ত কর্ত্তব্যক্ষেত্র প্রসারিত থাকা সত্বেও তাঁহারা আপনাদিগকে দুর্ভাগ্য জীব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা একবার চক্ষু মেলিয়াও দেখিতেছেন না যে, এদেশে পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা ও পিতৃমাতৃহীন অসহায় শিশুর প্রতিপালনের জন্য সুদূর আমেরিকা ইউরোপ হইতে দয়াবতী মহিলারা দলে দলে আগমন করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চারিদিকে প্রদর্শন করিতেছেন।

অন্যান্য দেশের স্ত্রীজাতির মধ্যে স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এদেশে ভদ্রসমাজে অধিকাংশ স্ত্রীলোক জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কিছুই শিক্ষা করেন না। পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্রের উপর তাঁহাদিগের ভরণপোষণ নির্ভর করে, অসময়ে আত্মীয়-বিহীনা হইলে দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। যদি বিদ্যা ও কার্য্যাদি শিক্ষা এদেশের স্ত্রীসমাজে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইত, তবে আর এ সকল দুঃখপূর্ণ অবস্থা নেত্রগোচর হইত না।

অপরাপর দেশের স্ত্রীলোকেরা যে সকল সৎকার্য্য দ্বারা জীবন অলঙ্কৃত করিতেছেন, আমরা কেন সে সকল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারিতেছি না? ভগবান্ যে উপাদানে তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরাও কি সেই উপাদানে গঠিত নই? তাঁহারা যেরূপ বল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ বলশালী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তবে কিনা তাঁহারা সুশিক্ষা কৌশলে, ও অবিশ্রান্ত অনুশীলনে সেই সমস্ত শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। পরমেশ্বর-প্রদত্ত অক্ষয় ধর্ম্মভাণ্ডারে প্রত্যেকেরই যে প্রবেশাধিকার আছে, উদ্যমশীল মানবগণ স্ব স্ব জীবনের উদাহরণে এই মহাসত্য সপ্রমাণ করিতেছেন। ফলতঃ, বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিলে, তাহাতে সফলতা লাভোপযোগী অনুকূল ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদিগের চারি দিকে অসংখ্য কর্ত্তব্য-

ক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। অভিরুচি ও উদ্দেশ্য ভেদে যিনি যে ক্ষেত্রেই কেন অবতীর্ণ হউন না, সমস্ত বৈষম্যের মধ্যেই একটী সাম্যভূমি আছে; সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেই একটী স্থলে একতা বিদ্যমান। সেই সাম্যভূমিই সাধনভূমি। স্বভাবের নিয়মানুসারে, সুদৃঢ়, সংযত, নিষ্ঠা-সমন্বিত, একাগ্রচিত্ত ও আগ্রহবান্ হইলে, এই সাধনভূমি অসংখ্য ফুলফলে সুশোভিত হয়, ইহা একটী অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। অতএব প্রকৃত গৃহিণী, পত্নী বা কন্যানামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলে, সুশিক্ষার অধীন হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকের পক্ষে গৃহকার্য্য যেমন আবশ্যক, অপরাপর কর্ত্তব্যগুলিও তেমনি প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্যরক্ষা, মিতব্যয়িতা, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গৃহকার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে সুফলের প্রত্যাশা করা যায়। গৃহের যাবতীয় লোকদিগের স্বাস্থ্য গৃহিণীর উপর নির্ভর করে। তিনি যদি স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী অবগত হন ও তদ্রূপ কার্য্য করেন, রন্ধন, পানীয় ও পরিচ্ছদা-দির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেন, তবে সকলেই স্বাস্থ্যসুখভোগ করিতে পারে।

স্ত্রীর মিতাচারিতার অভাবে অনেক স্বামী দরিদ্রাবস্থাপন্ন ও নৈরাশ্যগ্রস্ত হন; "ক্ষুদ্র একটী ছিদ্র যেমন বৃহৎ জাহাজকে জলমগ্ন করে," তদ্রূপ গৃহিণীর একটী সামান্য দোষও ভয়ানক অনিষ্টকর কার্য্যের প্রধান কারণ স্বরূপ হয়। মিতাচারিতা বা অমিতাচারিতা দ্বারা ঐহিক সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কেবল সাংসারিক কার্য্যে নয়, ব্যবহারেও মিতা-চারিতা প্রয়োজন। পিতা, মাতা, পতি, পুত্র, কন্যা ও অপরাপর সকলের সঙ্গে ব্যবহারে মিতাচারিতা অবলম্বন না করিলে উহা সীমা অতিক্রম করে এবং জীবনে বিষময় ফল প্রসব করে। বিপদ ও দরিদ্রতার জন্য পূর্ব্ব হইতে আপনাকে প্রস্তুত না করিলে অনেক কষ্টে পতিত হইতে হয়।

সৎকার্য্যে সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতির মণিমাণিক্য অপেক্ষাও মূল্যবান্। চরিত্রের বল ও কার্য্যকারিতার আশা করিলে প্রত্যুৎপন্নমতির আবশ্যক। নির্ভীক থাকিলে ও বুদ্ধিশক্তি স্থির রাখিলে, ভীষণ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ভয়ে আড়ষ্ট হইলে মানুষ দিগ্ভ্রান্ত হয়। জীবনপথে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতির যেমন আবশ্যক, গৃহকর্ম্মে দক্ষতা লাভের জন্য শৃঙ্খলা তদ্রূপ প্রয়োজন। রন্ধনাগার, পরিচ্ছদাগার, অধ্যয়ন-গৃহ, শয়নগৃহ, সূচিকার্য্যালয় যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই শৃঙ্খলা চাই, এতদ্ব্যতীত যখন যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রাপ্ত না হইয়া ত্যক্ত বিরক্ত হইতে হয়। নিয়মপূর্ব্বক কার্য্য করিলে প্রকৃতি তেজস্বিনী হয় এবং বিরক্তিজনক ঘটনার সম্ভাবনা কম থাকে।

গৃহকর্ম্মে দক্ষতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারবর্গের প্রতি সুমিষ্ট ব্যবহার, সত্যনিষ্ঠা, দয়া, এবং ধর্ম্মভাবপূর্ণ আচরণও আবশ্যক। নতুবা গৃহের সন্তান সন্ততি ও দাসদাসীর নিকট উহা আশা করা যায় না এবং সুখ শান্তি সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলে আনন্দের সহিত আদেশ পালন করে। সত্য-পরায়ণা, দয়াবতী ও ধার্ম্মিকা গৃহিণীকে যুবা বৃদ্ধ সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ও ভালবাসিতে বাধ্য হয় এবং আপনা আপনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে।

গৃহস্থিত দাসদাসীর সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, কারণ প্রভু ক্রীতদাসের ন্যায় তাহাদিগের প্রাণ মন ও আত্মা ক্রয় করেন না, কতকগুলি কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করেন মাত্র। তাহাদিগকে স্নেহ মমতা দ্বারাই বশীভূত করা যায়।

এই সকল বিশেষ বিশেষ গৃহকর্ম্মের ও ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক পরিবার এক একটী রাজ্য বিশেষ। এই রাজ্য শাসনে উৎকৃষ্ট জ্ঞান, গভীর বিচারশক্তি, পরিপক্ক অভিজ্ঞতা, নিপুণতা, পরিশ্রম এবং সর্ব্ব বিষয়ে সুশৃঙ্খলা আবশ্যক।

প্রজাশাসন অপেক্ষা পরিবার শাসন কম কঠিন নয়। ইহা শিক্ষাবিহীন লোকের শক্তি-সাধ্য নহে! পুরুষ জাতির মধ্যে উত্তম রাজা অতিশয় বিরল নয়; কিন্তু স্ত্রী জাতির মধ্যে উত্তম গৃহকর্ত্রী প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অনুপযুক্ত রাজা যেমন রাজ্যের পক্ষে দুর্ভাগ্য বিশেষ; অজ্ঞ, স্বার্থপর, অশিক্ষিত, অলস, চরিত্রবিহীন গৃহিণীও তেমনি গৃহের পক্ষে অতিশয় দুরদৃষ্ট বিশেষ। তাই বলি গৃহরাজ্যপালনে রাজ্য শাসন অপেক্ষা কম বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তির প্রয়োজন নয়।

গৃহকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে অপরা-পর হিতকর্ম্ম সাধনও আবশ্যক। যখন আমরা দেখি, সামান্য কৃষক হইতে রাজা-ধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই পরোপকারার্থে কিছু না কিছু কার্য্য করিয়া থাকেন, তখন একজন গৃহকর্ত্রীই কি কেবল সৎকার্য্য সম্পাদনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবেন? নিঃ-সম্বল উদাসীন সন্ন্যাসী যদি দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা করিয়া, পথক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগের উপকারার্থে নির্জ্জন মরুভূমির পার্শ্বে বৃহৎ কূপ খনন করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন, তবে এই ধনধান্যপূর্ণ সংসারে অবস্থান করিয়া, একজন গৃহকর্ত্রী কেননা সাধারণের হিতকর কার্য্যসাধনে অধিক সমর্থা হইবেন!

শিক্ষা অভাবে আমরা গৃহকার্য্য, স্বাস্থ্য-রক্ষা, সন্তানপালন, চরিত্র গঠন, আত্মীয়-বর্গের প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহার এবং অভাবের তাড়নায় বা ঘোর দারিদ্র্য-নিষ্পেষণেও অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ রহিয়া জীবনের সাফল্য সাধন করিতে পারিতেছি না—অন্ধের মত জীবন পথে অগ্রসর হইতেছি। আবার যাহারা বৈধব্য দশা-

গ্রস্ত, পরাধীনভাবে কত কষ্টে তাহাদিগকে দিনাতিপাত করিতে হয়! পীড়িতের সেবা, পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয়ের পালন ইহাঁদিগের অনায়াস-সাধ্য হইলেও এ সকল বিষয়ে ইহাঁরা হস্তক্ষেপ করেন না। কেহ পরপ্রত্যাশী হইয়া, কেহ বা অলসভাবে এমন মহামূল্য জীবন অতিবাহিত করেন। বিশুদ্ধ হৃদয়ে ইহাঁরা জগতে অনেক কার্য্য করিয়া জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিতে পারেন।

যতদিন আমাদিগের দেশে প্রত্যেক গৃহের স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম, সন্তান পালন ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় সকল সম্যক্‌রূপে অবগত না হইবেন, অর্থকরী কোন বিদ্যা ও চরিত্র গঠন বিষয়িণী শিক্ষা প্রাপ্ত না হইবেন, ততদিন এদেশীয় ললনাকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির আশা অলীক কল্পনা মাত্র।

এস ভগিনি, আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া, পবিত্র এবং মহৎ লক্ষ্য সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক আমরা জীবনের সদ্ব্যবহারে অগ্রসর হই। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মহাপ্রভু আমাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। আমাদিগের জীবন ধন্য হইবে এবং শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমরা ইহজীবন অবসান করিয়া পরজীবনে প্রবেশ করিতে পারিব—ইহ-পরজীবন ধন্য হইবে।

শ্রীবিনোদিনী সেন গুপ্ত।

ফুলমালা।

একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ব্রাহ্মণ বালিকা ঘরের এক প্রান্তে বসিয়া কি ভাবিতেছেন—ভাবিতেছেন, আর অন্তমনস্কে একটী সুন্দর গোলাপ ফুল নখদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া সহস্র টুকরায় ছিঁড়িতেছেন। পশ্চাৎ হইতে একটী যুবা পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া দুইহস্তের অঙ্গুলিদ্বারা তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন। বালিকা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "সই"—অঙ্গুলি তবুও মুখ হইতে অপসৃত না হওয়ায় বালিকা পুনরায় বলিলেন, "আর কেন ছেড়ে দাওনা ভাই, মিছে তামাসা কর্‌চো কেন?" যুবা হাত তুলিয়া লইলে বালিকা তাহার দিকে মুখ ফিরাইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া পুনরায় নত-মুখে সেই গোলাপের পাবড়ী ছিঁড়িতে লাগিল। যুবা বালিকার চিবুক ধরিয়া কহিলেন "ছি! এমন সুন্দর গোলাপ ফুলটীর দশা কি এইরূপ করিতে হয়? তোমার নাম ফুলমালা, আর তুমি এই ফুলের উপর এই অত্যাচার করিতেছ? বালিকা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আপনাদিগের চেয়ে কি আমরা নিষ্ঠুর?"

কেন?

আপনি কি কখন আমার জন্য ভাবেন?

যদি না ভাবিব, তবে এখন আসিব কেন ?

আপনি যদি ভাবিতেন, তাহাহইলে এই ফুলের অধিক কোমল অন্তঃকরণকে সহস্র টুকরায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যন্ত্রণা দিতেন না।

কেন বল কি হয়েছে—আমি তোমায় কি কষ্ট দিয়াছি ভাই।

ফুলমালার চক্ষু দিয়া দুই তিন ফোঁটা জল টস্ টস্ করিয়া পড়িল—তিনি রুদ্ধ কাতর স্বরে কহিলেন, "বাবা আমার বিবাহ এক বৃদ্ধের সহিত স্থির করিয়াছেন, আপনার—আপনার কি ? আপনার সহিত ত আমার বিবাহ দিবেন না।

যুবা আচম্বিতে আকাশ হইতে পড়িলেন এবং গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ফুল! তুমি ভাবিও না—আমি চলিলাম—জগদীশ্বর যদ্যপি দিন দেনত পুনরায় দেখা করিব।"

ফুলমালা গরিব ব্রাহ্মণের কন্যা—তাহার পিতার নাম মাধব চন্দ্র শর্ম্মা। ফুলমালা গ্রামস্থ জমিদার রামশঙ্কর বাবুর আনুকূল্যে তত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মেয়েটীকে রূপে ও গুণে লক্ষ্মীস্বরূপা দেখিয়া রামশঙ্কর বাবুর একান্ত ইচ্ছা যে তিনি তাহাকে একটী উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিয়া সুখী হয়েন। তিনি তজ্জন্য এক যুবাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। যুবার নাম সন্তোষকুমার—তিনি ফুলমালার একজন প্রতিবেশী। ফুলমালা ও সন্তোষকুমার আশৈশব এক সঙ্গে বেড়াইয়াছে, খেলাধুলা করিয়াছে, উভয়ে উভয়ের মনকে একরূপ করিয়া গঠন করিয়াছে—উভয়ে উভয়কে ভালবাসে—উভয়ে উভয়কে দেখিলেই সুখী হয়। মাধব শর্ম্মা অর্থলোভে ফুলমালার জন্য যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে রামশঙ্কর বাবু সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তিনি ফুলমালাকে আপনার কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। তজ্জন্য ফুলমালার মঙ্গল তিনি সততই প্রার্থনা করিতেন।

যে বৃদ্ধের সহিত ফুলমালার বিবাহ স্থির হইয়াছে, তিনি রামশঙ্কর বাবুর প্রতিবেশী জমিদার—নাম রাধাকিশোর মুখোপাধ্যায়, বয়স সত্তর বৎসর—মাথার চুল সমস্ত পাকিয়াছে—মুখের অস্থি বাহির হইয়াছে—চক্ষু কোটরগত—দন্ত সমস্ত স্থানচ্যুত হইয়া বাক্য নিঃসরণের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে; তবে তিনি ধনী ও দুর্দ্দান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি রামশঙ্কর বাবুর চিরশত্রু। রামশঙ্কর বাবু দয়ালু, ভদ্র, ও অমায়িক থাকায় দেশের অধিকাংশ লোকই তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিত ও তাঁহাকে ভালবাসিত, রাধাকিশোরকে কেহ দেখিতে পারিত না।

রাধাকিশোর তাকিয়া ঠেসান দিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন, তাঁহার সম্মুখে এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। রাধাকিশোর বাবু চক্ষে তাদৃশ দেখিতে পান না। পায়ের শব্দে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেও...রামা না কিরে ?" রামা তাঁহার চাকরের নাম, সে তথায় উপস্থিত নাই,

উত্তর দিল না। আগন্তুক বলিয়া উঠিল "আজ্ঞে আমি।" কর্ত্তা তাহাতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কেগা—" "আজ্ঞে আমি তর্কালঙ্কার"।

তর্কালঙ্কার—এস, ভাই এস, আমার সেটা কদ্দূর হ'ল?

আজ্ঞে, সে ত একরকম ঠিক্ হয়েই গিয়াছে—তবে—

তবে কি—খুলেই বলনা ছাই।

আজ্ঞে, এমন কিছুই নয়—আপনার শ্বশুর আর কিছু টাকা, আর খানকয়েক গহনা চান।

তার আর কি—তার জন্য কি আটকায় হে—মোদ্দা ঐ মেয়েটাই আমার চাই।

তা শর্ম্মা যখন হাত দিয়েছেন, তখন তার কিছু ভাবনা নাই—মেয়েটীত আন্‌বুই।

আগন্তুকের নাম রামসর্ব্বস্ব তর্কালঙ্কার। রামসর্ব্বস্ব বড় সহজ লোক নহেন—তিনি ধনীর কুকুর ও গরিবের বাঘ। তিনি ধনীদিগের পশ্চাৎপশ্চাৎ ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেন, তাহাদিগের মনোরঞ্জনার্থে অতি কদর্য্য পাপ কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত নহেন—গরিব দেখিলেই তাহকে ঘৃণা ও মারিবার চেষ্টা করেন। তিনিই আজ মাধব শর্ম্মার ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহার কন্যা ফুলমালার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারি চক্রে এই সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত কোমলাঙ্গী সুকুমারী ফুলমালার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বৃদ্ধ মর্কটের কণ্ঠে সুন্দর কুসুমহার শোভিত হইবে। হা অর্থ, তুমিই ধন্য!

সন্ধ্যা সমাগত—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায়, রাত্রির অন্ধকার আরও গাঢ়তর অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে—হস্ত পরিমিত দূরস্থিত বস্তু পরিলক্ষিত হইতেছে না — ফেঁাটা ফেঁাটা বৃষ্টি সহ মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে—এমন সময়ে সেই বিদ্যুতের আলোকে পথ নিরীক্ষণ করিয়া একটী বিংশতিবর্ষীয় যুবা রামশঙ্কর বাবুর দেউড়িতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইলেন। দ্বারবান্ যুবাকে ভদ্রসন্তান বোধে বসিতে যথেষ্ট সমাদর করিল, কিন্তু তিনি না বসিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাহার হাতে একখানি চিঠি দিয়া তথা হইতে শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। ঐ চিটিখানি রামশঙ্কর বাবুর নামিত।

চিঠি।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর রায় জমিদার মহাশয় বিপন্নের আশ্রয় দীনজন-প্রতিপালকেষু—

মহাশয়:—

আপনি যে ফুলমালাকে প্রাণতুল্য ভাল বাসেন এবং যাহার বিবাহ সন্তোষকুমারের সহিত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, আগামী কল্য বৃদ্ধ রাধাকিশোরের সহিত তাহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে। পিতার অর্থলোভই কন্যার এই সর্ব্বনাশের কারণ। যাহা বিহিত হয় করিবেন ইতি

একান্ত—

শ্রী:——

এই পত্র পাঠ মাত্র রামশঙ্কর বাবু একেবারে চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন—তাঁহার শরীর সমস্ত কাঁপিয়া উঠিল—তিনি আসন হইতে লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "তাহা কখনই হইবে না—আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার শরীরে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকিতে আমি তাহা কখনই হইতে দিব না—কুটিল, দুষ্টমতি, বৃদ্ধ রাধাকিশোরের শঠতায় অমন শান্ত-স্বভাবা, সরলা বালা স্বর্ণপ্রতিমার পরিণাম বিসর্জ্জন দিব না—দৈব যদি প্রতিকূল না হন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আমার বাগ্‌দত্তা ফুলমালাকে সন্তোষ কুমারের সহিত বিবাহ দিয়া চিরসাধ পূর্ণ করিব।" রামশঙ্কর বাবু তৎপরে তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী সরকার মহাশয়কে ডাকিলেন। সরকার মহাশয় উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "দেখ সরকার, তুমি এই রাত্রে অনুসন্ধান কর যে খল-স্বভাব রাধাকিশোরের বিবাহ কি না এবং সে বিবাহ কাহার সহিত, ও কবে?" প্রাতে সরকার আসিয়া সমস্ত ঠিক্ খবর দিলে পর, রামশঙ্কর বাবু সরকারকে এক নির্জন কক্ষে লইয়া কহিলেন, "তুমি অবিলম্বে আমার প্রজাদিগের মধ্য হইতে পঞ্চাশ জনা লাটিয়াল, দশজন দরোয়ান এবং একখানা পাল্কি ঠিক্ করিয়া আইস, তাহারা অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে যেন আমার বাটীতে হাজির থাকে।" সরকার যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। এদিকে রামশঙ্কর বাবু আপনার বাটী সাজাইবার হুকুম দিলেন, বিবাহের উপযুক্ত সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করিলেন, এবং সন্তোষ কুমারকে আপনার বাটীতে আনিয়া রাখিয়া দিলেন।

আজ বিবাহের দিন—ব্রাহ্মণ মাধবের বাটীতে অনেকগুলি কুটুম্ব ও আত্মীয় স্বজন উপস্থিত—বাহিরে সামিয়ানা—সামিয়ানার নীচে ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে—বয়স্থেরা কেহ কেহ বেঞ্চের উপর বসিয়া, কেহ বা দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছে আর আস্তে আস্তে বলিতেছে, "মাধব কিন্তু ভাল করিল না, অমন সুন্দরী লক্ষ্মী মেয়েটীকে হাত পা ধরিয়া জলে ফেলে দিবে!" কেহ কেহ বা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে, "না হে না, জান না কড়ির মাথায় বুড়োর বে—মেয়েটার একটা হিল্লে হ'ল—ও রাজরাজেশ্বরী হ'ল—খাবে পরবে থাক্‌বে সুখে, দুঃখের ভাবনা টের পাবে না—আমাদের দশ জনকে প্রতিপালন কর্‌বে।" কেহ কেহ অমনি বলিয়া উঠিল, "হাঁ হাঁ ঠিক্ বলেছ, ঐ টিই আসল কথা।"

বাটীর ভিতর মেয়েরা কেহ বাটনা বাটিতেছে, কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ ভাত রাঁধিতেছে, হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ফুলমালার বেলফুল, যূঁইফুল, আতর, গোলাপ, গঙ্গাজল ইত্যাদি সমস্ত সমবয়স্কা সখিগণ আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ফুলমালার কপালে কানে চন্দন, হাতে কাজললতা, নূতন বস্ত্র পরিধান—সেও তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। সহ-

চরীরা নানারূপ যৌবনসুলভ আমোদ ও সময়োচিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র আনন্দ নাই। তাহার হৃদয়ে চিতা ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে—সে এক একবার আসিয়া একটী নির্জ্জন ঘরে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। কন্যার এরূপ অবস্থায় পিতার মন কিছু মাত্র বিচলিত হইল না। তিনি অটল অচলসম স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তিনি ঐ বৃদ্ধ ধনেশ্বরকে কন্যা সম্প্রদান করিবেনই করিবেন। অর্থপিপাসা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। কুলমালার কষ্টে বাটীর মধ্যে একজনের অন্তঃকরণ সুস্থ নহে—তিনি একবার করিয়া ফুলমালার সেই কচি বিষাদ-মাখান মলিন মুখখানির দিকে চাহিতেছেন আবার কার্য্যান্তরে গমন করিতেছেন—বেশি ক্ষণ থাকিতে পারিতেছেন না—আবার ফিরিয়া আসিতেছেন, হৃদয়ের দুঃখবেগ চাপিয়া স্বীয় অঞ্চল দ্বারা ফুলমালার মুখখানি মুছাইতেছেন, আর বলিতেছেন, "থাক্ মা আর কাঁদিসনে—তোর মুখের দিকে চাহিয়া আমার কোনও কার্য্যে আর হাত পা উঠিতেছে না।" ফুলমালা তখন মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার কোলে মস্তক লুকাইয়া আরও অধিক ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মা আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়-পয়োধি উথলিয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "মা আমার, প্রাণ থাকিতে তোকে কখনই অপাত্রে দান করিব না, কখনই পোড়ার মুখো বুড়ো জামাই ঘরে আনিব না।"

এদিকে রাত্রি উপস্থিত—মাধব শর্ম্মার বহির্বাটীতে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে—বর আসিয়াছে, চতুর্দ্দিক হইতে লোকেরা বর দেখিতে আসিয়াছে। বর দেখিয়া তাহাদের চক্ষু স্থির। মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছে "পোড়ার মুখোর মরণ আর কি, তাই এই বয়সে বিয়ের সাধ! মেয়েটাকে মজাতে এসেছে!" কেহ কেহ বলিতেছে, "দেখ্ ভাই দেখ্, বরটার মাথাটা যেন একটা শোণের নুড়ো—ওর আবার এ বয়সে বে কেন ভাই?" কেহ কেহ বলিতেছে, "মাধব ঠাকুরের মুখে আগুণ—অমন টাকার লোভে ধিক্, ওর চেয়ে একটা গরিবের ছেলে ধরে দিলে মেয়েটার মনের সুখ হ'ত।" দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সহসা একটা গোল উঠিল, "মেরেরে থেকারে পালারে ধল্লেরে।" লোক চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। কতকগুলো লেটেল ও হিন্দুস্থানী দরোয়ান মস্ মস্ করিয়া আসিয়া বরকে লাথি মারিয়া উবুড় করিয়া ফেলিয়া দিয়া বরাবর বাটীর ভিতর চলিয়া গেল এবং ফুলমালাকে পাল্কিতে তুলিয়া তাহারা একেবারে রামশঙ্কর বাবুর বাটীতে লইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে কি হইল পরে বর্ণনীয়। পাঠক পাঠিকাগণ ব্যাপারটা মনে মনে কল্পনা করিতে পারুন।

গ্রীষ্মকাল ও প্রাণি-শরীর।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুত্র প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-তত্ত্ববিদ্ মহাত্মা সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, নিদাঘে ঔষধি সকল নীরস, রুক্ষ ও লঘু হয়, এবং প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে প্রাণিগণের শরীরও বিশুষ্ক হইতে থাকে। আবার এই প্রকার ঔষধি ভক্ষণে ও জলপানে নীরসতা ও রুক্ষতা এবং লঘুতা হেতু প্রাণিগণের শরীরে বায়ুর সঞ্চয় হয়। তদনন্তর বর্ষাকালে ভূমি জলে আর্দ্র হইলে প্রাণিগণের দেহও আর্দ্র হয়, এবং তাহাদিগের শরীরস্থ গ্রীষ্মজাত সঞ্চিত বায়ু বর্ষার প্রভাবে বিশেষতঃ তৎকালীন শীতল বায়ুর সংযোগে শরীরময় ব্যাপ্ত হইয়া বাতিক ব্যাধি সকল উৎপন্ন করে।” যাহাতে বায়ু সঞ্চয় না হইতে পারে, গ্রীষ্মকালে তাহারই উপায় করা আবশ্যক। গ্রীষ্মের উত্তাপে আমাদিগের শরীর ক্রমে ক্রমে শুষ্ক ও ক্ষীণ হইতে থাকে এবং তজ্জনিত নানা প্রকার পীড়ার আবির্ভাব হয়।

শিরোঘূর্ণন, বাতুলতা প্রভৃতি মস্তিষ্ক-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের এ সময়ে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। অজীর্ণতা ও উদরাময় গ্রীষ্মকালের প্রধান পীড়া। সুতরাং বিসূচিকা ও অতিসারের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তাপাতিশয্যে শরীরস্থ রুধির বিকৃত হইলে অর্শ ও বহুমূত্র ও অন্যান্য রোগ সকলও বিশেষ কষ্টকর হইয়া থাকে এবং যকৃৎ-প্রদাহ হইলে পিত্তাধিক্য হেতু হস্ত ও পদতল জ্বলিতে থাকে। শরীর শুষ্ক ও রসহীন হইলে তৎপ্রতিপূরণ জন্য তৃষ্ণা বলবতী ও তরল খাদ্যের প্রতি প্রবল অনুরক্তি হয়। পরম পিতা প্রত্যেক ঋতুর উপযোগী খাদ্যেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই আমরা গ্রীষ্মের সময়ে তরমুজ, ফুটি, লেবু, আম্র, জাম, নারিকেল, তালশাঁস, পেঁপে, নানাজাতীয় রম্ভা, আনারস প্রভৃতি বিবিধ মধুর ও অম্লমধুর ফল সকল উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হইয়া থাকি। মধুর ফল সকল বলকারক এবং অম্লমধুর ফল সকল স্বাদু ও স্নিগ্ধকর। সুপক্ক ফলসকল খাইতে সুস্বাদু, সহজে জীর্ণ হয় এবং শারীরিক স্বাস্থ্য উদ্দীপ্ত করে। যে সকল ফল দেখিতে পীতবর্ণ ও যাহাদিগের শস্যও পীতবর্ণ, সেই সকল ফল সারবান্ ও পুষ্টিকর; যে সকল ফলের শস্য, পক্ক হইলে, লোহিত বা গোলাপী হয়, তাহারা প্রায় উত্তেজক ও রুধিরের উপকারক। তরমুজ ফলের জলে চিনি মিশ্রিত করিলে উত্তম সরবৎ হয়। ইহা যেরূপ স্নিগ্ধকর, সেইরূপ তৃপ্তিপ্রদ। প্রচণ্ড তাপের সময় ডাব ও তালশাঁস বিশেষ স্নিগ্ধকর। পটল, উচ্ছে, বার্ত্তাকু, অলাবু, কাঁচকলা, থোড় প্রভৃতি তরকারি এবং শুষনি, কলমি প্রভৃতি শাক গ্রীষ্মকালোপযোগী খাদ্য। কর্পূরবাসিত শীতল জল

স্নিগ্ধকর ও তৃপ্তিপ্রদ। বরফে তৃষ্ণা শান্তি না করিয়া বরঞ্চ তাহার উদ্রেকই করিয়া থাকে। অল্প পরিমাণে জলসিক্ত করিয়া ভাল বরফ পান করিলে কিছু স্নিগ্ধ হয় বটে, কিন্তু কৃত্রিম বরফ ভাল নহে। এ সময়ে তক্র (ঘোল) অল্পমাত্রায় চিনি মিশ্রিত করিয়া পাতি লেবুর রস যোগে পান করিলে বিশেষ স্নিগ্ধকর হইয়া থাকে। এই কালে শরীরও সর্ব্বদা স্নিগ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। সুস্থ শরীর হইলে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে তিল, নারিকেল বা খাঁটি সর্ষপ তৈল শরীরে বিলক্ষণ মর্দ্দন করিয়া পরিষ্কৃত ও শীতল জলে স্নান করিবে, এবং যখন ঘর্ম্ম নির্গত হইবে, তখন শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। ভিজা গামছা সর্ব্বদা ব্যবহার করা ভাল নহে। পরিষ্কার ও শুভ্র বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য, ঘর্ম্মাক্ত হইলেই তাহা প্রক্ষালন করিবে। বিছানার চাদর বালিসের ওয়াড় সর্ব্বদা রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এবং মধ্যে মধ্যে প্রক্ষালন করিবে। শরীর সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে না। অনাবৃত গাত্রে যতক্ষণ থাকিতে পারা যায়, ততক্ষণই ভাল। এ সময়ে মানসিক কিম্বা শারীরিক কোন প্রকারই কঠিন পরিশ্রম করিবে না। পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণই এ দেশের পক্ষে শ্রমের সময়। যাহাদিগকে উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়া অন্য সময়ে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাদিগের ত কথাই নাই; কিন্তু যাহারা সচ্ছন্দ ও স্বাধীন, তাহাদিগের সময়োপযোগী কার্য্য করা উচিত। বেলা ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা বা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত গৃহের দ্বার ও বাতায়ন সকল এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ করিবে, যাহাতে গৃহমধ্যে তাপ বা উত্তপ্ত বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। খসখস, চিক্, পরদা অভাবপক্ষে মোটা কাপড় দিয়া তাপ নিবারণ করিবে। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় আরাম করিবে, কিন্তু দিবানিদ্রা ভাল নহে। আহারের পর অর্দ্ধ-ঘণ্টা কাল তন্দ্রা বা বিরাম স্বভাবের আহ্বান, সুতরাং তাহা প্রাণবর্দ্ধক। বাহিরের উত্তপ্ত বায়ু প্রতিরুদ্ধ হইলে গৃহস্থ বদ্ধ বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা যাহাতে বিকৃত না হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। পাখার বাতাসে তাহা আলোড়িত করিবে এবং দুর্গন্ধ দ্রব্য বা পুষ্প প্রভৃতি ব্যবহার দ্বারা বায়ুর বিশুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিবে। স্নিগ্ধকর বলিয়া আর্দ্র স্থানে বায়ু বদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করিবে না। আর্দ্র বায়ু শরীরের বিশেষ অপকারক। গ্রীষ্মাতিশয্যে রাত্রিতেও সুনিদ্রা হয় না, তথাপি চারি পাঁচ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে পারিলেই এ সময়ে যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু অনাবৃত স্থানে বৃক্ষতলে ও জলাশয়ের চত্বরে অনাবৃত গাত্রে নিদ্রা যাইবে না। তাহাতে হঠাৎ পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

কস্তূরিকা।

কস্তূরিকা বলিলেই মৃগনাভি বুঝায়। বাস্তবিক মৃগনাভি হইতেই কস্তূরিকা হইয়াছে। অর্থাৎ কস্-গমন করা+তুর প্রত্যয়, ক-যোগে কস্তূরিকা; ইহার গন্ধ দূরে গমন করে। সুতরাং যাহার গন্ধ দূরে গমন করে, তাহাই কস্তূরিকা। যেমন পঙ্কজ অর্থে যাবতীয় পঙ্কজাত বস্তুকে বুঝাইলেও বহুব্রীহি সমাসানুরোধে পদ্মকেই নির্দ্দেশ করে, সেইরূপ কস্তূরিকাও মৃগনাভিকে বুঝাইয়া থাকে। প্রধানতঃ ইহা মৃগবিশেষ হইতে প্রাপ্ত হইলেও অন্যান্য কতিপয় জন্তু ও উদ্ভিজ্জ হইতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফরাসী রাসায়নিকেরা কতিপয় কস্তূরী গাছ ও বীজ জান্তব কস্তূরিকার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া থাকেন। উত্তর আমেরিকা, উত্তর য়ুরোপ, গ্রীনলণ্ডের পশ্চিম উপকূল প্রভৃতি উত্তর মহাসাগরের উপকূলে ও অনেক দ্বীপে কস্তূরী বৃষ, কস্তূরী মহিষ ও কস্তূরী মেষ দৃষ্ট হয়। কস্তূরী মৃগের ন্যায় ইহাদিগের নাভিদেশে কস্তূরীকোষ নাই বটে, কিন্তু ইহাদিগের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কস্তূরিকা ক্ষরিত হইয়া দিক্ বিমোহিত করিয়া থাকে। ইহারা তৃণজীবী। কস্তূরী বৃষ দেখিতে সামান্য বৃষের ন্যায়, কেবল পদগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহারা ২০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত একত্র দল বাঁধিয়া অবস্থান করে। যখন ইহারা বিচরণ করে,তখন একটী বা দুইটী বৃষ নেতার ন্যায় অগ্রগামী হইয়া থাকে। ইহারা অতি দ্রুতগতিবিশিষ্ট, সামান্য কারণেই ভীত হইয়া থাকে, এবং যখন অত্যন্ত ভয় পায়, তখন তীরবেগে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়াও পলায়ন করে। আমাদিগের দেশে গন্ধগোকুলা বা গন্ধ নকুল নামে নকুলজাতীয় এক প্রকার জন্তু আছে, ইহাদিগেরও শরীর হইতে কস্তূরিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগকে গন্ধমার্জ্জার ও খট্টাসও বলিয়া থাকে। পতঙ্গ ও সরীসৃপ জাতির মধ্যেও অনেক প্রকার কস্তূরী জন্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, কস্তূরী মৃগ হইতে যে কস্তূরিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই কস্তূরিকা বা মৃগনাভি নামে বিখ্যাত। ইহা শৃঙ্গহীন এক প্রকার মৃগজাতীয় পুরুষ মৃগের নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নাভির নিম্নে অণ্ডের ন্যায় চর্ম্ম-থলিতে এলাইচের দানার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দৃষ্ট হয়, উহাই কস্তূরিকা বা মৃগনাভি। ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র ও মনোহর, এবং অন্যান্য সুগন্ধি অপেক্ষা বহুকালস্থায়ী হইয়া থাকে, এমন কি অর্দ্ধ রতি পরিমিত মৃগনাভি বিংশতি বৎসরেরও অধিক একটী গৃহ গন্ধে আমোদিত করিয়া থাকে। কস্তূরিকা ব্যবহার আমাদের দেশে বহুকাল অবধি

প্রচলিত, কারণ এখানে কস্তূরী মৃগ বহুসংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাতি ও বর্ণভেদে কস্তূরিকার গুণের বা সুগন্ধেরও তারতম্য হইয়া থাকে। আর্য্যেরা বহুকাল পূর্ব্বে ইহা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"কপিলা পিঙ্গলা কৃষ্ণা কস্তূরী ত্রিবিধা ক্রমাৎ।
নেপালেঽপি চ কাশ্মীরে কামরূপেঽপি জায়তে॥
কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীরদেশসম্ভবা কস্তূরীঽধমা স্মৃতা॥"

কপিলা, পিঙ্গলা ও কৃষ্ণা এই ত্রিবিধা কস্তূরী মৃগ আছে। নেপালে কপিল বর্ণের, কাশ্মীরে পিঙ্গল বর্ণের, এবং কামরূপে কৃষ্ণ বর্ণের কস্তূরী মৃগ জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে কামরূপ-জাত মৃগ শ্রেষ্ঠ, নেপাল-জাত মধ্যম এবং কাশ্মীর-জাত অধম বলিয়া প্রকীর্ত্তিত।

ভারতবর্ষের হিমাচল অঞ্চল ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ হিমপ্রধান দেশে কস্তূরী মৃগ পাওয়া যায়। তীব্বত, চিন, আনাম, সাইবিরিয়া, চিলি ইত্যাদি এসিয়া ও আমেরিকার অনেক অংশে কস্তূরী মৃগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাজারে প্রধানতঃ দুই প্রকারের কস্তূরিকা বিক্রয় হইয়া থাকে—ভারতবর্ষীয় ও চৈন কস্তূরিকা, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের কস্তূরিকাই উৎকৃষ্ট। এই কস্তূরিকা আহরণের জন্য বর্ষে বর্ষে প্রায় বিংশতি সহস্র মৃগের প্রাণবধ করা হইয়া থাকে। বয়স্ক অর্থাৎ পূর্ণ-বয়স্ক কস্তূরী মৃগ হইতে অনধিক দুই আউন্স (প্রায় এক ছটাক) পরিমিত মৃগনাভি প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিশু মৃগ হইতে অর্দ্ধ আউন্স মাত্র পাওয়া যায়। গড়ে প্রতি হরিণ হইতে প্রায় অর্দ্ধ ছটাক বা আড়াই তোলা মৃগনাভি সংগৃহীত হইয়া থাকে। রাজা বা ভূম্যধিকারীরা শিকারী দ্বারা এই সকল মৃগ শিকার করিয়া থাকেন, এবং মৃগনাভি বাহির করিয়া বণিকদিগকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। কুবয়জাতীয় মৃগ হইতে কস্তূরিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা তীব্বতদেশীয় টঙ্কুইন কস্তূরিকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

অশোক বন।

সম্প্রতি মহাবোধি সভার সম্পাদক মহাত্মা ধর্ম্মপাল ইণ্ডিয়ান্ মিরর পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, সিংহলে সিংহলী ভাষায় লিখিত এক অতি পুরাতন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণমূলক অতীব আশ্চর্য্য হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। দুষ্ট দশানন নিঃসহায় অবস্থায় একাকিনী পাইয়া পতির ছায়ানুগামিনী রামপ্রণয়িনী দুঃখিনী জনকনন্দিনীকে পঞ্চবটী হইতে হরণ করিয়া সতীর অনন্ত শোকাগার যে অশোকবনে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা না কি

ইহাতে আছে। প্রথমতঃ বনের নাম অশোক বন অর্থাৎ অশোক বৃক্ষের বন। প্রহরি-পরিবেষ্টিত দুঃখিনী বন্দিনী এই স্থানে অবস্থিতিকালে সন্তানাদির মঙ্গলোদ্দেশে না কি অশোক-ষষ্ঠী করিয়া শোক দুঃখ নিরাকরণের নিমিত্ত শুদ্ধ অশোক প্রসূন গ্রহণপূর্ব্বক উপবাসে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি আমাদিগের দেশের হিন্দু পুত্রকন্তাবতী মহিলাগণ সীতার ও অশোক বনের দুঃখের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য অশোক-ষষ্ঠীর ব্রত করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপালের কথিত নবাবিষ্কৃত অশোক বনে অশোক বৃক্ষ আছে কি না বলিতে পারি না, তাহা তাঁহার বলা উচিত ছিল; কিন্তু তথায়—সিংহলের কেবল ঐ অংশেই—যে বার মাস আম্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। লঙ্কা বলিলে যেরূপ অগ্রেই রাম রাবণ ও সীতার কথা আমাদিগের মনে উদিত হয়, সেইরূপ অমৃতনিভ রসাল আম্র ফলের কথাও মনে আইসে। প্রবাদ আছে যে, বীর হনুমান রাবণের আম্রোদ্যান হইতে আম্র ভক্ষণ করিতে করিতে যে সকল অাঁটি ভারতবর্ষের চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলেন, তাহা হইতে ভারতবর্ষে আম্রের সৃষ্টি। সে যাহা হউক, আধুনিক সিংহলে আম্র যে আধুনিক ভারতবর্ষের আম্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে। তবে আমাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, সিংহলের সর্ব্বত্র বার মাস আম্র পাওয়া যায়, ধর্ম্মপালের প্রমুখাৎ শুনিয়া সে ভ্রম দূর হইল। কথিত অশোক বনের বর্ত্তমান নাম উধা। তথায় গমনাগমনের পথ কতক রেলে, কতক গাড়িতে। সিংহলের রাজধানী কলম্বো হইতে নবরয় ইলনা অবধি রেল; শেষোক্ত স্থান হইতে ৪০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বাদুল্লা গ্রাম পর্য্যন্ত গাড়ির পথ। বাদুল্লা কথিত অশোক বনের অন্তর্গত। আমরা শুনিতেছি এক অতি প্রাচীন দুর্গ ও কতকগুলি অতি প্রাচীন গৃহের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এগুলি রাবণের কিনা? আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দিহান। সিংহলী ভাষায় লিখিত আলোচ্য নবাবিষ্কৃত লিপির প্রতি আমরা আস্থাবানই হইতে পারি না, তাহার কারণ, উক্ত ভাষা আধুনিক। বঙ্গভাষা অপেক্ষা ইহার বয়ঃক্রম অধিক হইবে না। প্রত্যুত, রামাবতারের কাল দেখুন কত প্রাচীন, "রামায়ণ" রচনার কাল দেখুন কত প্রাচীন। এত প্রাচীন কালের ঘটনাবলী কখনই এরূপ আধুনিক ভাষায় যথাযথ লিখিত হইতে পারে না। বোধ হয় ইদানীন্তন কালে কোনও পণ্ডিত আপনার যেরূপ বিশ্বাস তাহা এই সিংহলী ভাষায় প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন।

কীটদষ্ট বিনষ্টপ্রায় তালপত্রাদিতে অথবা ধাতু বা প্রস্তর-ফলকে বা প্রস্তর-স্তম্ভে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলে উহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারিত। দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ আদৌ রাবণের নয় বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়; সেগুলি আধুনিক

কোনও রাজার প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ মাত্র। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান সিংহল রাবণের লঙ্কা নহে। আমরাও মনে করি রাবণের লঙ্কা এক্ষণে সমুদ্র গর্ভে। এক 'সেতুবন্ধ রামেশ্বর' লইয়া লঙ্কার স্থান নিরূপণ করিলে, যদি হয়, তাহা হইলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে ইহা প্রাচীন লঙ্কার অংশ মাত্র। এখন সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া ভূতত্ত্বের অভাবনীয় প্রক্রিয়া বলে নূতন সিংহলের সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের ঢাকা নগর হইতে আগত রাজা বিজয় সিংহ বা সিংহ-বাহু হইতে বর্ত্তমান সিংহলের নামকরণ। ধর্ম্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাদি যাহা কিছু বিজয় ও সভ্যতার চিহ্ন তাহাতেই সম্ভূত হইয়াছে। আরও এক কথা—সিংহল-বাসীকে দেখিলে সহসা বোধ হয় সে যেন একজন বাঙ্গালী। না হইবেই বা কেন? বালি, যব, সুমাত্রা দ্বীপবাসী হিন্দুদিগের ন্যায়, সে বাঙ্গালী ঔপ-নিবেশিকের বংশধর—তদপেক্ষা বরং অধম; বেশ ও কেশবিন্যাসে অনেকটা স্ত্রীরুচিসম্পন্ন। দৈহিক লক্ষণাদি দেখিয়া রাবণের বংশধর রাক্ষস বলিয়া তাহাকে আদৌ বোধ হয় না। বিবর্ত্তবাদ বিজ্ঞান সূত্রানুসারে সবল জাতির উৎকর্ষ এবং দুর্ব্বলের ক্রমশঃ অধোগতির সোপানে অবরোহণ করিতে করিতে বিলোপ-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস বংশধরগণ বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক বিদলিত হইলেও কতক পরিমাণে আকৃতি প্রকৃতির পরিচয় দিবে। বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের মত তাহাদের শীর্ণ ও দুর্ব্বলকায় হইবার সম্ভাবনা বিরল। অপিচ, আমেরিকার আদিমনিবাসী-দিগের ন্যায় বাঙ্গালী ও সিংহলবাসী অন্তর্হিত হইবার কথা অস্ফুট স্বরে বিজ্ঞান আমাদিগের কানে কানে বলিয়া দেয়। করুণানিধান ভগবান্ যদ্যপি অনুকূল অবস্থায় আনিয়া আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা আরও কিছু-কাল মেদিনীবক্ষে তিষ্ঠিতে পারিব। নচেৎ এই যে এত বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিতেছি, তৎসমুদায়ের অন্তরালে আমাদিগের পতন লুক্কায়িত। সর্ব্ব-সাধারণে এই কঠোর সত্যটি বুঝিতে পারিতেছেন না; যাঁহারা পারিতেছেন, তাঁহাদিগের সীতার অশোক বনের ক্রন্দন সদৃশ অরণ্যে রোদন হইতেছে। আর সে রামও নাই, আর সে অযোধ্যাও নাই; আর সে লঙ্কাও নাই; আর সে অশোক বনও নাই; আছে কেবল অশ্রু, যাহার স্রোত ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শ্রীন—

বিলাতী সুগন্ধি।

দেশীয় আতর, গোলাপ ও ফুলের তৈল অপেক্ষা বিলাতী সুগন্ধি দ্রব্য অতি সুলভ। এক ভরি উৎকৃষ্ট আতরের মূল্য শত টাকারও অধিক, কিন্তু এক শিশা বিলাতী অটোডি-রোজ চারি টাকার অনধিক; সুতরাং বিলাতী সুগন্ধি, বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য বিলাতী সামগ্রীর ন্যায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। বিলাতী বস্ত্র, বিলাতী শাল, বিলাতী মুক্তা বা বিলাতী অলঙ্কার যেমন বাহিরে চাকচিক্যময় ও ভিতরে অসার, বিলাতী সুগন্ধিও তদ্রূপ; অধিকন্তু ইহা অঙ্গ সংস্কারার্থে ব্যবহৃত হওয়াতে বিশেষ অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। যদৃচ্ছা সাবান ব্যবহারের প্রতিফল অনেকেই ভোগ করিতেছেন। আমেরিকা ও ইউরোপের সম্ভ্রান্ত লোকেরা এখন চিকিৎসক বা রাসায়নিকের দ্বারা সাবান পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশে ইহার ব্যবহার এক প্রকার বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশীয় সুগন্ধি দুর্লভ বলিয়া অনেকে তাহা ব্যবহার করিতে পারে না বটে, কিন্তু বিলাতী সুগন্ধি যে এত সুলভ, তাহার কারণ বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন; তজ্জন্যই ধনী, দীন, যুবা, বৃদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান অবস্থা নির্ব্বিশেষে ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই অক্ষুণ্ণমনে ব্যবহার করিতেছেন। আমরা পাঠিকাদিগের গোচরার্থ একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র হইতে এই সুগন্ধি প্রস্তুত করণের প্রণালীর বিষয় অনুবাদ করিয়া প্রকটিত করিলাম।

ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম আল্‌পস্ পর্ব্বতের নিকট গ্রামে যে নামে একটী প্রদেশ আছে। এখানে আমাদের দেশের গাজীপুরের ন্যায় সুগন্ধি প্রস্তুত হয়। এখানে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের ক্ষেত আছে। ক্রবেডুর নামক ফরাসী গায়ক সম্প্রদায় এই স্থানটিকে ভূ-স্বর্গ বলিয়া সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পুষ্পের গন্ধ অতি সহজেই সংগৃহীত হয়। বড় বড় চৌবাচ্চা বা হৌস সকল শূকরের চর্ব্বি গলাইয়া তরল অবস্থায় পূর্ণ করা হয়, তন্মধ্যে রাশি রাশি পুষ্প ঢালিয়া দেওয়া হয়, ক্রমে তাহা অগ্নি-সংযোগে ৬০ ডিগ্রী পরিমাণে উত্তপ্ত করা হয়, এবং অর্দ্ধ ঘন্টা ধরিয়া তাড়ু দিয়া নাড়িতে হয়। পরে তাহা ছাঁকিয়া ফেলা হয়, এবং পুষ্প সকল মর্দ্দন করিয়া স্বত্ব নিঙ্গড়িয়া লয়। পুনর্ব্বার তাহা হৌসে ঢালিয়া আবার নূতন পুষ্প চাপাইয়া দেওয়া হয়, পুনর্ব্বার জ্বাল দিয়া পূর্ব্বের মত ছাঁকিয়া ও নিঙ্গড়িয়া লইতে হয়। এই প্রকারে যতক্ষণ না চর্ব্বী সম্যক্‌রূপে সুগন্ধি হয়, ততক্ষণ ঐরূপ প্রক্রিয়া চলিতে থাকে।

অবশেষে তাহা প্রস্তুত হইলে ব্যবসায়ী দিগকে বিক্রয় করা হয়। তাহারাও প্রক্রিয়া বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যবহারযোগ্য করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। অধিকাংশ চর্ব্বী ঘনরূপে জমাট করিয়া সাবানের কারখানায় প্রেরিত হয়, তাহা সাবানের সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তম সুগন্ধি সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকারে যাবতীয় বিলাতী আতর বা সুগন্ধি তৈল বা জল এক শূকরের চর্ব্বী হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভল্লুকের চর্ব্বী অনেকে জানিয়া শুনিয়াও ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রুসিয়ার অন্তত্তর নগর কোলন হইতেও অডিকোলন প্রস্তুত হইয়া আইসে, ইহাকে কোলন জল বলে। ইহার তীব্র গন্ধের বিষয় সকলে অবগত আছেন, তথাপি ইহা সুগন্ধি বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিলাতী সুগন্ধি দ্রব্যে যেমন শূকরের চর্ব্বীর অংশ, সেইরূপ বিলাতী খাদ্যেও মৃত পশুর চর্ম্ম ও অস্থির অংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জেলি, বিস্কুট ও শর্করায় (চিনি) এই সকল দ্রব্যের বিশেষ প্রাচুর্ভাব দেখা যায়। দেশীয়গণ সাবধান হইয়া এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিবেন। বিলাতী বস্তুর নাম শুনিয়া আত্ম-হারা হইবেন না।

বুয়র বীর ক্রঞ্জীর আত্ম-সমর্পণ।

সমরে অটল সাইমন্স বীর—
হুবার্টের রণে হইয়া অস্থির
পড়েছে সমরে। কাঁদিছে লণ্ডন—
রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া করিছে রোদন।
ডাকিছে বৃটীশ সাইমান্স কোথা?
প্রতিধ্বনি বলে নাহি আর হেথা।
শুনিয়া অস্থির বৃটীশ বাহিনী
করিছে ক্রন্দন শিরে কর হানি।
রবার্ট তনয় গেছে লোকান্তর
স্মরিয়া বৃটেন কাঁদে নিরন্তর,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বৃটীশের দল
বিষাদে ডুবিয়া হল হুরবল।
এ হেন সময় ক্রঞ্জি বীরমণি
পঞ্চসহস্রেক লইয়া সেনানী
আনন্দে বসিয়া টুগেলার ধারে
করেছিল স্থির শত্রু বধিবারে।
বীরেন্দ্র রবার্ট স্মরিয়া তনয়ে
নয়নের জলে দ্রবীভূত হ'য়ে
সমর-কুশল লয়ে সেনাগণ
চলে ক্রোধে যেন দীপ্ত হুতাশন;
অথবা বারণ কমল দলিতে,
মৃগরাজ কিবা শিকার গ্রাসিতে।
ক্রমে ক্রমে বীর টুগেলার তীর
লঙ্ঘিয়া আসিল ক্রঞ্জীর শিবির।
তথা মহাবীর বৃটীশ-কেশরী
সুদান বিজয়ী কীচেনারে হেরি
কহিল বীরেন্দ্র "একদিক্ দিয়া
কর আক্রমণ ক্রঞ্জী বীরে গিয়া"।

রবার্টের বাণী　　শুনি বীরমণি
ক্রুজীর উপর　　ধাইল অমনি ।
অতঃপর বীর　　গর্জনে ডাকিয়া
কহিল বীরেন্দ্র　　"সাধী পরাজিয়া
রাখিয়াছ যশ　　অবনী ভিতরে,
কর আক্রমণ　　ক্রুজী বীরবরে ।
এই দেখ বীর　　ক্রুজীর শিবির
আক্রমিছে　　কিচেনার বীর বলে,
আমিও ধাইয়া　　অন্তদিক্ দিয়া
আক্রমিব কাল　　কৃতান্ত হইয়া ।"
শুনিয়া গর্জন　　করি আস্ফালন
গগণ বিদারি　　করিলা গর্জ্জন ।
সেনাধিনায়ক　　পুত্রের মরণ
পরাজয়ে লাজ　　করিয়া স্মরণ
আক্রমিল বীর　　ক্রুজীর শিবির
দৃঢ় পণে মন　　করিয়া সুস্থির ।
সহসা অন্তরে　　হইল উদয়
'কেন যাই রণে　　যেতে যমালয় ?
বীর সাইমন্দ　　যাহাদের রণে
মরিয়াছে হায় !　　কাঁদায়ে লণ্ডনে ;
ভুবনবিজয়ী　　আমার তনয়
যাহাদের রণে　　পাইয়াছে লয় ;
কোন্ দুঃসাহসে　　তাদের জিনিতে
যাইতেছি আমি　　নিরভয় চিতে ?
যাব না, যাব না　　এ কাল সমরে
ত্যজিয়া জীবন　　যেতে লোকান্তরে ।'
ভাবিলা আবার　　না যাইলে রণে
কুযশ আমার　　ঘুষিবে ভুবনে
রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া　　করি বীর জ্ঞান
করেছেন মোরে　　সৈনিক-প্রধান,
মোরে সেনাপতি　　হেরি সর্ব্বজন
সাহসে হ'য়েছে　　হরিষে মগন ।
তবে কেন আমি　　করি' পলায়ন
নিজে নিজ যশ　　করিব হরণ ?
বীর আমি আজ　　বীর-ব্যবহারে
ডুবাইব লাজে　　সমগ্র বুয়ারে,
পুত্র বিয়োগের　　লব প্রতিশোধ ।
হেরিয়া মাতিবে　　বৃটীশের যোধ,
হাসিবে লণ্ডন　　বীরত্বে আমার,
তুষ্টা ভিক্টোরিয়া　　দিবে পুরস্কার ।
ইহা চিন্তি বীর　　সমরে সুধীর
আক্রমিল বেগে　　ক্রুজীর শিবির ।
মৃগরাজ যথা　　ক্ষুধায় বিকল
করে আক্রমণ　　হেরি মৃগ দল,
কিম্বা সর্প যথা　　মণ্ডূকে হেরিয়া
গরাসিতে যায়　　সবেগে ছুটিয়া ।
চৌদিকে অরাতি　　ঘিরেছে হেরিয়া
উঠিলেন ক্রুজী　　কোপেতে জ্বলিয়া ।
বুর সেনাগণ　　উঠিয়া ত্বরায়
বরষিল গুলি　　অজস্র ধারায় ।
ব্যাঘ্র পাল যথা　　কেশরীর দলে
সগরবে হানে　　সাধ্য মত বলে,
সিংহদল যথা　　মৃগের প্রহার
অগ্রাহ্য করিয়া　　কর়য়ে সংহার,
তাদৃশ বিক্রমে　　বৃটীশ বাহিনী
লক্ষ্য শত্রুগণে　　গুলি গোলা হানি
করিল কম্পিত　　দুর্দ্দম বুয়রে,
করিল কম্পিত　　বিশ্ব চরাচরে ।
ছুটিল কামান—　　বুয়র সেনানী
কাঁপাতে অরাতি　　কাঁপাতে মেদিনী
প্রত্যুত্তরে তার　　ছুড়িল কামান ;
বৃটীশের সেনা　　অগ্নি মূর্ত্তিমান্ ।

যথা পল্লবত হ'লে বজ্রাহত
চূর্ণ হ'য়ে যায়, হায়! সেইমত
বুয়রের সেনা পড়িল সমরে,
বৃটীশ কামানে মডারের ধারে।
দিবস ফুরায় রাত্রি দেখা দেয়
রীতি অনুসারে রজনী পোহায়,
এইরূপে হায়! নয় দিন গেল,
ক্রঞ্জীর অন্তরে ভয় সঞ্চারিল।
কহিল বদনে "পলাও সকলে,
ঘটিবে নচেৎ মৃত্যু রণস্থলে।"
কিন্তু চতুর্দ্দিকে বৃটীশের দল
বেষ্টিয়া যাদৃশ পর্ব্বত অটল।
হেরি ক্রঞ্জী বীর রবার্টে কহিল
"অষ্ট শত সেনা আমার মরিল,
সমাধি নিহিত করি সর্ব্বজনে,
রাখহ মিনতি দয়াপূর্ণ মনে।"
উত্তরিলা বীর "পারিনা রাখিতে
তোমার মিনতি, হইবে বুঝিতে!"
শুনিয়া বুঝিল ক্রঞ্জী মহাশয়,
বুয়র কপাল ভাঙ্গিল নিশ্চয়।
জীবনের আশ ত্যজি বীরবর
কহিল রবার্টে "নির্ব্বিবাদে ধর,
তোমাদের হাতে পাইব নিধন
এইরূপ মম ললাটে লিখন।"
শুনি হেন বাণী বৃটীশ বাহিনী
ক্রঞ্জী সহ সবে ধরিল অমনি,
ব্যাধগণ যেন প্রসারিয়া জাল
ধরিল সহজে বিহঙ্গের পাল।
উড়িল পতাকা ইংরাজের জয়,
ইংরাজের জয় উঠে বিশ্বময়।
আসিয়া রবার্ট ক্রঞ্জী সন্নিধানে
কহিতে লাগিল মুক্ত বীর প্রাণে
"ধন্য বীরবর বীরত্ব অসম
তোমার বীরত্বে কাঁপে ইন্দ্র যম,
সেনানী আমার হাজার হাজার
আছিল অধিক তোমার সেনার,
তথাপি বীরেন্দ্র নয় দিন রণে
বধিয়াছ তুমি যায় গণনে।"
শুনিয়া ক্রঞ্জীর বহে অশ্রুনীর,
তিতিল বসন তিতিল শরীর।
হল অবরোধ বীর কণ্ঠস্বর,
ক্রঞ্জীর শোকেতে কাঁদে চরাচর।
হেরিয়া রবার্ট জিজ্ঞাসিল বীরে
কেন ভিজিতেছ নয়নের নীরে!
যে বীরত্ব তুমি দেখায়েছ রণে,
তুলনা তাহার নাহিক ভুবনে।
তবে কেন আজ ভয় কর মনে,
অভয় দিতেছি মরিবেনা প্রাণে।"
উত্তরিলা শুনি ক্রঞ্জী বীরবর
হেন বাক্য কেন বল শূরেশ্বর!
প্রাণ-ভয়ে কভু না হই কাতর,
আমার বীরত্ব জানে চরাচর,
বন্দী তব হাতে বিধির বিপাকে,
হইবে আমার যা কপালে থাকে,
ভাবিতেছি শুধু স্বজাতির তরে,
কি হবে তাদের সমরের পরে।
হারিবে তাহারা বুঝিনু নিশ্চয়
পরিণামে হ'বে বৃটিশের জয়।"
কহিয়া নিস্তব্ধ ক্রঞ্জী বীরমণি,
আনন্দে বিহ্বল রবার্ট তখনি
বিদ্যুতের যোগে প্রেরিল সংবাদ
বিক্টোরিয়া পদে করি জয়নাদ।

"করিয়াছি আমি কিম্বার্লি উদ্ধার,
লর্ড মেথুয়ান নহে বন্দী আর,
মাজুবা-বিজয়ী ক্রঞ্জী বীরবরে
ধরিয়াছি আমি মডারের ধারে।
হোয়াইট বীরে করিতে উদ্ধার
লেডিস্মিথ পথে গিয়াছে বুলার।
ঈশ আশীর্ব্বাদে বীরেন্দ্র বুলার
বন্দী সেনাদলে করিবে উদ্ধার।"
শুনি এ সংবাদ রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া
জয়ধ্বনি করি আনন্দে গলিয়া
রবার্টের প্রতি লিখিলা জননী
"ধন্য ধন্য ধন্য বীরচূড়ামণি।
বীর সাইমন্স যে কাল সমরে
অকালে হয়েছে লয়,
প্রাণের অধিক তোমার তনয়
যে রণে হয়েছে ক্ষয়;
হোয়াইট বীর যে কাল সমরে
আছে বন্দী কারাগারে,
যে কাল বুয়র সুদান-বিজয়ী
জিনিয়াছে কীচনারে;
মাধী-জয়ী বীর গর্ডনে যাহারা
জিনেছে সম্মুখ রণে,
তাহাদের জিনি ধরেছ ক্রঞ্জীরে
উদ্ধারিলে মেথুয়েনে।
কি আর বলিব কিনিয়াছ মোরে
এইরূপ বীরতায়,
বীরত্বে রবার্ট কিনেছে সকলে
গাইছে লণ্ডনময়।
হোয়াইট বীরে করিয়া উদ্ধার
কাঁপাও বুয়র দলে,
কাঁপাও জগৎ বীরত্ব দেখায়ে
মাতাও বৃটীষ দলে।"
এ হেন উত্তরে রবার্টসের প্রাণ
হইল উল্লাসময়;
গগন মেদিনী করিয়া কম্পিত
উঠিল "বৃটীশ জয়।" *

দে, না, চ।

যুবকের মহাপ্রাণতা।

অবিমিশ্র মন্দ কোনও কালে, কোনও দেশে দেখা যায় না। বস্তুতঃ এতাদৃশ বস্তুর আবির্ভাব পরম করুণাময় পরমেশ্বরের ন্যায়ের রাজ্যে অসম্ভব। যে প্রলয়কারী যুদ্ধে শত শত জীবের প্রাণ নৃশংসভাবে পরহস্তে পাতিত হইতেছে, তাহাতেই আবার দেশহিতৈষিতা, বীরত্ব, করুণা প্রভৃতির বিকাশের কথা শ্রবণ করিলে পুলকে হৃদয় পূর্ণ হয়; যে দুর্ভিক্ষ শত শত ক্লিষ্ট অভাগাকে স্বকীয় করাল কবলে নৃশংসভাবে নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার মধ্যেও পিতৃভক্তি, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি শত শত স্বর্গীয় ভাবানুপ্রাণিত ঘটনা হৃদয়কে মহান্ ভাবে পূর্ণ করে; যে

* বীরবর ক্রঞ্জীর অতি শোচনীয়াবস্থায় আত্মসমর্পণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া একটী অল্পবয়স্ক ছাত্র হৃদয়ের আবেগে এই কবিতা রচনা করেন। ইনি সম্পূর্ণ উৎসাহ লাভের যোগ্য।

বা, বো, স।

মহামারী সারা দেশ উৎসন্ন করিতেছে, ও উপযুক্ত অনুপযুক্ত নির্ব্বিশেষে অসংখ্য জীব কালের ভীষণ প্রবাহে ঢালিয়া দিতেছে, স্বর্গ হইতে রচিত কুসুমমালার ন্যায় শত শত স্বর্গীয় ভাবের বিকাশে তাহার ইতিহাসও পুণ্যময় হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের সুনীতিশাসিত জগতে এতাদৃশ সদ্‌গুণের প্রশংসাও অক্ষয়। যে পুত্র বৃদ্ধা মাতাকে আগ্নেয়গিরির সঙ্কটাপন্ন সান্নুদেশ হইতে নিরাপদে দেবমন্দিরে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই দেবমন্দিরেই তাঁহাদিগের পঞ্চভূতময় দেহ বিনষ্ট হইল, কিন্তু অদ্যাপি অসংখ্য কণ্ঠে তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকাহিনী গীত হইতেছে।

গতবারে "বামাবোধিনীতে" মাননীয়া শ্রীমতী কুসুমকুমারী রায় লিখিত ছাত্রগণের বিবরণ এই শ্রেণীর একটী সাধু দৃষ্টান্ত। কিন্তু প্লেগাক্রান্ত মহানগরীতে এতাদৃশ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। পরলোকগত শ্রীশ বাবুর সহিত আমার অতি অল্প দিবস হইল পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু আমি সেই সময়ের মধ্যেই তাঁহার সদ্ব্যবহার ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না, এবং তাঁহার সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় যে এতগুলি সুশিক্ষিত মহানুভব যুবক তাঁহার শুশ্রূষায় স্ব স্ব প্রাণকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলেন, তাহা কেবল পরলোকগত শ্রীশ বাবুর সদ্ব্যবহারের ফল।

আজ কাল সতত ছাত্রবৃন্দের বিরুদ্ধে নানাবিধ কথা বলা আমাদিগের দেশীয় ব্যক্তিবর্গের একটা ফ্যাসন হইয়াছে। অমার্জ্জনীয় ঔদ্ধত্য, অসহ্য বিলাসিতা, ঘৃণ্য চরিত্রহীনতা প্রভৃতি নানা দোষ ইহাদিগের স্কন্ধে 'যেন তেন প্রকারেণ' আরোপ করা বিজ্ঞতাভিমানী প্রত্যেক মহাপুরুষের নিত্য কর্ম্ম। এ সমস্ত কথার সত্যতা বিচারের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু ছাত্রগণ যে বিনা বাক্যব্যয়ে এতাদৃশ নিতান্ত অমূলক কুৎসা নম্রভাবে সহ্য করে, ইহা তাহাদিগের পক্ষে যাদৃশ গৌরবসূচক, সমস্ত নিন্দুক সম্প্রদায়ের কপোলকল্পিত নীচত্বদ্যোতক কুৎসা তাহাদিগের পক্ষে তত অগৌরবের কথা নহে। কিন্তু কুৎসাকারীদিগকে বলিবার একটা কথা আছে। ছাত্রসমাজের-শত দোষ সত্ত্বেও তাহাদিগের মধ্যে যাদৃশ দেশহিতৈষণা, স্বজাতিবাৎসল্য, সৎকার্য্যে উৎসাহ ও সর্ব্বজনীন প্রেমের দৃষ্টান্ত বিস্তর দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালীর অন্নলিপ্সু বয়ঃপ্রাপ্ত সমাজের শত উৎকণ্ঠার মধ্যে তাদৃশ মহাপ্রাণতা কয় জনের দেখা যায়? ছাত্রসমাজ যে স্থানে পরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, সে স্থানে কয়জন বয়ঃপ্রাপ্ত ভদ্রলোক সামান্য স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত থাকেন?

শ্রীশ বাবুর শুশ্রূষাবৃত্তান্ত ছাত্রসমাজের মহাপ্রাণতার অকাট্য প্রমাণ, কিন্তু এতাদৃশ পরপরায়ণতা ছাত্রসমাজে বিরল নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রত্যেক ছাত্রনিবাসের ইতিহাস অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। কিন্তু আমি

অল্প দিনের একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একটী ছাত্র (গিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়) ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে বাস করিত। তাহার ভয়ানক জ্বর হয়, হোষ্টেলের ডাক্তার তাহা রেমিটাণ্ট ফিভার (অবিরাম জ্বর) ব্যতীত অপর কিছুই নয় বলিয়া স্থির করেন। রোগীর শরীরের তাপ সর্ব্বদা অত্যন্ত অধিক থাকিত। এই প্রকারে ৫।৬ দিবস অতিবাহিত হইলে ডাক্তার নীলরতন সরকার আহূত হইয়া তাহার রোগকে প্লেগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তৎপরে ডাক্তার আর, এল, দত্তও তাঁহার মতের পোষকতা করেন। তদনুসারে দার্জ্জিলিঙ্গে বালকের পিতা শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়কে টেলিগ্রাম করা হয়, কিন্তু পরদিবস তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপস্থিত হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই তাহার সংজ্ঞা একেবারে বিলুপ্ত হয়, এবং সেই দিবসই বেলা ৪টার সময় তাহার মৃত্যু হয় (৩রা এপ্রিল)।

গিরীন্দ্রের ব্যারামের সময় হোষ্টেলের কতিপয় ছাত্র প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছিল। বিশেষতঃ মেডিকেল কলেজের কতিপয় ছাত্র এই সময়ে যাদৃশ সৎসাহস ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নাম জনসাধারণের নিকট অক্ষয় প্রশংসা পাইবার যোগ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ, না জানায় আমি তাঁহাদিগের নামের উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত চুণিলাল রায় বি,এ,*র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হোষ্টেলবাসী না হইয়াও এবং গিরীন্দ্রের সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত যে প্রকার যত্ন সহকারে ২রা এপ্রিলের সমস্ত রজনী রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যার খ্যাতির † সহিত এই সহৃদয়তা ও পরপরায়ণতা বহুকাল বঙ্গবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইবে আশা করা যায়।

ছাত্রগণের এই অমানুষিক মহাপ্রাণতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ঋষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ সেনের কথা স্মরণ করিলে আনন্দে হৃদয় পুলকিত হয়; যখন তিনি হোষ্টেলে প্লেগের কথা শুনিতে পাইলেন, তদবধি তিনি যে প্রকার মহানুভবতা ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া নিজে রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা সকলের অনুকরণীয়। অর্থের অনাটন হওয়ায় বিনয়েন্দ্র বাবু গিরীন্দ্রকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর প্রাক্কালে, কলেজ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই যখন তিনি সংবাদ পাইলেন, তৎক্ষণাৎ জলযোগ না করিয়াই হোষ্টেলে চলিয়া

* ইনি ১৮৯৯ সালের পরীক্ষায় ফিলসফিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

† শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত ১৮৯৯ সালের বি,এ, পরীক্ষায় বিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

গিয়াছিলেন। সেই স্থানে গিরীন্দ্রের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি তাহার শিয়রে বসিয়াছিলেন। এই মহাপ্রাণতা ও সহৃদয়তা এবং ঋষিতুল্য ব্যবহার তাঁহাকে ছাত্র-সমাজে সকলের ভক্তির পাত্র করিয়া রাখিয়াছে। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া এতাদৃশ প্রাণপূর্ণ প্রীতি সম্ভোগ করিতে দিউন্, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

জগদীশ্বর মহানুভব শুশ্রূষাকারীদিগের জীবন সুখময় করুন্।

শ্রীন—

নৈসর্গিক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

(অমরনাথ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।)

জট গঙ্গা।

শ্রীনগরের * দক্ষিণ প্রায় ৫ ক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিখর হইতে জটার ন্যায় জটিলভাবে পরিক্রম করিয়া একটী ক্ষুদ্র প্রণালী রহিয়াছে। সম্বৎসরকাল তাহা শুষ্ক থাকে, কিন্তু প্রতি ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে শিখর-ভূমির নানা স্থান হইতে জলধারা নিঃসৃত হইয়া ঐ প্রণালী পরিপূর্ণ করে। তাহার পরদিন উহার জল এককালে শুষ্ক হইয়া যায়; কিম্বদন্তী এই এখানে যোগীশ্বর মহাদেব চির-বিরাজমান, তাঁহারই জটা হইতে এই জাহ্নবী একদিন মাত্র প্রবাহিত হইয়া কাশ্মীরকে প্রতি বৎসর পবিত্র করেন। এই পবিত্র দিনে বহুদূর হইতে লোক সমাগত হইয়া স্নান ও জট গঙ্গার পূজা করে। আশ্চর্য্য এই যে সম্বৎসর কাল শুষ্ক থাকিয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে কোথা হইতে এ জলস্রোত যে প্রবাহিত হয়, তাহার কারণ অদ্যাপি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা ইহাকে গঙ্গোত্রী তীর্থ বলিয়া থাকেন।

* শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী। কলিকাতা হইতে প্রায় ৮৩৩ ক্রোশ দূর। রাবলপিণ্ডী (৭৪৩ ক্রোশ) পর্য্যন্ত রেলপথে যাইয়া বাকি পথ (৯০ ক্রোশ) পদব্রজে টঙ্গা কিম্বা একায় যাওয়া যায়। কুচেকুচে চলিলে ৮।১০ দিনে পৌছন যায়। টঙ্গায় বা একায় ইহার অনেক কমেও হইতে পারে। বা, বো, স।

ত্রিসন্ধ্যা।

শ্রীনগরের উত্তর-পূর্ব্বে প্রায় ১২।১৩ মাইল দূরে একটী কুণ্ড আছে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে প্রতিদিন ঐ কুণ্ডে ৭।৮ স্থান হইতে নির্ম্মল জলধারা তিনবার মাত্র নিঃসৃত হইয়া কুণ্ডটিকে পূর্ণ করে, এবং প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে কয়েক দণ্ড মাত্র পূর্ণ থাকিয়া উহার জল অজ্ঞাত-ভাবে কোথায় অপসৃত হইয়া যায়। এইরূপ প্রতিদিন তিন বার হয় বলিয়া উহাকে ত্রিসন্ধ্যা কহে। কাশ্মীরের বহুদূর

হইতে এই সময়ে এই ত্রিসন্ধ্যা তীর্থে অনেক লোক আসিয়া স্নান করিয়া পবিত্র হয়।

জলবিন্দুবর্ষক প্রস্তর খণ্ড।

শ্রীনগরের উত্তর-পূর্ব্ব গিরিমালার উপত্যকায় এক স্থানে একখণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর পতিত রহিয়াছে। ইহার অপূর্ব্ব নৈসর্গিক শক্তি দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। উহার নিকটে উপস্থিত হইয়া "পানি দেও" "পানি দেও" বলিয়া উচ্চ রবে জল ভিক্ষা করিলে কিয়ৎক্ষণ পরে দৃষ্ট হয়, উহার গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে। পরক্ষণেই দৃষ্ট হইবে ঐ ঘর্ম্ম-বিন্দু কণায় পরিণত হইয়া বিন্দু বিন্দু জল নিঃসৃত হইতেছে। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায় ঐ জলবিন্দু সকল পতিত হইতে হইতে সুশীতল জলধারায় পরিণত হয়, তাহার পর পিপাসু যত ইচ্ছা জল-পান করিয়া তৃপ্তিসাধন করে। যে অপার মহিমায় সাগর পরমেশ্বর সাহারার মরু-ভূমিতে সুবৃহৎ তরমুজ ফলের সৃষ্টি করিয়া শত শত জীবের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন, তাঁহার কৃপায় বিজন বনে প্রস্তরখণ্ড জল-দান করিবে বিচিত্র কি ?

কাব্যবোধ।

(৪১৮-১৯ সংখ্যা—২১৯ পৃষ্ঠার পর)

ছন্দপ্রকরণ।

মিত্রাক্ষর ছন্দ।

মিত্রাক্ষর ছন্দে পদান্তে বা চরণে চরণে মিল থাকে। ইহার শেষ পদের অর্থাৎ পদান্তের দুইটী শেষ বর্ণের পরস্পর মিল হওয়া আবশ্যক। পদান্তে বা শেষের হল ও তৎপূর্ব্বস্থ স্বরবর্ণ অথবা শেষের দুইটী স্বরবর্ণই একজাতীয় হইবে, নতুবা ছন্দ-ভঙ্গ দোষ সংঘটন হয়। যথা,—বল, চল ; কাল, জাল ; রহিত, সহিত ; মায়া, জায়া ; শুদ্ধ, বুদ্ধ ; শিক্ষা, ভিক্ষা ; বংশ, কংস। পূর্ব্ব স্বর হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইলে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব-কার এবং ব-কার ; মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য ন-কার এবং তালব্য, মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য স-কার প্রভৃতি প্রভেদে ছন্দ ভঙ্গ হয় না। যথা,—

হিত, নীত ; ঊর্দ্ধ, শুদ্ধ ; কাষ, সাজ ; বন, রণ ; রস, বশ ; মধু, বধূ ; হংস, বংশ ইত্যাদি। কথ, গঘ ; চছ, জঝ ; টঠ, ডঢ ; দধ, বভ প্রভৃতি মিল দ্বারা ছন্দভঙ্গ না হইলেও যতদূর সম্ভব তাহা পরিত্যাগ করিবে। যথা—

মূক, সুখ ; দাগ, বাঘ ; কাচ, মাছ ; কাজ, মাঝ, কাটা, জাঠা ; বুড়, গুঢ় ; বিশদ ; নিষধ ; ভার, লাভ ইত্যাদি।

ছন্দভঙ্গ বা মিল দোষ যথা—

বন, মান ; তরু, চারু ; বধু, সুধু ; বংশ মাংস ; মহিষ, নহুষ ; ভেদ, পদ ইত্যাদি।

কবিবর ভারতচন্দ্রের কাব্যই কেবল বিশুদ্ধ নিয়মে প্রবন্ধিত, ইহাতে ছন্দ ভঙ্গ বা মিল দোষ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অধুনা অনেকের (যাঁহারা প্রকৃত কবি নহেন) ধারণা যে, বিশুদ্ধ নিয়মে কবিতা রচনা করিতে হইলে অনেক সময় প্রকৃত ভাব রক্ষা হয় না। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভুল। প্রকৃত কবি ছন্দ ও অলঙ্কারের উপর লক্ষ্য না রাখিলেও তাহা স্বতঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। কখন কখন প্রকৃত কবি উপযোগী শব্দ বা পদাভাবে বিব্রত হন বটে, কিন্তু ধৈর্য্য ও চিন্তা দ্বারা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডীয় রাজকবি টেনিসন্ বলিতেন যে, ভাব ব্যক্ত করিবার উপযোগী প্রকৃত পদ বা শব্দের জন্য তিনি কখন কখন বর্ষাধিক কাল অপেক্ষা করিতেন। এরূপ ধৈর্য্যশীল ও অধ্যবসায়ী না হইলে কেহ প্রকৃত কবি হইতে পারে না। বিশুদ্ধ নিয়মে ছন্দের নিয়ম রক্ষা অথচ উপযোগী পদ ও শব্দ বা বাক্য দ্বারা প্রকৃতরূপে ভাব ব্যক্ত করাই প্রকৃত কবির লক্ষণ। নতুবা প্রকৃত কবির এত আদর কেন? এই জন্যই উক্ত আছে।

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥"

ছন্দ ভেদ।

ছন্দ নানা প্রকার। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই সচরাচর প্রচলিত।-যথা, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী বা চৌপদী, পঞ্চপদী, ষট্পদী ইত্যাদি কয়েকটী মূল বা প্রধান ছন্দ। ইহাদিগের পরস্পর সংমিশ্রণে নানাবিধ মিশ্র ছন্দও প্রবন্ধিত হইয়াছে।

দ্বিপদী।

এই ছন্দ দ্বিপদ বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহার শ্লোকার্দ্ধে দ্বিপদ এবং সমগ্র শ্লোক চারি পদে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। যথা—

কোথা দয়াময়! হও হে সদয়!
হর ভব-ভয়, কর হে অভয়!

১। একাক্ষরা বৃত্তি।

সংস্কৃত উক্থা ছন্দের অনুরূপ বাঙ্গালায় কোন ছন্দ নাই। তবে শ্লোকের অন্তে কখন কখন ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কিন্তু তখন ইহা কোন স্বতন্ত্র ছন্দ না হইয়া যে ছন্দের শেষে থাকে তাহারই অঙ্গপোষক হইয়া থাকে। যথা—

স্ত্রী, শ্রী।
গী, ধী।

২। দ্ব্যক্ষরা বৃত্তি।

ইহা দুই অক্ষরবিশিষ্ট পদ। সংস্কৃত অত্যুক্থা ছন্দের অনুরূপ। ইহার প্রত্যেক পদে দুইটী অক্ষর থাকে। ইহাও বাঙ্গালায় প্রায় পদান্তে ব্যবহৃত। যথা,

পতি, রতি,
সতী, গতি।

অথবা, করি, নতি,
বিশ্ব-পতি!

৩। ত্র্যক্ষরা বৃত্তি।

ইহা তিন অক্ষর বিশিষ্ট পদ। সংস্কৃত মধ্য ছন্দের অন্তর্গত মৃগী ছন্দের অনুরূপ। যথা— রে নর! পামর!
ঈশ্বর, বিস্মর?

অথবা নারী ছন্দের ন্যায়, যথা—

করুণা, করিয়া,
দেখ মা চাহিয়া?

এই স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সংস্কৃত বৃত্ত ছন্দ অক্ষর গণনা প্রণালী ক্রমে রচিত হইলেও তাহার নিয়ম স্বতন্ত্র। লঘু গুরু স্বরভেদে যতিরও প্রভেদ আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ নিয়ম সম্ভব নহে, সুতরাং কেবল পদান্তেই যতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

৪। চতুরক্ষরা বৃত্তি।

চারি অক্ষর বিশিষ্ট পদ, সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানুগত কন্যা ছন্দের ন্যায়। যথা—

মূঢ়মতি, আমি অতি,
কর গতি, বিশ্বপতি!

এরূপ বন্ধ মাল ঝাঁপ ছন্দে ও গাঢ় বন্ধ পয়ার ছন্দেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। অথবা সতী ছন্দের অনুরূপ। যথা—

তুমি যদি, দয়াময়,
তবে কেন, দুঃখ হয়?

৫। পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি।

পঞ্চ অক্ষর বিশিষ্ট পদ। সংস্কৃত সুপ্রতিষ্ঠার অন্তর্গত প্রিয়া ছন্দের অনুরূপ। যথা—

ফুলের মালা, ভূপের বালা,
তুলিয়া করে, গলায় পরে।

অথবা পংক্তির ন্যায়। যথা—

দীন-তারণ, ভয়-হরণ,
ভব-কারণ, ভব-বারণ!

৬। ষড়ক্ষরা বৃত্তি।

ছয় অক্ষর বিশিষ্ট পদ। গায়ত্রী ছন্দের অন্তর্গত তনুমধ্যার অনুরূপ। যথা—

দূর নিরজনে, দূরগম বনে,
শ্বাপদের সনে বঞ্চে ঋষিগণ।

অথবা শশিবদনার ন্যায়। যথা—

দেব বিশ্বম্ভর! একি ভাব তব?
অখণ্ডেক রসে, ভরিয়াছ ভব!

৭। সপ্তাক্ষরা বৃত্তি।

সপ্ত অক্ষর বিশিষ্ট পদ। উষ্ণিক্‌ছন্দের অন্তর্গত মধুমতীর অনুরূপ। যথা—

নগনন্দিনী নদী, সানু-সাদন যদি,
নামিয়া নিরবধি, পশিছে মহোদধি।

অথবা মদলেখার ন্যায়। যথা—

নম নম ঈশ্বর! আমারে দয়া কর,
শিশু আমি অজ্ঞান, সকলি তুমি জান।

৮। অষ্টাক্ষরা বৃত্তি।

অষ্ট অক্ষরবিশিষ্ট পদ। অনুষ্টুপ ছন্দের অন্তর্গত বিদ্যুন্মালার ন্যায়। যথা—

কোথা দয়াময় হরি!
তোমারে প্রণাম করি।
শুভ আশীর্ব্বাদ কর।
আপদ বিপদ হর।

৯। নবাক্ষর বৃত্তি।

নয়টী অক্ষর বিশিষ্ট পদ। বৃহতীর অন্তর্গত ভুজঙ্গ-সঙ্গতার ন্যায়। তৃতীয় ও নবমে যতি। যথা—

সতত, নির্জনে রহিব,
তোমার, প্রসঙ্গ কহিব,
নিয়ত, করুণা স্মরিব,
জীবনে, কভু কি ভুলিব?

১০। দশাক্ষর বা দিগক্ষরা বৃত্তি।

দশ অক্ষর বিশিষ্ট পদ। পংক্তির অন্তর্গত ত্বরিত-গতির অনুরূপ। পঞ্চমে ও দশমে যতি। যথা—

করুণাকর, করুণাকর!
কাতর জনে, কৃপা বিতর!
দুর্গতি হর, নিবার ডর,
ত্রাহি পতিতে, পরমেশ্বর!

অথবা মনোরমার ন্যায়। চতুর্থ ও দশমে যতি। যথা—

দীননাথ! আমি দীন:অতি,
পাপে রত, সদা পাপমতি,
ধর্ম্ম-গুণ-হীন ক্ষীণ তরী,
ভবসিন্ধু, কেমনে বা তরি।

অথবা চম্পকমালার ন্যায়। প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে অন্ত্য মিল। যথা—

যাও সাধু তত্ত্বজ্ঞ সকাশ,
প্রত্যহ পাদুকা বহ তাঁর?
ব্রহ্ম-একাক্ষর-অর্থ ভাষ,
শ্রুতি শিরোবাক্য কর সার?

১১। একাদশাক্ষরা বৃত্তি।

একাদশ অক্ষর বিশিষ্ট পদ। ত্রিষ্টুপ ছন্দান্তর্গত একাবলী ছন্দ। ষষ্ঠ ও একাদশে যতি। যথা—

দেখ দেখি চেয়ে, কতেক বেলা?
মেয়ে পেয়ে বুঝি, করিস্ হেলা?
কি করিবে তোরে আমার গালি।
বাবারে বলিয়ে, শিখাব কালি?

অথবা বাতোর্ম্মির ন্যায় সপ্তম ও একাদশে যতি। যথা—

ঘন বন পাদপে, শোভে কুঞ্জ,
বিকসিত কুসুম, পুঞ্জ পুঞ্জ,
গুঞ্জ গুঞ্জ ভ্রমর, বসে তায়,
মন্দ মন্দ সুগন্ধি বহে বায়!

মিশ্র একাবলী। ইহার প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে অন্ত্য মিল, পরে একাবলীর ন্যায়। প্রায় ছয় চরণে শ্লোক পূর্ণ হইয়া থাকে। যথা—

বসন্ত অন্তে কি, কোকিলা গায়,
পল্লববসনা, শাখা-সদনে।
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়,
বাঁশী-ধ্বনি, আজি, নিকুঞ্জবনে!
হায়! ও কি আর, গীত গাইছে?
না হেরে শ্যামেও, বাঁশী বাজিছে!

(ক্রমশঃ)

আদর্শপত্ন্যনুরাগ।

বিবাহের প্রকৃত অর্থ যদি দুইটী হৃদয়ের একীকরণ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দক্ষকন্যা সতী ও কৈলাসনাথ মহাদেবে যেমন দেখা যায়, এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। দক্ষালয়ে পিতৃমুখে পতির নিন্দা মাত্র শ্রবণে সতীর মর্ম্মে এরূপ দারুণ আঘাত লাগিল যে, তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর হইতে

বহির্গত হইল। শুনা যায় চৈতন্যদেবের এক বাল্যসহচরের মাতা নিজ সন্তানকে চপেটাঘাত করাতে নিমাইয়ের শরীরে এরূপ বাজিয়াছিল যে, তিনি নিজেই আহত হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন এবং আপনার দেহে পঞ্চাঙ্গুলির চিহ্ন দেখাইয়া প্রহারকারিণী অদ্বৈত পত্নী সীতা দেবীকে অপ্রতিভ করিয়াছিলেন। দুই জনের পরস্পরের গভীর সহানুভূতি থাকিলে কতদূর সমবেদনা হইতে পারে কে বলিতে পারে? সতী যথার্থই পতিস্থানীয়া হইয়া তাঁহার নিন্দায় যে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। এরূপ পতিপরায়ণা পত্নীর জন্য স্বামী কি করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণজ্ঞ সকলেরই বিশেষ বিদিত আছে। শিব পত্নীবিয়োগ-সংবাদ পাইবামাত্র অনুচর ভূতদল লইয়া আসিয়া দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিলেন, পরে সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহার নাই, বিশ্রাম নাই, অন্য চিন্তা ও কার্য্য নাই—অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নীর মৃত্যুতে আপনিও জগতের নিকট মৃতবৎ হইলেন। তাঁহার এই বিষম অবস্থা দেখিয়া দেবতাগণ মহাভীত ও চিন্তিত হইলেন। অবশেষে বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, এবং মহাদেবকে মৃতশরীরের আসক্তি-পাশ হইতে মুক্ত করিলেন। মহাদেবের সান্ত্বনা বিধান ও সতীর মাহাত্ম্য প্রচার জন্য যে যে স্থানে ছিন্ন সতীদেহ পতিত হইল, সেই সেই স্থান এক একটী পীঠস্থান বা পবিত্র তীর্থস্থান হইল। এইরূপে ৫২টী পীঠস্থানে সতী এক এক মূর্ত্তিতে অদ্যাপি পূজিতা। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" যদি সত্য হয়, সতী এই ৫২ স্থানে ৫২ মূর্ত্তিতে জীবিত আছেন, এবং এক এক স্থানে তাঁহার এক এক রূপ মহিমা ও লীলা প্রকাশিত হইতেছে। ইহা মহাদেবের অপূর্ব্ব পত্ন্যনুরাগের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি; বোধ হয়, কখনও বিলুপ্ত হইবে না। ৫১ পীঠের ৫১টী সতীমূর্ত্তির ও তৎসহ বিরাজমান শিবমূর্ত্তির নাম নিম্নে প্রকটিত হইল :—

১। হিঙ্গুলায় (সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র)—এখানে দেবী কোট্টবী ও দেব ভীমলোচন ভৈরব।

২। শর্করায় (তিন চক্ষু)—এখানে দেবী মহিষমর্দ্দিনী ও ক্রোধীশ ভৈরব।

৩। জ্বালামুখীতে (জিহ্বা)—দেবী অম্বিকা, ও উন্মত্ত ভৈরব।

৪। সুগন্ধায় (নাসিকা)—দেবী সুনন্দা ও ভৈরব ত্র্যম্বক।

৫। ভৈরব পর্ব্বতে (ওষ্ঠ)—দেবী অবন্তী ও ভৈরব লম্বকর্ণ।

৬। প্রভাসে (অধর)—দেবী চন্দ্রভাগা ও বক্রতুণ্ড ভৈরব।

৭। জনস্থানে (চিবুক)—দেবী ভ্রামরী ও বিকৃতাক্ষ ভৈরব।

৮। গোদাবরীতীরে (বামগণ্ড)—দেবী বিশ্বমাতৃকা ও ভৈরব বিশ্বেশ।

৯। গণ্ডকীতে (দক্ষিণ গণ্ড) - দেবী গণ্ডকী চণ্ডী ও ভৈরব চক্রপাণি।

১০। অনলে (উর্দ্ধ দন্তপাতি)—দেবী নারায়ণী ও ভৈরব সংক্রূর।

১১। পঞ্চ সাগরে (অধোদন্ত)—দেবী বারাহী ও ভৈরব মহারুদ্র।

১২। করতোয়াতটে (বাম কর্ণ)—দেবী অপর্ণা ও বামেশ ভৈরব।

১৩। মলয় পর্ব্বতে (দক্ষিণ কর্ণ)—দেবী সুন্দরী ও বামেশ ভৈরব।

১৪। কেশজাল স্থানে (কেশ)—দেবী সুন্দরী ও বামেশ ভৈরব।

১৫। কিরীটে (কিরীট)—দেবী ভুবনেশী ও ভৈরব সিদ্ধরূপ।

১৬। শ্রীহট্টে (গ্রীবা)—দেবী মহালক্ষ্মী ও ভৈরব সর্ব্বানন্দ।

১৭। কাশ্মীরে (কণ্ঠ)—দেবী মহামায়া ও ভৈরব ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বর।

১৮। রত্নাবলীতে (দক্ষিণ স্কন্ধ)—দেবী শিবা ও ভৈরব অভিরাম কুমার।

১৯। মিথিলায় (বাম স্কন্ধ)—দেবী মহাদেবী ও ভৈরব মহোদর।

২০। চট্টগ্রামে (দক্ষিণ হস্তার্দ্ধ)—দেবী ভবানী ও ভৈরব চন্দ্রশেখর।

২১। মানসরোবরে (বৃন্দাবনে) (দক্ষিণ হস্তার্দ্ধ)—দেবী দাক্ষায়ণী ও ভৈরব হর।

২২। উজানিতে (কুনুই)—দেবী মঙ্গলচণ্ডী ও ভৈরব কপিলাম্বর।

২৩। মণিবেদে (করগ্রন্থি)—দেবী সাবিত্রী ও ভৈরব স্থাণু।

২৪-৩৩। প্রয়াগে (দুই হস্তের ১০ অঙ্গুলি)—দশ মহাবিদ্যা ও দশ অবতার।

৩৪। বাহুলায় (বাম বাহু)—দেবী বাহুলা চণ্ডিকা ও ভীরুক ভৈরব।

৩৫। মণিবন্ধে (বাম মণিবন্ধ)—দেবী গায়ত্রী ও সর্ব্বানন্দ ভৈরব।

৩৬। জলন্ধরে (১ম স্তন)—দেবী ত্রিপুরমালিনী ও ভৈরব ভীষণ।

৩৭। রামগিরিতে (২য় স্তন)—দেবী শিবানী ও চণ্ড ভৈরব।

৩৮। বৈদ্যনাথে (হৃদয়)—দেবী জয়দুর্গা ও ভৈরব বৈদ্যনাথ।

৩৯। উৎকলে (নাভি)—দেবী বিজয়া ও ভৈরব জয়।

৪০। কাঞ্চিদেশে বা কঙ্খলে (কাঁকলি)—দেবী দেবগর্ভা ও রুরু ভৈরব।

৪১। কালমাধবে (১ম অর্দ্ধ নিতম্ব)—দেবী কালী ও অসিতাঙ্গ ভৈরব।

৪২। নর্ম্মদাতীর্থে (২য় অর্দ্ধ নিতম্ব)—দেবী শোণাক্ষী ও ভদ্রসেন ভৈরব।

৪৩। কামরূপে (মহামুদ্রা)—দেবী কামাখ্যা ও রামানন্দ ভৈরব।

৪৪। নেপালে (দক্ষিণ জঙ্ঘা)—দেবী মহামায়া ও ভৈরব কপালী।

৪৫। জয়ন্তায় (বাম জঙ্ঘা)—দেবী জয়ন্তী ও ভৈরব ক্রমদীশ্বর।

৪৬। ত্রিপুরায় (দক্ষিণ চরণ)—দেবী ত্রিপুরা ও ভৈরব নল।

৪৭। ক্ষীরগ্রামে (দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ)—দেবী যোগাদ্যা ও ক্ষীরমস্তক ভৈরব।

৪৮। কালীঘাটে কলিকাতার দেড়

ক্রোশ দক্ষিণে (দেবীর দক্ষিণ চরণের ৪টী অঙ্গুলি)—এখানে কালিকা দেবী ও নকুলেশ্বর ভৈরব।

৪৯। কুরুক্ষেত্রে (দক্ষিণ পায়ের গুল্‌ফ) —বিমলা দেবী ও ভৈরব সম্বর্ত্তন।

৫০। বিভাসে (বাম গুল্‌ফ)—দেবী ভীমরূপা ও কপালী ভৈরব।

৫১। ত্রিস্রোতায় (সতীর বাম পদ) —এখানে অমরী দেবী ও ভৈরব অমর।

নূতন সংবাদ।

১। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৮১ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৮২ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। জন্মোৎসব বিলাতে ২৩শে মে ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে ২৪শে মে সম্পন্ন হইবে। ঈশ্বর মহারাণীকে চিরজীবিনী করুন।

২। ভারতের দুর্ভাগ্যের মধ্যে সৌভাগ্য এই যে, বিদেশবাসিগণ ইহার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। ভারত-দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ কেবল ইংলণ্ড ও আমেরিকা নহে, জার্ম্মাণেরাও প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। জার্ম্মণি সম্রাট স্বয়ং এই সংবাদ আমাদের রাজপ্রতিনিধিকে অবগত করিয়াছেন।

৩। গত ১লা এপ্রেল চেম্বার অব কমার্সের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী জে, বি, নাইটের লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে। এই সংবাদে আমরা বিশেষ শোকার্ত্ত হইয়াছি। ইনি একজন ভারতবন্ধু ছিলেন। ইঁহার পত্নী বিবি নাইট এদেশের স্ত্রীশিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতির অনেক সহায়তা করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার জীবনের বিষম পরীক্ষায় তাঁহাকে রক্ষা করুন।

৪। সাহিত্যপরিষদের গৃহ নির্ম্মাণার্থ মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন।

৫। কোনও সংবাদপত্রে লিখিয়াছে কালিফর্ণিয়ার যোজেফ টমসন নামক এক ব্যক্তির বয়স ১৬৩ বৎসর। এখনও তাঁহার চক্ষু যুবাপুরুষের ন্যায় দীপ্তিশীল, এবং তিনি ভ্রমণশীল ও কার্য্যপটু। প্রতিদিন ২।১ ঘণ্টা রৌদ্র সেবনের তিনি পক্ষপাতী।

৬। দার্জিলিঙ্ পাহাড়ে সম্প্রতি ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ৫ জন কুলি হত হইয়াছে, তাহাদের এক জনেরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

৭। জেলা ২৪ পরগণা বারাশত বালিকাবিদ্যালয় হইতে যে পাঁচটী ছাত্রী নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়াছিল, সেই ৫ জনই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছে।

৮। বঙ্গদেশের ছোট লাট সাহেব ১৮ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার দার্জিলিঙ যাত্রা করিয়াছেন। বড় লাট বেলুচিস্থান প্রভৃতি দর্শন করিয়া সস্ত্রীক হিমালয়ে পৌছিয়াছেন।

৯। শ্রীমতী সরস্বতী রায় মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের নবসংহিতা পুস্তক উৎকল ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। টুকটুকে বই—কোন মহিলা প্রণীত, হেয়ার প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য চারি আনা। রাঙা রঙের ছবিগুলিতে বই-খানি জলজল্ করিতেছে। শিশুদের আমোদের সহিত বর্ণমালা ও বানান পাঠ শিক্ষা হয়, তাহাই ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয়; সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে আশা করা যায়। ছেলেরা ইহা দেখিলে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

২। কোমল গাথা—১ম ভাগ, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস প্রণীত, মূল্য ৶০ দুই আনা। ইহা একখানি সচিত্র কবিতা-পুস্তক, ইহার বিষয়গুলি যেরূপ সুনির্ব্বাচিত, কবিতাগুলি যেরূপ সরল এবং ছবি-গুলি যেরূপ সুন্দর, তাহাতে ইহা শিশু-পাঠ্য পুস্তক মধ্যে নিবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৩। আঁখিজল—মৌলবী আবদুল গনি কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থখানি যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহার নাম নাই; কিন্তু ইহার কবিতাগুলি কবি-শক্তি-প্রসূত এবং হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ। কবি উৎসাহলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

৪। প্রীতি উপহার—শ্রীহরিশ চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত। পুত্র সুশীলের সহিত প্রমোদার শুভবিবাহ উপলক্ষে এই কবিতাহার বিরচিত হইয়া প্রীতি উপহাররূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

৫। মালতীমালা—ইহাও এক-খানি কবিতা-পুস্তক, শ্রীহরিশ চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত ও সুশীল চন্দ্র নিয়োগী বি, এ, আর এস্, কর্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহাতে নানা বিষয়ক ৩০টি কবিতা আছে। পুস্তকখানি সুন্দর অক্ষরে মুদ্রিত। কবিতাগুলির অনেক স্থলে পাণ্ডিত্য আছে। একটু মনোনিবেশ-পূর্ব্বক পাঠ করিলে পাঠক পাঠিকা ইহার রস গ্রহণে সমর্থ হইবেন।

৬। ছায়া—ইংলণ্ডীয় রাজকবি টেনিসনের অনুকরণে কোন বঙ্গমহিলা কর্তৃক রচিত, মূল্য ২৲ দুই টাকা। এক জন বঙ্গনারী টেনিসনের ভাব গ্রহণ

করিয়া দুই শতাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত সুন্দর কবিতা যে লিখিয়াছেন তাহা কম প্রশংসার বিষয় নয়। লেখিকা কবিতাগুলি খুব সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাই সর্ব্বত্র ছন্দ ও শব্দলালিত্যের প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন নাই বোধ হয়। যাহা হউক যে কোন কাব্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় শেষ করিতে মন প্রলুব্ধ হয়। বসন্তের রাণী ও বর্ষারম্ভ প্রভৃতি কতকগুলি কবিতার মধ্যে বেশ লিপিনৈপুণ্য আছে। পাঠকপাঠিকাগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যে পরিশ্রম সফল বোধ করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৭। আদর্শ কবিতা—শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু বি, এ, বিরচিত। যোগীন্দ্র বাবু মাইকেল মধুসূদন চরিত, দামিয়েন চরিত, ও কবিতাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচার করিয়া সুলেখক বলিয়া যশস্বী হইয়াছেন। আদর্শ কবিতা পুস্তকে তেরটী সুন্দর কবিতা আছে। সকল কবিতাই সরল, সরস, শুদ্ধ ও সাধুভাবপূর্ণ। এখানি বালকদিগের পাঠের একখানি সুন্দর কবিতা পুস্তক হইয়াছে।

বামারচনা।

ললিতা। *

(১)

জয়পুরে নেপালচন্দ্র নামে এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। তাঁহার প্রবোধ ও সুবোধ নামে দুইটী পুত্র ছিল এবং ললিতানাম্নী এক কন্যা ছিল। বাল্যকালে ইহারা মা-হারা হয়। নেপাল চন্দ্র পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম সীতা। সীতা বড় অপ্রিয়-বাদিনী ছিলেন। কেহ তাঁহাকে ভাল বাসিত না। দাস দাসী তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। বলা বাহুল্য যে, প্রবোধ সুবোধ ও ললিতা মাতার বিষ-নয়নে পড়িয়াছিলেন।

(২)

একদিন ললিতা প্রবোধকে বলিল "দাদা, মা না থাকিলে বুঝি ছেলে মেয়েকে কেহই ভাল বাসে না। এই দেখ আমাদের কি দশা!"

প্রবোধ। "তা হোক্, তুই বিমাতার কথার অমান্য করিস্ না। জেনে রাখিস্, তিনি হাজার হোক্ আমাদের গুরু।

ললিতা। "তা ত তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছ; সেই জন্যেই ত তাঁহাকে ভক্তি করি, তাঁর কথা শুনি।" এইরূপে ভাই বোনে কথা হচ্ছিল, এমন সময়ে কণ্ঠ পঞ্চমে তুলিয়া সীতা

* একটী ৯ বৎসরের বালিকার রচনা বলিয়া সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হইল।

ডাকিলেন "ও নলি—ও নলি, বলি সারা দিন কি বেড়াবি? আর ত কোন কাজ নাই, কেবল কাজের মধ্যে দুই— খাই আর শুই। তুই এই জন্ত আমার দুই চোখের বিষ হয়েছিস্। মারিতে মারিতে তোকে একদিন একবারে মেরে ফেলে দিব, জানিস্।" আহা! সে বজ্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভ্রাতা ভগ্নীর প্রাণ উড়িয়া গেল।

(৩)

প্রবোধ স্কুল হইতে আসিলে ললিতা ছুটিয়া যায়, কত আদর করে, যাহা কিছু খাবার থাকে আনিয়া দেয়। স্কুলের কাপড়খানা কাচিয়া তুলিয়া রাখে। কিন্তু সীতা তাহা ভাল বাসিতেন না। "কি অন্যায়, ওর কি আর হাত পা নাই যে জল টুকু পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে দিতে হবে। ছোঁড়া স্কুল হইতে আসিয়া যেন বাদসা হয়। ছুঁড়ীর আবার আহ্লাদ খানা দেখ! দাদা যেন আর কারো নেই, কেবল ওরি এক দাদা আছে।" বিমাতা এইরূপে হাজার গালি দিলেও ললিতা কথা বলিত না— নীরবে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকিত।

এক দিন সীতা এক দাসীকে অযথা তিরস্কার করিয়াছিলেন। সেই দিন সীতা ললিতাকেও দারুণ প্রহার করিয়াছিলেন। এইরূপ মার গালি নিয়ত হইত। সেই দিন দাসী ও ললিতা দুই জনের এইরূপে কথা বার্ত্তা হইতেছিল। দাসী বলিল "দিদিমণি! ও সৎমাটার সেবা কর কেন? সে যে এত বকে, তথাপি অতি ভাল মানুষের মত তার সঙ্গে ব্যবহার কর, এত যে মারে তবু উঃ শব্দ কর না। তুমি কোথাকার হাবা মেয়ে গা?" ললিতা অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিল। সে বিরক্ত হইয়া বলিল "সেবা করব না, আমি তাঁর মেয়ে হযে তাঁর সেবা করব না?" দাসী বলিল "মা ত ছাই, মা না মার মাসী? যার চোখের বালি হব, তাকে আবার গুরু বলে ভক্তি করিতে যাব। ঐ যে এক কথা আছে 'ছোব করব মুড়াব মাথা তবু না ছাড়িব বড়াইয়ের কথা।' তোমার তাই হয়েছে দিদিমণি!" ললিতা বলিল "দেখ, অমন তর কথা বলোনা। আজ হতে তুমি সাবধান হও। আমি কিন্তু মার নিকটে সব বলে দেব।" বারান্দা হইতে সীতা দাসী ও ললিতার কথা শুনিতেছিলেন।

(৪)

সীতা দাসীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিলেন। তার পর ললিতাকে বুকে ধারণপূর্ব্বক অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন "বাছা তোমার কথায় আমারি মন পরিবর্ত্তন হইল। যথার্থই তুমি আমার কন্যা, আমি তোমার মা, আজ তুমি আমাকে যাহা শিক্ষা দিলে এরূপ শিক্ষা জীবনে আমি কাহার নিকটে পাই নাই।" সেই সময়ে প্রবোধ ও সুবোধ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সীতা ললিতাকে নামাইয়া প্রবোধ সুবোধ দুই ভাইকে দুই কোলে ধারণ করিলেন এবং স্নেহবিগলিত অশ্রু-

জলে দুই ভাইয়ের মস্তক সিক্ত করিতে করিতে বলিলেন "বাছারা! ক্ষুদ্র বালিকা ললিতা আমাকে বিশ্ব-প্রেম শিখাইয়া দিয়াছে। ললিতা আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। অদ্য হইতে আমি তোমাদের মাতা হইলাম।" এই বলিতে বলিতে সীতা ললিতা সহ প্রবোধ সুবোধকে লইয়া নেপালচন্দ্রের নিকটে গেলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "স্বামিন্! আমি অগ্রে বুঝিতে পারি না যে, এই বালকবালিকা তিনটী আমার এত আপনার। আজ আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইহারা আমার পুত্র কন্যা।" স্বামী পরম সন্তুষ্ট হইলেন, বলা বাহুল্য।

সুনীতি।

রাণী।

স্বরগের শিশু তুই,
　　কেনরে কিসের তরে,
স্বরগ ছাড়িয়া এলি
　　এ মর ভূমির পরে?
শান্তির আলয় সে যে
　　সুখময় পুণ্য ভূমি;
সে হেন স্বরগ ছাড়ি,
　　কেনরে এখানে তুমি?
তাপিত হিয়ায় মোর
　　প্রদানিতে শান্তিবারি
আসিলি কি রাণি, তুই
　　সে সুখ ভবন ছাড়ি?
আজি দেড় বর্ষ ধরে
　　আছি যে জীয়ন্তে মরে,
তাই কি এলি মা তুই
　　অভাগীরে দয়া করে?
শূন্য কোল পূরাইতে
　　মুছাইতে আঁখিজল,
ঈশ্বর কি পাঠালেন
　　তোমারে এ মহীতল?
আজি কত দিন হতে
　　ছিলাম উদাস প্রাণে
তুই সে জাগালি মোরে
　　স্বর্গীয় অমিয় দানে।
শুষ্ক মরুভূমে তুই
　　বারিকণা দিলি ঢেলে,
ভুলিয়াছি সে যাতনা
　　রাণি! তোরে পেয়ে কোলে।
এসেছিস্ যদি, তবে
　　যাস্‌নে আমারে ছেড়ে,
যেনরে কাঁদিতে মোরে
　　হয়না তেমন করে।
চির সুখে থাক, লয়ে
　　ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ;
হয় না জীবনে যেন
　　কভু কোন পরমাদ।
আয় তবে আয় রাণি!
　　চুম খাই চাঁদ মুখে
হৃদয় শীতল করি
　　তোমা ধনে লয়ে বুকে।

শ্রীমতী নী——

উপহার।

আনিয়াছি বহুদূর হ'তে,
পূজিতে চরণ,
গোটাকত শুষ্ক ফুলদল ;
করগো গ্রহণ।
কল্পনার কুসুম-কাননে
ভ্রমিয়া নিয়ত,
নিরমল সুগন্ধি কুসুম
খুঁজিয়াছি কত।
বঞ্চিত আশার লুব্ধ আশে ;—
ভেবেছিল মনে,
কত ফুল করিব চয়ন
হৃদয়-কাননে।
কিন্তু কোথা কুসুম হেথায়
রূপে সমুজ্জল ?

যাহা আছে তাও বাসহীন
শুষ্ক পরিমল।
চারি দিক হ'তে আহরিয়া
যা কেন না আনি,
গ্রহণের যোগ্য তাহা তব
নহে দেবি ! জানি।
হৃদয়ের প্রীতি-ফুলে তাই
গাঁথিয়াছি হার ;
ফোঁটা ফোঁটা দিয়াছি তাহায়
প্রেম-অশ্রু-ধার।
এর বেশী কিছু নাহি দেবি !
দিব যা তোমায় ;
যা ছিল সকলি এই দিনু
ও কমল-পায়।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

দেব-সন্নিধানে।

সহিতে পারি না ক্লেশ আর
কোথা আছ কত দূরে, এই দিকে এস সরে,
উন্মুক্ত রেখেছি দেখ হৃদয়ের দ্বার। ১
পাপপঙ্কে কর্দ্দমিত যদিও এ স্থান
হরিনাম গঙ্গাজলে, ধৌত করি কুতূহলে,
পবিত্র প্রফুল্ল কত করিব পরাণ। ২
সর্ব্বদা হতেছে দগ্ধ হৃদয় আমার
বিষম বিষয়ানলে দিবা নিশি মরি জ্বলে,
সর্ব্বদা তরঙ্গায়িত ভব-পারাবার।
সহিতে পারি না ক্লেশ আর
ওহে স্বপ্রকাশ আর থেকনা গোপনে ;
হৃদয়ে উদয় হয়ে, পাপ-তম বিনাশিয়ে
লও দেব পাপিনীরে তব সন্নিধানে।

শ্রীঅম্বুজা।

No. 425-26. June, July 1900.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৮ বর্ষ। ৪২৫-২৬ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩০৭—জুন, জুলাই ১৯০০। ৭ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মোৎসব—মহারাণীর ৮১ বার্ষিক জন্মোৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মেফিকিং বন্দীদিগের মুক্তি এবং বুয়ার যুদ্ধের অবসানের সূচনা হয়, ইহাতে এবার উৎসবের বিশেষ ঘটা হইয়াছে। ইংলণ্ডে একদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩শে মে মহারাণীর ইচ্ছানুসারেই উৎসব হয়। এবার উপাধি বিতরণও অধিক হইয়াছে। মহারাণী দীর্ঘজীবিনী হউন্।

বুয়ার যুদ্ধ—ইংরাজ পক্ষের ক্রমাগত জয় ও বুয়ার পক্ষের পরাজয় হইতেছে। যেরূপ শুনা যায় প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার লুক্কায়িত, অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেট্ ইংরাজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছে, ট্রান্সভালও ভুক্ত হইতে বসিয়াছে। ব্রিটিষ সিংহের সম্মুখে ক্ষুদ্র জীব বুয়ার যে ৮ মাসাধিক যুঝিয়াছে, ইহাই তাহাদের পক্ষে শ্লাঘনীয়।

লেডী কুর্জ্জনের ভারতহিতৈষিতা—লেডী কুর্জ্জন দুর্ভিক্ষফণ্ডে নিজে টাকা দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, তাঁহার জন্মস্থান চিকাগোতে এইরূপ পত্র লিখিয়াছেন :—"ভীষণ ভারতদুর্ভিক্ষে চিকাগোবাসী যে কেহ যাহা কিছু সাহায্য দান করিবেন, তাহাতে আমার স্বামী এবং আমি নিরতিশয় আনন্দলাভ করিব। গবর্ণমেণ্ট প্রায় দেড়কোটী লোককে সাহায্য দিতে-ছেন, এখনও বিপদ চরমসীমায় উপস্থিত হয় নাই। দাতব্যের প্রত্যেক টাকা প্রকৃত দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সাহায্যে ব্যয়িত হইবে, তদ্বিষয়ে আমরা দায়ী।"

এইরূপ রমণীই পতির প্রকৃত সহ-ধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী। লর্ড কুর্জ্জন ভারত-দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ যেমন আপনার নগরবাসীদিগের সহায়তা চাহিয়াছেন,

লেডী কর্জ্জনও সেইরূপ। জগদীশ্বর দম্পতীকে সুখে রাখুন্।

সতীত্ব রক্ষা—যশোহরের ভাবলদাসী নাম্নী ১৫।১৬ বৎসরের একটী সুন্দরী বালিকা গৃহে একাকিনী ছিল, থাহু বেকার নামক এক দুর্বৃত্ত প্রতিবেশী তাহাকে আক্রমণ করিতে আসাতে সে আত্ম-রক্ষার অন্য উপায় না পাইয়া দাজাঘাতে তাহাকে বধ করে। হাই-কোর্টের বিচারে বালিকা বেকসুর খালাস হইয়াছে। এই সতী নারীর পুরস্কারের জন্য চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

ঘোর দাবানল—আমেরিকার মিচিগান অরণ্যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বন দগ্ধ করিয়াছে, অনেক প্রাচীন বৃক্ষও ভস্মসাৎ হইয়াছে।

সুরাপান-নিবারণী সভা—লণ্ডনে এই সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে বাগ্মিবর কানন উইলবার্ফোর্স এক চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে এই সভার সভ্য। সভাপত্নী বিবি ইলিয়ট ইয়র্ক লর্ড রথ-চাইল্ডের আত্মীয়া।

উদ্ভিদ-ভোজীদিগের সম্মিলন—প্যারিস প্রদর্শনী উপলক্ষে গত ২১, ২২ ও ২৩শে মে নিরামিষ-ভোজীদিগের সম্মিলন সভা হয়। গ্রেট ব্রিটেন, রুষিয়া, হলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতিনিধি সকল উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রমা বাইয়ের কার্য্য—তাঁহার স্থাপিত পুনা বিদ্যালয়ে ৭০টী বিধবা এবং কেতগাঁও কার্য্যক্ষেত্রে ২৮০টী বিধবা ও অনাথ এবং ১৬টী পতিতা রমণী শিক্ষালাভ ও কার্য্য করিতেছেন। কার্য্যালয়ে রন্ধন, বস্ত্র ধৌতকরণ, ডাউল কড়াই ভাঙ্গা, সেলাই, দধি, মাখন, ঘৃত, তৈল প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য শিখান হইতেছে।

বিলাতে সংবাদপত্র—"ডেলি এক্স-প্রেস" নামে আধপেনি মূল্যের কাগজ যে দিন প্রথম বাহির হয়, সেই দিনেই তাহার কাটতি ১৫ লক্ষ হইয়াছে!

ভারত-দুর্ভিক্ষ—দুর্ভিক্ষফণ্ডের সাহায্যে প্রায় ৬০ লক্ষ লোক খাটিতেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশ হইতেই অর্থাদির সাহায্য আসিতেছে।

গায়িকার আয়—ইউরোপের বিখ্যাত গায়িকা মাডাম প্যাটি গত বারমাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। আমাদের বড়লাটের বার্ষিক বেতন ২৷৷০ লক্ষ টাকা মাত্র!

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৬৩৩১ জনের মধ্যে ১২৯২টী এবং এফ এ পরীক্ষায় ৩১১৩ জনের মধ্যে ১২৯২টী উত্তীর্ণ হইয়াছে। পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। বি এ পরীক্ষায় শ্রীমতী লিলিয়ান পালিত গৃহে শিক্ষা করিয়া দুই বিষয়ে অনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। কুমারী সুষমা ভট্টাচার্য্য ও

উষা ঘোষ যথাক্রমে ২৫ ও ২০ টাকার ১ম ও ২য় শ্রেণীর সিনিয়ার ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছেন :—

বি এ পরীক্ষা।

লিলিয়ান পালিত (প্রাইবেট) { অনর ১ম বিভাগ গ্রেক ভাষা।
" ২য় " ইংরাজী।

এফ্‌ এ পরীক্ষা।

১। ললার ডেসী ১ম বিভাগ।
১। উষা প্রভা ঘোষ ২য় বিভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজ
২। হৃদয়বালা বসু " বেথুন কলেজ।
৩। মৃণালিনী বসু " "
৪। সুরমা ভট্টাচার্য্য " "
৫। বসন্তকুমারী চৌধুরী " "
৬। কুমুদিনী মিত্র " "
৭। নগেন্দ্রবালা সেন " "
৮। প্রমীলাবালা দে " "
৯। কামিনী বসু ৩য় " "
১০। সরোজিনী দাস " "
১১। শরৎকুমারী মিত্র " "

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

১। বনলতা দে ১ম বিভাগ বেথুন স্কুল।
২। ফ্লোরেন্স কলিন্স " কলিকাতা লোরেটো।
৩। ফষ্টার এভেলীন " সেন্ট যোজেফ, মোলমীন।
৪। এফ গ্রাকল " রেঙ্গুণ কনভেণ্ট।
৫। এম, সি, ইসাবেল " অকলাণ্ড স্কুল, সিমলা।
৬। মফি মাণ্ড ই ক্লেয়ার " "
৭। মে গ্রান্ট " "
৮। সি মেরী " "
৯। সুরবালা সিংহ " ক্রাইষ্ট চর্চ্চ স্কুল।
১০। সুকুমারী মিত্র ২য় বিভাগ বেথুন স্কুল।
১১। লীলাবতী পালচৌধুরী " "
১২। সুরমা ভট্টাচার্য্য " ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়।
১৩। চারুবালা নিয়োগী " বাঁকীপুর "
১৪। বিমলা বালা বসু " এফ সি নর্ম্মাল স্কুল।
১৫। মেরী আন " সেন্ট যোজেফ, খাণ্ডালে।
১৬। ডেরিস রুফী " " "
১৭। ডিয়াস মাণ্ডী " " "
১৮। বারণী আলিস " " মোলমিন।
১৯। কে আলিস " " "
২০। বিদ্যুৎ পাইন " ক্রাইষ্ট চর্চ্চ স্কুল।
২১। প্রিয়বালা বিশ্বাস " "
২২। লিলী " "
২৩। প্রভাবতী লাহা " "
২৪। কাঞ্চনলতা চৌধুরী " "
২৫। এফ মেটিলডা " নাগপুর স্কুল।
২৬। সি খ্রীষ্টমাস " চণ্ডীকালী বালিকাবিদ্যালয়
২৭। ই এলিয়াটশ্বী " ক্ষাক্‌না "
২৮। এফ মেবেল " রেঙ্গুণ কনভেণ্ট।
২৯। হার্ম্মাণ গ্রেবা " রেঙ্গুণ ডাওসিয়ান।
৩০। সুরবালা বসু " "
৩১। কুমুদকামিনী রায় ৩য় ঢাকা ইডেন স্কুল।
৩২। চারুলতা সেন " "
৩৩। ডানিয়েল লিলী " ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুল।
৩৪। এফ ক্যার্ম্মাণিও " সেণ্ট যোজেফ, নাগপুর।
৩৫। বিনোদিনী ঘোষ " ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়।
৩৬। মটার যশী " রেঙ্গুণ মেথডিষ্ট।
৩৭। ক্যাকেরিয়া মেরী " "
৩৮। জে এলমী " "
৩৯। হটন সার্ড " শিক্ষয়িত্রী।

নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ জুনিয়ার ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছেন :—

সুরবালা সিংহ	ক্রাইষ্ট চর্চ্চ কলেজ	১ম গ্রেড	২০৲
বনলতা দে	বেথুন ক. স্কুল	২য় "	১৫৲
ফ্লোরেন্স কলিন্স	লোরেটো হাউস	৩য় "	১০৲

ধন।

বিনিময়ের উপযোগী পদার্থ মাত্রকেই ধন কহে। যে দ্রব্য কোনও প্রয়োজনে লাগে না, তাহার বিনিময়ে কেহ কিছু দিতে রাজী হয় না। জল একটী প্রয়োজনীয় পদার্থ, তথাপি উহা পাইবার জন্য সচরাচর লোক বিশেষ চেষ্টা করে না, কারণ উহা সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে জল তাদৃশ সুলভ নহে, সেখানে জলের মূল্য আছে। সেখানে লোক জল লইয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু দিয়া থাকে, সুতরাং জল তথায় ধনশ্রেণীতে পরিগণিত। কলিকাতা নগরীতে জল অনায়াসে পাইবার উপায় নাই। জলের কল আনয়ন করিবার পূর্ব্বে এই নগরের অধিবাসিগণ ভারী-দিগকে পয়সা দিয়া হুগলী (গঙ্গা) নদী হইতে জল আনয়ন করিয়া ব্যবহার করিতেন, এখনও কেহ কেহ ওরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ অধিবাসীই জলের কর দিয়া কল হইতে জল গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করেন। সুতরাং কলিকাতায় জলের মূল্য আছে। ভারীকে যে পয়সা দেওয়া হয়, কিংবা জলের কর স্বরূপ যাহা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাই জলের মূল্য। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে একই জিনিশ এক স্থানে ধন ও অপর স্থানে ধন নহে। এইরূপ একই জিনিশ এক সময়ে ধনশ্রেণীভুক্ত হইতেছে, অপর সময়ে তদ্রূপ হইতেছে না। আজ একটা জিনিশের উপর দেশ শুদ্ধ সকল লোকের চোখ পড়িল, সকলেই উহা পাইবার জন্য ব্যগ্র, সুতরাং আজি উহাকে ধন বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে, কিন্তু কাল আবার রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, আর কেহই বিনিময়ে ঐ জিনিশ লইতে ইচ্ছা করে না; কাজে কাজেই উহা সহজ প্রাপ্য মাটির মত মূল্যশূন্য হইয়া পড়িল। বিলাস-(ফ্যাসন) প্রবণ ফ্রান্স দেশে প্রায়ই এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। যেরূপ সহজ প্রাপ্য জিনিশ প্রয়োজনীয় হইলেও তাহার বিনিময়ে কেহ কিছু দিতে চাহে না; সেইরূপ কোন দুষ্প্রাপ্য জিনিশ অপ্রয়োজনীয় হইলেও কেহ উহার পরিবর্ত্তে কিছু দিতে ইচ্ছুক হয় না। পর্ব্বত পাহাড়ে এইরূপ অনেক জিনিশ আছে, যাহা আমাদের কোনও ব্যবহারে আইসে না। যদি কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি সেই দুর্গম স্থলে যাইয়া ঐরূপ কোন জিনিশ সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করে, তবে তাহার কেবল পরিশ্রম মাত্রই সার হয়, সে ঐ জিনিশ বিনিময় করিতে অভিলাষী হইলেও কিছু পাইতে পারে না। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে ধন মাত্রেরই বিনিময় শক্তি দুইটী কারণে হয়, প্রথম মনুষ্যের প্রয়োজনীয়তা, দ্বিতীয় পদার্থের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু। আমি যাহা

পাইতে ইচ্ছা করি, অথচ সহজে পাইতে পারি না, তাহা পাইবার জন্যই কোন জিনিশ বিনিময় করি। সচরাচর লোকে মুদ্রাকেই ধন বলিয়া বুঝিয়া থাকে। উহা একটা ভুল। বর্ত্তমান সময়ে ওরূপ ভ্রান্তি আশ্চর্য্যজনক নহে, কারণ আমরা সাধারণতঃ ধন শব্দ মুদ্রাতেই আরোপ করিয়া থাকি। শ্যামবাবু ধনী, তাহার অর্থ এই যে তিনি অনেক টাকার অধিকারী। বাস্তবিক পক্ষে মুদ্রা ধন নহে। মুদ্রা ব্যবহৃত হইবার অনেক পূর্ব্বে মনুষ্যগণ নিজ নিজ অভাব দূর করিবার জন্য নানা জিনিশ সংগ্রহ বা প্রস্তুত করিয়া বিনিময় করিত। এই জন্য গোধন, গোরু একটা ধন। ভূমি, শস্য, অনুগত লোকজনও ধন। মুদ্রা দ্বারা দুইটী প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, প্রথমতঃ ইহা ধনের বিনিময় শক্তির পরিমাপক অর্থাৎ মাপ কাটির ন্যায় ধনের পরিমাণ করিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ ইহা বিনিময়ের সৌকর্য্যসাধক অর্থাৎ ইহা দ্বারা সহজে প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। বিনিময় শক্তির পরিমাপক মুদ্রাকে ধন বলা যেরূপ সঙ্গত, কাপড়ের পরিমাপক "গজ"কে কাপড় বলাও সেইরূপ সঙ্গত। মুদ্রা বহুমূল্য ধাতুনির্ম্মিত বলিয়া যদি কেহ উহাকেই ধন বলিয়া স্থির করেন, তবে তাঁহারাও বিষম ভ্রান্তিতে পতিত হইয়া থাকেন। কারণ এমন অনেক দেশ আছে যেখানে মুদ্রা বহুমূল্য ধাতুনির্ম্মিত নহে। চীন দেশের লোকেরা চায় চাক্তি মুদ্রারূপে ব্যবহার করে। আফ্রিকার অনেক স্থানে এমন কি আমাদের দেশেও কড়ি মুদ্রার কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং মুদ্রাই ধন ইহা কোন ক্রমেই স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে মানুষ কখনও ধনরূপে পরিণত হইতে পারে কি না? যখন মানুষের বিনিময়ে কোন পদার্থ পাওয়া যায়, তখন মানুষকে ধন বলা যাইতে পারে। দাস-ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ দাসদিগকে যথোপযুক্ত স্থানে লইয়া যাইয়া বিনিময় করিয়া থাকে। যাহারা ঐ সকল হতভাগ্য নরাকার পশুদিগকে ক্রয় করে, তাহারা অশ্ব মহিষাদি পশুর মত উহাদিগকে ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার অন্যান্য ধনের মত বিনিময় করিতে পারে। যে দেশে কন্যা বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত, সেই দেশের কোনও পাঠক পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অবিবাহিতা কন্যা তাহার পিতৃধন কি না? অবশ্য পিতা যখন কন্যার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করিয়া থাকেন, তখন কন্যা তাহার ধন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবাহের পর বালিকা যখন ক্রেতার ধর্ম্মপত্নী হইল, তখন অন্যান্য ধনের মত সে স্ত্রী দ্বারা যথেচ্ছ ব্যবহার করাইয়া লইতে পারে না; সুতরাং তখন উহা স্বামীর ধন নহে।

ভূমি, পরিশ্রম এবং মূলধন এই তিনটী সর্ব্ব প্রকার ধনোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক কিংবা

পরোক্ষেই হউক, ভূমি ধনোৎপাদনের একতর কারণ, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আহার্য্য মাংস কিংবা মৎস্য, রেশমী কিংবা পশমী কাপড় প্রভৃতি ধনের ভূমির সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই, হয়ত কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন। সূক্ষ্মভাবে একটু চিন্তা করিলেই এই ভ্রান্তি দূর হইতে পারে। "উদ্ভিদ জগৎ দ্বারা মানব জগতের কি কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়" বামাবোধিনীতে প্রকাশিত এই পুরাতন প্রবন্ধে এই সম্বন্ধের বিষয় এক সময় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছিল। স্থূল পক্ষে ভূমি না থাকিলে কোন প্রকার ধন সৃষ্টিই সম্ভবপর নহে, সুতরাং ভূমি সকল ধনের আকর।

(ক্রমশঃ)।

মহামূর্খ মহাপণ্ডিত।

আমাদের দেশে মহাকবি কালিদাসের কথা সকলেই জানেন। তিনি এত গণ্ড মূর্খ ছিলেন যে, যে ডালে বসিয়াছিলেন তাহারি গোড়া কাটিতেছিলেন। পরে তিনি পণ্ডিতা স্ত্রীর নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া সরস্বতী দেবীর সাধনা করিয়া তাঁহার বরপুত্র হন এবং মহাপণ্ডিত বলিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করেন। এইরূপ আরও অনেক জগদ্বিখ্যাত মহা পণ্ডিতের প্রথম অবস্থায় মহামূর্খ থাকিবার কথা শুনা যায়। ইহা আলোচনা করা ভাল; কারণ ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সাধনাতেই সিদ্ধি লাভ হয়। কে বলিতে পারে এখন যে সকল ব্যক্তি অতি সামান্য, তাহারা কালে মহৎ হইতে পারিবে না?

(১) অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত সার আইজাক নিউটান বাল্যকালে যখন পাঠশালায় পড়িতেন, তখন তিনি তাঁহার শ্রেণীর প্রায় সর্ব্বনিম্নে থাকিতেন।

(২) ডাক্তার চামর্স ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান জন্য ভুবন-বিখ্যাত। তিনিও বাল্যকালে যখন গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতেন, তখন শিক্ষক তাঁহাকে "নিরেট মূর্খ" বলিয়া তাড়াইয়া দেন, এবং বলেন "ইহার বিদ্যা শিক্ষার কোন আশা নাই।"

(৩) এডাম ক্লার্ক মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য, তাঁহার বাল্যকালে তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন "এটা পাথুরে বোকা।"

(৪) সার ডেভিড উইলকী কত বড় বিখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি বাল্যকালে বড়ই অলস ও চঞ্চল ছিলেন। তিনি আপনি বলিয়াছেন তিনি পড়িতে বসিলে আঁক কাটিতেন এবং বানান করিতে বসিলে ছবি চিত্র করিতেন।

(৫) সার ওয়ালটার স্কট এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁহার

প্রতিভার কোন পরিচয়ই দিতে পারেন নাই। অধ্যাপক ডালজেলের ছাত্রদিগের মধ্যে তাঁহার মত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে কেহই পারেন নাই। সেই অধ্যাপক বলিতেন "এ ছোকরা মূর্খ এবং চিরকালই মূর্খ থাকিবে।"

(৬) অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন চার্লস ডারুউইন আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন ;—তাঁহার সকল শিক্ষক একবাক্যে বলিয়াছেন যে স্কুলের চতুঃপ্রাচীরের মধ্যে এমন নির্ব্বোধ বালক আর আসে নাই। তিনি পাঠ্য পুস্তকে মনোনিবেশ করিতেন না। যখন যে বিষয় ভাল লাগিত, তাহাতেই মন দিয়া শিক্ষকদিগের বিরক্তি উৎপাদন করিতেন।

(৭) রবার্ট চের্ম্বার্সের নাম ইংরাজী ছাত্র মাত্রেই জানেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য সুলভ মূল্যে প্রচার করিবার পথ-প্রদর্শক। তিনি ছয় সপ্তাহ লিণ্ট নগরের মিঃল ষ্ট্রীটের এক দোকানে কার্য্য করিয়াছিলেন, পরে তথা হইতে তাড়িত হন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, আর কোন দোষে তাঁহার কর্ম্ম যায় নাই, তাঁহার মনিব বলিয়াছিলেন যে লোকটা বড়ই নির্ব্বোধ, ইহার দ্বারা আমার কোন কাজ হইবে না।

(৮) হেনরি ওয়ার্ড বিচারের চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন ;—"বিচার বাল্যকালে বড়ই নির্ব্বুদ্ধি ছিলেন। রবিবারে পরিবারের সকল বালককেই ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করিতে হইত ; তিনি কিছুতেই তাহা অভ্যাস করিতে পারিতেন না।

(৯) বিখ্যাত অভিনেতা চার্লস জে ম্যাথুস আপনার জীবনের কথা লিখিতে লিখিতে বলিয়াছেন "বণিক টেলারের স্কুলে পাঠের সময় আমি নির্ব্বুদ্ধি ছিলাম, এ সত্য গোপন করিবার যো নাই।"

(১০) ডাক্তার সামুয়েল স্মাইলস্ লিখিয়াছেন যে বিখ্যাত বিশ্বহিতৈষী জর্জ্জ মুর স্কুলে নির্ব্বোধ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি পাঠ অপেক্ষা জলে মাতিয়া স্নান করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার শিক্ষক ফিসার সাহেব বলিয়াছেন কম্বারলাণ্ড হইতে অনেক নিরেট বোকা আসিয়াছে, কিন্তু মুর তাহাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

দুঃসাধ্য যাহা, সাধনাতে সিদ্ধ হয়।

শ্রীনরসি ভক্তের জীবনচরিত। *

জুনাগড় নামক গ্রামে নরসি নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি সাংসারিক কার্য্যে নিতান্ত অপটু ছিলেন। তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম দেখিয়া তাঁহার

* স্বর্গীয় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত এই জীবনচরিত এবং আশাবতীর উপাখ্যানের কিয়দংশ বামাবোধিনীতে এতদিন ছাপা হয় নাই, এখন প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বদা অপমান করিতেন। নরসি একদিন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ভ্রাতৃজায়ার নিকট জল চাহিলেন। নরসির ভ্রাতৃপত্নী নিতান্ত মুখরা ছিলেন, তিনি নরসিকে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া বলিলেন, "এক কড়ার যোগ্যতা নাই—কেবল অতিথির ন্যায় ঘরে বসিয়া বসিয়া থাইতে পার।" এইরূপ অনেক কুবচন বলিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, জলদান করিলেন না। ভ্রাতৃ-পত্নীর অপমান-বাক্য নরসির জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হইল। তিনি প্রাণ ত্যাগ করিবেন বলিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে করিলেন ব্যাঘ্র আসিয়া এখনই গ্রাস করিবে। অরণ্য-মধ্যে বহুদূর প্রবেশ করিয়া একটী শিব-মন্দির দর্শন করিলেন। সেই মন্দিরে সাত দিন পড়িয়া রহিলেন। কথিত আছে যোগি-বেশ ধারী এক মহাপুরুষ নরসির প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "নরসি! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।" নরসি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, আমি কি যে প্রার্থনা করিব, কিছুই বুঝিতে পারি না, যাহা ভাল হয় তাহাই আমাকে দান করুন। যোগিবর মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, ভক্তিই উত্তম বস্তু, ভক্তি অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই নাই। ইহা স্থির করিয়া "ভক্তি হউক" বলিয়া নরসিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাপুরুষের কৃপায় নরসির হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল। নরসি অনুরাগভরে প্রমত্ত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া "হা কৃষ্ণ! হা প্রাণবল্লভ!" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বন উপবন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ ইষ্ট দেবতার দর্শন পাইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি যাঁহাকে দেখিতেছিলেন, আর দেখিতে পাইলেন না। কৃপণের রত্ন কে চুরি করিয়া লইল? নরসি চারিদিক্ শূন্য দেখিয়া হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছু দিন বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। যে অপরূপ রূপ দেখিয়াছিলেন, দিবা নিশি সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন। গ্রামের লোকেরা নরসিকে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। এক সময়ে একজন বৈষ্ণব দ্বারকা তীর্থদর্শনে গমন করিতে করিতে জুনাগড়ে উপস্থিত হইয়া হুণ্ডি করিতে গেলেন। মহাজনেরা কেহই হুণ্ডি করিল না। একজন মহাজন উপহাস করিয়া বলিল; ঐ নরসি ভক্তের নিকট যাও, সে হুণ্ডি করিবে। উদার বৈষ্ণব ঐ কথা সত্য বিশ্বাস করিয়া নরসির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার নিকট একশত টাকা লইয়া দ্বারকা মোকামে একখানি হুণ্ডি করিয়া দিন্।" নরসি বলিলেন, "ভাল, ভাল আমাকে শত টাকা দাও, আমি তোমাকে সহস্র টাকার হুণ্ডি লিখিয়া দিতেছি।" দ্বারকা ধামে শ্যামল সাহা নামে এক ব্যক্তির নামে হুণ্ডি লিখিয়া দিলেন, আর বলিলেন "শ্যামল সাহা বড় সজ্জন, তাঁহার হুণ্ডি সর্ব্ব দেশেই প্রচলিত হয়। যাইবামাত্র হুণ্ডির টাকা

প্রাপ্ত হইবে।” উদার বৈষ্ণব নরসির কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। কিছুদিন পরে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া শ্যামল সাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বারে দ্বারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে শ্যামল সাহার অনুসন্ধান পাইলেন না। বৈষ্ণব নিতান্ত হতাশ হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এক থলিয়া টাকা স্কন্ধে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল, “জুনাগড়ের নরসি আমার নামে হাজার টাকার হুণ্ডি করিয়া বরাতি চিঠি লিখিয়াছে, তুমি কি সেই ব্যক্তি? বৈষ্ণব বলিলেন, সাহাজী! আমিই সেই ব্যক্তি। দ্বারকায় আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া কোন স্থানে আপনাকে না পাইয়া নিতান্ত চিন্তিত হইয়াছিলাম। কৃষ্ণের কৃপায় আপনি স্বয়ং আমার নিকট উপস্থিত হইয়া চিন্তা দূর করিলেন। আপনার নামই কি শ্যামল সাহা?” তিনি কহিলেন, “হাঁ হাঁ, আমাকেই লোকে বিশেষতঃ নরসি ঐ নামে ডাকিয়া থাকে।” তখন বৈষ্ণব হুণ্ডি দিয়া সহস্র মুদ্রা গণিয়া লইলেন। সরল বৈষ্ণব এ ব্যাপারের গূঢ় মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

নরসির জীবনে আর একটী চমৎকার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। নরসির দুইটী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধবা হইয়া ছিলেন; তাঁহার একটী মাত্র পুত্রসন্তান। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে পুত্রের বিবাহ দেন। এই ইচ্ছা পিতাকে জানাইলে, নরসি বলিলেন, “যিনি জগতের কর্ত্তা, যিনি বিশ্বের বিধাতা, তিনি ইহার বিধান করিবেন, আমার সাধ্য কি যে তোমার পুত্রের বিবাহ দি!” ইহা শ্রবণ করিয়া কন্যা নিজেই উদ্যোগী হইয়া পাত্রী স্থির করিবার জন্য ঘটক প্রেরণ করিলেন। ঘটক নানা স্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক একটী পাত্রী স্থির করিয়া আসিল। পাত্রের মাতা পাত্রী মনোনয়ন পূর্ব্বক সম্বন্ধ করিয়া লগ্ন স্থির করিল। কন্যাকর্ত্তাগণ জুনাগড়ে আসিয়া অবগত হইলেন যে, নরসি অত্যন্ত কাঙ্গাল, কোন বিষয় কর্ম্ম করে না, কেবল করতাল বাজাইয়া ভজন সাধন করে; তাহার অন্ন সংস্থান নাই। কন্যাকর্ত্তাগণ কন্যার ভাবি দুঃখ চিন্তা করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ঘটকের কথায় বিশ্বাস করিয়া লগ্ন স্থির করিয়াছেন, সুতরাং সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। বিবাহের দুই এক দিন থাকিতে নরসির কন্যা পিতাকে আসিয়া বলিলেন, “পিতঃ! আর বিলম্ব নাই, বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী।” এখন উদ্যোগ না করিলে বিবাহ কিরূপে হইবে? নরসি বলিলেন, “যাহার ভার তিনিই বিবাহ দিবেন, আমি কি করিতে পারি?” ইহা শ্রবণ করিয়া নরসির তনয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিবাহের দিন সমাগত হইল। নরসি মনের আনন্দে স্বীয় ইষ্ট দেবতার ভজন করিতেছেন, এমন সময় কোথা হইতে নানা প্রকার দ্রব্যাদি আসিতে লাগিল, এইরূপে বিবাহকার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইল।

জীবনে ধর্ম্ম লাভ হইলে তাহা যে

কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, নরসির জীবন তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। নরসির জীবনে যে সকল অলৌকিক কার্য্য আছে, তাহা অতিরিক্ত বর্ণনা হইলেও নরসির নির্ভর অতি প্রশংসনীয়। ভক্তির মধুরতায় যাঁহার হৃদয় সুকোমল হয়, তিনি আর অন্য কথা ভালবাসেন না। ভগবানের নাম গানই তাঁহার একমাত্র সুখের স্থান। তিনি ইহ-লোকে জীবন্মুক্ত হইয়া নির্ভয়ে অবস্থিতি করেন। ধন্য সেই জীবন।

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৭৩ সংখ্যা—১৭০ পৃষ্ঠার পর)।

মা জী। তোমার কি যোগ সাধনে বিশ্বাস হইয়াছে?

আশাবতী। হাঁ মা, আপনার কৃপায় তাহা হইয়াছে। তবে সকল সময় মন ঠিক্ করিতে পারি না এই দুঃখ।

মা জী। সকলই শনৈঃ শনৈঃ হইয়া থাকে, কিছুই একদিনে হয় না।

আশাবতী। আপনার আশ্রমের পশ্চিম দিকে একজন বাঙ্গালী সাধুকে দেখিলাম, তিনি কে?

মা জী। তিনি আগে ওকালতি করি-তেন, এখন সব ছাড়িয়া থিওসোপিষ্ট হইয়াছেন।

আশাবতী। থিওসোপিষ্ট কি মা?

মা জী। ও সকল ইংরাজী নাম। আমার নিকট কর্ণেল অল্‌কট্ নামে একজন সাহেব এসে আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, এবং আর একজনের মুখে (অর্থাৎ দোভাষি দ্বারা) হিন্দুশাস্ত্রের প্রশংসা করিলেন। শুনিলাম তিনি নাকি বাঙ্গালী বাবুদিগকে যোগ শিক্ষা দেন। তাঁর যোগশিক্ষার একটী সভা আছে। তাকে থিওসোফী সভা বলে।

আশাবতী। বাবুরা সাহেবের কাছে যোগ শিখ্‌ছেন কেন? দেশে কি যোগী নাই?

মা জী। সে কেমন জান, নির্ম্মল গঙ্গাজল পান না করিয়া কেহ নর্দ্দমার পাঁকে গঙ্গাজল ঢালিয়া সেই কাদাজল পান করিলে যেমন সুবুদ্ধির কার্য্য হয়, ইহাও তদ্রূপ। তবে এখন সাহেব যা বলে, সকলে তা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করে। এ দেশের যোগী দেখ্‌তে অসভ্য, তার কথা শুন্‌তে প্রবৃত্তি হবে কেন?

আশাবতী। মা! ঠিক্ বলেছেন, সে দিন গয়ার আকাশগঙ্গার বাবাজী একটী বাবুকে বলিলেন "আমি ধ্যানে দেখিয়াছি বৃক্ষগণ নিদ্রা যায়।" বাবু হাসিয়া খুন। সেখানে একটি ভক্ত ছিলেন, তিনি বলিলেন কেন বাবু, আপনি হাসিতেছেন কেন? সে দিন আমেরিকার এক ইংরাজি
পত্রিকা-সম্পাদক লিখিয়াছেন "বৃক্ষেরা

নিদ্রা যায়, আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।" বাবু বলিলেন "বটে, তবেত কথা সত্য।" দেশের এই দুর্গতির মধ্যে যদি কোন সাহেব কৃপা করিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের প্রশংসা করেন, তাহা সৌভাগ্যের কথা।

মা জী। হাঁ মা! অল্‌কট সাহেবের দ্বারা উপকার হইতেছে। আর বাবুরা এদেশের শাস্ত্রাদিকে ঘৃণা করিয়া পাঠ করিতেন না। অল্‌কট সাহেব শাস্ত্রের প্রশংসা করাতে অনেকে শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, কেহ কেহ প্রতিদিন গীতা ভাগবতও পাঠ করিয়া থাকেন।

যোগী। আহা! ভারতের কল্যাণ হউক, দুর্দ্দশার দিন তিরোহিত হউক। জননি জন্মভূমি! তোমার চরণে প্রণাম করি।

মা জী। গোলাপ গাছে গোলাপ ফুলই হয়। মা আশাবতি! তোমাতে তোমার গুরুর রঙ্গ ফলিয়াছে। জন্মভূমি জননীকে যিনি এত ভক্তি করেন, তুমি তাঁর শিষ্যা। এই জন্য আপনাকে দুঃখিনী বলিয়াছ। জন্মভূমির দুঃখ দূর করিতে স্বার্থত্যাগই একমাত্র উপায়। ধর্ম্মই স্বার্থনাশের এক মাত্র হেতু। অতএব যে কেহ আজি এই দুর্দ্দশার দিনে ভারতে আস্তিকতার দ্বার খুলিয়া দিবেন, তিনিই ভারতের পরমবন্ধু।

যোগী। মা! আপনাকে দর্শন করিয়া এবং আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। অনুমতি করেন ত অদ্য বিদায় হই। তিল ভাণ্ডেশ্বরে যাইতে ইচ্ছা আছে। যোগী ও আশাবতী মা জীর নিকট বিদায় লইয়া তিল ভাণ্ডেশ্বরে যাত্রা করিলেন।

রক্তসঞ্চালন।

জীবদেহের বক্ষোগহ্বর মধ্যে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস নামক দুইটি প্রধান যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রদ্বয় অনবরত সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইতেছে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রক্ত সঞ্চালন এবং ফুসফুসের ক্রিয়া শ্বাসক্রিয়া।

শোণিত ধমনী দ্বারা হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া শিরাদ্বারা পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। এই ধমনী ও শিরা একদিকে হৃৎপিণ্ডে এবং অপর দিকে জালবৎ সূক্ষ্ম কৈশিকাসমূহের সহিত পরস্পর সংযুক্ত। রক্ত প্রথমে হৃৎপিণ্ডের বামপার্শ্ব হইতে তাড়িত হইয়া ধমনী ও তৎপরে কৈশিকা মধ্যে গমন করে, তথা হইতে শিরা দ্বারা পুনরায় সেই হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হয়। রক্তের এইরূপ সঞ্চালন ক্রিয়াকে অর্থাৎ প্রথমে হৃৎপিণ্ড, পরে ধমনী, তৎপরে কৈশিকা এবং সর্ব্বশেষে শিরাদ্বারা পুনরায় হৃৎপিণ্ডে আগমনকে রক্তের বৃত্তাকারে ভ্রমণ (সার্কুলেশন) কহে।

প্রায় ২৭৮ বৎসর গত হইল, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা হার্ভি (Harvey) হৃৎপিণ্ডের এই দ্রুতগতি বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন কলিকাতা সহরে জলের পাইপের (নলের) দ্বারা প্রায় সকল বাটীতেই কলের জল নীত হয়, সেইরূপ শিরা দ্বারা হৃদয় (Heart) হইতে শরীরের সকল স্থানেই সর্ব্বক্ষণ রক্ত নীত হইতেছে ও শরীর পোষণ করিতেছে। বন্দুকের ক্রিয়ার সহিত হৃৎপিণ্ডের এই দ্রুত ক্রিয়ার অতি সুন্দর তুলনা করা যাইতে পারে। বন্দুক ছুড়িবার সময়ে ঘোড়া পড়িয়া ক্যাপ হইতে অগ্ন্যুৎপত্তি হইলে ঐ অগ্নিকণা বন্দুক-নল-মধ্যস্থ বারুদ রাশি মধ্যে পতিত হইয়া উহা প্রজ্বলিত করিলে, গুলি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ও সবেগে তাড়িত হইয়া কত দূরস্থ লক্ষ্য নিমেষমধ্যে বিদ্ধ করে, সেইরূপ এই রক্তসঞ্চালন ও তৎসংসৃষ্ট বহুতর ক্রিয়া কলাপ চক্ষুর নিমেষে সম্পাদিত হইতেছে।

রক্তের দুইটী প্রধান সঞ্চালন (circulation) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, হৃৎপিণ্ডের এক অংশ হইতে ফুসফুসে এবং তথা হইতে হৃৎপিণ্ডের অপরাংশে আগমন; ইহাকে ফুসফুসীয় সঞ্চালন (Pulmonary circulation) কহে। দ্বিতীয়টী, হৃৎপিণ্ড হইতে সর্ব্বশরীরে এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে হৃৎপিণ্ডে পুনরুপস্থিতি; ইহাকে দৈহিক সঞ্চালন (Systematic circulation) কহে। এই দুইটী প্রধান সঞ্চালন ব্যতীত রক্তের আরও একটী সঞ্চালন আছে, উহাকে রক্তের যাকৃতিক সঞ্চালন (Portal circulation) কহে। এই যাকৃতিক সঞ্চালনে, কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত অন্ত্র ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য যন্ত্রের কৈশিকার (capillaries) মধ্য দিয়া গমন করিয়া পুনরায় একত্রিত হইয়া পোর্টাল শিরা দ্বারা যকৃতে গমনপূর্ব্বক, তথায় পুনরায় কৈশিক-শিরা মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া এবং পুনরায় একত্রিত হইয়া হিপাটিক শিরা দ্বারা বহির্গমন করে এবং পরিশেষে দৈহিক সমস্ত দূষিত রক্তের সহিত হৃৎপিণ্ডে গিয়া উপস্থিত হয়। এই যাকৃতিক সঞ্চালনের প্রধান লক্ষণ এই যে, ধমনীস্থ পরিষ্কৃত রক্ত দূষিত হইয়া হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে একবার অন্ত্রাদি যন্ত্রের ও পরে যকৃতের কৈশিকা মধ্যে এই দুইবার কৈশিকা ও শিরায় পরিব্যাপ্ত হয়।

নিম্নলিখিত যন্ত্র সকল রক্ত সঞ্চালনের পক্ষে সহায়তা করে :—

১। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী সকল।

২। ধমনীর স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট আবরণ সকল।

৩। যে সকল মাংসপেশীর ভিতর দিয়া শিরাসকল গমন করিয়াছে।

৪। নিশ্বাস প্রশ্বাসকালে বক্ষঃপ্রাচীরের সঞ্চালন।

৫। রক্ত ও তন্তুসমূহের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ।

১। হৃৎপিণ্ড (Heart).

হৃৎপিণ্ড রক্তসঞ্চালনের মূল যন্ত্র এবং

রক্তবাহিনী নাড়ী সকল এই যন্ত্রের শাখা। হৃৎপিণ্ড একটী ঝিল্লিময় থলির মধ্যে অবস্থিত; ইহাকে হৃদাবরক বা হৃদ্‌বেষ্টক ঝিল্লি (Pericardium) কহে। এই ঝিল্লির একটী বাহ্যিক ও একটী আভ্যন্তরিক পর্দ্দা আছে। বাহ্যিক পর্দ্দার নিম্নাংশ বক্ষঃ উদর ব্যবচ্ছেদক ঝিল্লিতে (diaphragm) সংলগ্ন; আভ্যন্তরিক পর্দ্দা ঝিল্লিময় বাহ্যিক থলি ও হৃৎপিণ্ডে সংলগ্ন। আভ্যন্তরিক পর্দ্দার যে অংশ বাহ্যিক থলিতে সংলগ্ন, তাহাকে (পার্শ্বিক পর্দ্দা) প্যারায়টাল লেয়ার এবং যে অংশ হৃৎপিণ্ডে সংলগ্ন, তাহাকে ভিসেরাল লেয়ার বা আভ্যন্তরিক পর্দ্দা কহে। এই দুই পর্দ্দার মধ্যে ঈষৎ একটু রস থাকে; হৃৎপিণ্ড সঞ্চালন-কালে যাহাতে কোন প্রকার সংঘর্ষণ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য এই রস ঐ স্থানকে মসৃণ রাখে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের প্রতি সঞ্চালনকালে এই দুই লেয়ার বা পর্দ্দা পরস্পর পরস্পরের উপর অতি সহজে অর্থাৎ বিনা সংঘর্ষে সংস্পৃষ্ট হইতে থাকে।

হৃৎপিণ্ড বক্ষোগহ্বরের মধ্যে ষ্টার্ণম ও পর্শুকা উপাস্থিসমূহের (costal) দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে বক্রভাবে অবস্থিত। ইহা দেখিতে পিরামিডের ন্যায়; ইহার চূড়া নিম্নদিকে ও বাম পার্শ্বে এবং তলা দক্ষিণ পার্শ্বে। হৃৎপিণ্ড ডায়াফ্রামের উপর রক্ষিত। ইহার সূক্ষ্ম চূড়া বক্ষঃ-প্রাচীরে সংলগ্ন।

হৃৎপিণ্ডের বহির্ভাগ যেরূপ হৃদ্‌বেষ্টক ঝিল্লি বা পেরিকার্ডিয়মের একটী সূক্ষ্ম স্বচ্ছ পর্দ্দা দ্বারা আবৃত, ইহার মধ্যস্থিত গহ্বর সকলও তদ্রূপ একটী মসৃণ ও চিক্কণ ঝিল্লি দ্বারা সম্যক্ মণ্ডিত; এই ঝিল্লিকে হৃদ্‌মধ্যাবরক বা হৃদ্‌মধ্য-বেষ্টক ঝিল্লি (এণ্ডোকার্ডিয়ম) কহে।

হৃৎপিণ্ড গহ্বরযুক্ত অর্থাৎ ফাঁপা মাংস পেশীময় যন্ত্র। ইহার অভ্যন্তর ভাগ একটী প্রাচীর দ্বারা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, দক্ষিণ ও বামভাগ। এই দক্ষিণ ও বাম ভাগ আবার প্রত্যেকে দুইটী কক্ষিয়া প্রকোষ্ঠে অনুবিভক্ত; ইহার উপরটিকে কোষ (Auricle) এবং নিম্নটিকে উদর (Ventricle) কহে। দক্ষিণ ভাগের দুই অংশকে দক্ষিণ কোষ ও উদর (right auricze and ventricle) এবং বাম দুই ভাগের অংশকে বাম কোষ ও উদর (left auricle and Ventricle)। এইরূপে হৃৎপিণ্ডে চারিটি কোটর আছে, দুইটী কোষ ও দুইটী উদর।

এই চারিটী কোটরের পরস্পর সংযোগ স্থল কপাট (Valve) দ্বারা এরূপ আবদ্ধ যে রক্ত সঞ্চালন কালে শোণিত অনায়াসে কোষ (অরিকেল) হইতে উদর (ভেণ্ট্রিকেল) মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু বিপরীত দিকে অর্থাৎ উদর হইতে কোষ মধ্যে গমন করিতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগ শিরার রক্তের এবং বাম ভাগ ধমনীর রক্তের আধার। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ কোষ ও উদর মধ্যে যে কপাট আছে, তাহাকে ত্রিদণ্ডী কপাট (Tricus-pid Valve) কহে। কপাটের প্রয়োজন

এই যে, যখন রক্ত এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে গমন করে, তৎকালে প্রকোষ্ঠ দ্বয়ের মধ্যস্থ দ্বার এমন আশ্চর্য্য রূপে বদ্ধ হয় যে, তদ্দ্বারা রক্তের প্রত্যাগমন হইতে পারে না।

পূর্ণবয়স্কদের হৃৎপিণ্ড ৫ ইঞ্চি লম্বা ও ৩॥ ইঞ্চি চওড়া (যে স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চওড়া) এবং ২॥ ইঞ্চি পুরু (যে স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরু)। ইহা ওজনে ৯ হইতে ১০ আউন্স। জীবনের মধ্য বয়স পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ডের ভার বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বৃদ্ধ বয়সে হ্রাস হইতে থাকে। ডাক্তার ল্যানেক বলেন যে কোন ব্যক্তির হাত মুষ্টি বান্ধিলে প্রায় যত বড় দেখিতে হয়, তাহার হৃৎপিণ্ডের আকার প্রায় তত বড়। অর্থাৎ এই হৃৎপিণ্ড স্বতঃ অর্থাৎ মনুষ্যের ইচ্ছার অনধীনে এক মিনিটের মধ্যে ৬০ বারেরও অধিক আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়।

বৈদ্যক মতে পথ্যাপথ্য।

নবজ্বরে ও সান্নিপাতিক জ্বরে।

উপবাস। খাদ্য—খই, মিছরি, বাতাসা, সাগু, দাড়িম, পাণিফল, ইক্ষু, কিস্‌মিস প্রভৃতি, গরম জল শীতল করিয়া পান ইত্যাদি হিতজনক। নবজ্বরে, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

অন্ন, তৈলাদি মর্দ্দন, ব্যায়াম, স্নান, দিবা নিদ্রা, অতিক্রোধ, শীতল জল পান এবং গাত্রে হাওয়া লাগান নিষিদ্ধ।

বিষম জ্বর, জীর্ণজ্বর ও প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতিতে।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, বেগুণ, আলু, ডুমুর, মানকচু, মূলা, ঠোঁটে কলা, শজিনা প্রভৃতির তরকারী, কই, মাগুর, শিঙ্গী, মউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, অল্প বদ্ধা দুগ্ধ প্রভৃতি। রোগী দুর্ব্বল হইলে কপোত, ও ছাগ মাংসের যুষ ব্যবস্থেয়; অম্লের মধ্যে পাতি বা কাগজি লেবু।

জ্বরাধিক্য থাকিলে অন্ন আহার না করিয়া দিবায় রুটী বা সাগু, রাত্রিতে খই বা সাগু ব্যবহার করিবে। প্লীহা ও যকৃতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

অজীর্ণ, অতিসার, আমাশয় ও গ্রহণীতে।

প্রাতে অতি পুরাতন সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন, মসূর ডাউলের যুষ, মাগুর, শিঙ্গি, কই ও মউরোলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল। পটোল, বেগুণ, ডুমুর, অপক্ক কদলী, ঝিঙে, মোচা প্রভৃতির ব্যঞ্জন ও ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি হিতকর।

আমাশয় ও গ্রহণী পীড়াগ্রস্ত রোগী রাত্রিতে যবের মণ্ড, এরারুট, পাণিফলের পালো প্রভৃতি খাইবে। অম্লের মধ্যে পাতি বা কাগজি লেবু ব্যবহার্য্য।

উদরাময় পীড়া প্রবল থাকিলে অনাহার নিষিদ্ধ। প্রাতে এবং বৈকালে এরারুট বা বার্লি জলসহ পাক করিয়া অল্প মিছরি ও পাতিলেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পান করিতে হইবে।

ঘৃতপক্ক দ্রব্য, গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, অধিক জলপান, তরল দ্রব্য মাত্রায় অধিক ব্যবহার, গোধুম, মাসকলাই, যব, শাক, ইক্ষু, গুড়, নারিকেল, দ্রাক্ষা, সারক দ্রব্য মাত্র, অধিক লবণ, লঙ্কার ঝাল, গাত্রে তৈল মর্দ্দন, রাত্রি জাগরণ, পিষ্টক, ভাজাপোড়া দ্রব্য ও স্নান অনিষ্টকর।

শ্বাস কাশ রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি।

প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসূর, ছোলা প্রভৃতির ডাল। পটোল, ডুমুর, মোচা, মানকচু, থোড়, উচ্ছে প্রভৃতির তরকারি ঘৃতপক্ক। ছাগ, হরিণ, পায়রা ও বকের মাংস, দুগ্ধ অল্প মাত্র। খর্জ্জুর, দাড়িম, পানিফল, কিসমিস, মিছরি নারিকেল। রাত্রে রুটী, লুচি কিম্বা মাংসের যুষ।

গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সকল, দধি, মৎস্য, সর্ষপ তৈল, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, সিম, কুমড়াশাক, অম্বল, কলাইয়ের ডাল অপকারক। মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, দাঁতন, ব্যায়াম, তামাকের ধূমপান, রাত্রি জাগরণ, নিত্য স্নান, উচ্চ শব্দোচ্চারণ, ধাতুক্ষয় অনিষ্টকারক।

সতীত্বের জয়।*

১

"সরলা" ষোড়শী বালা কৃষকের নারী,
নাহি জানে বিলাস বাসনা;
কৃষক যুবক শ্যাম প্রিয় পতি তারি,
তার প্রেমে সতত মগনা।

২

রূপার তাঁবিজ, গোঠ, তাগা, বালা, মল,
অঙ্গে অঙ্গে শোভিছে সকলি;
নাসায় নোলক চারু করে ঝল মল,
গলদেশে সোণার মাদলি।

৩

কৃষিজাত শস্যে তারা হরিষ অন্তর,
নাহি বুঝে উচ্চ সাধ আশা,
দুজনে বেঁধেছে এক সোহাগের ঘর,
দুই বুকে ভরা ভালবাসা।

৪

দূর দেশে গেছে পতি, দিন কত পরে
পুনরপি আসিবে ফিরিয়া,
কত কি আনিবে নিয়ে সরলার তরে,
বালা আছে পথ নেহারিয়া।

---

* ইহা সত্য ঘটনা। যশোর জেলার কোন ক্ষুদ্র গ্রামে সংঘটিত হয়। এই মোকর্দ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া সতীর জয় হইয়াছে। লেখিকা।

৫

শ্যামল সায়াহ্নবেলা, পশ্চিম গগনে
ঢলিয়া পড়েছে দিবাকর;
সরলা একেলা গৃহে আছে আনমনে,
শস্যক্ষেত্রে শ্বশুর দেবর।

৬

খুলিয়া আগড় বেড়া, সহসা উঠানে
"কেতু" নামে কৃষক পশিল,
অজানা আতঙ্ক জাগে সরলার প্রাণে,
ঘোমটায় আনন ঢাকিল।

৭

পাষণ্ড নারকী শঠ, সতীর মহিমা
কবে বোঝে অবনী-ভিতরে?—
আপনি না পায় মূঢ় আপনার সীমা,
তাই সে ধরিল নারী-করে!

৮

ঘোমটা ফেলিয়া বালা, সত্রাসে টানিল
হাত খানি করি প্রাণপণ,
ধৃত কর, মুখে হাসি পাপিষ্ঠ কহিল,
"ছাড়িব না থাকিতে জীবন।"

৯

"এ জগতে আর কিছু করি না বাসনা,
ধন জনে নাহি মম আশা,
অনুগত দাস তব, আমার কামনা
কেবলি তোমার ভালবাসা!"

১০

নির্ভয়ে কুরঙ্গী ছিল বিহরিতে বনে,
সহসা জ্বলিল দাবানল,
পলাইতে নাহি পথ, মরিবে কেমনে,
দ্বিধা হও তুমি ধরাতল!

১১

মানসে স্মরিলা বালা "দানব-নাশিনি!
সতীর সতীত্ব রাখ ওমা;
অবলা রমণী মূর্খ, জানি না তারিণি!
কি ব'লে ডাকিতে হয় তোমা!"

১২

শোনে সতী অন্তরীক্ষে অট্ট অট্ট হাসি,
"ভয় নাহি" ডাকিছে অভয়া,
"দুর্ব্বলের বল আমি, তুই মোর দাসী,
হবি বাছা! সর্ব্বত্রে বিজয়া!"

১৩

শুনিয়া সে দৈব-বাণী, স্বর্গীয় সাহসে
অকস্মাৎ পূরিল হৃদয়;
কহে বালা, (কথা যেন অমৃত বরষে)
"হে যুবক! ছাড়িলাম ভয়।—

১৪

"এসো, বসো ক্ষণকাল, ছাড়ি দেহ কর,
গৃহতল হ'তে আমি আসি,
প্রেমিক, সুজন তুমি পরম সুন্দর,
তাতেই হইনু তব দাসী!"

১৫

পুলকে পূরিল প্রাণ, কৃতার্থ হৃদয়!
দুরাশয় বসিল প্রাঙ্গণে,
কত যে ঘৃণিত সাধ হইল উদয়,
জানে সেই কলুষিত মনে!

১৬

এ দিকে সরলা বালা চকিতে লইল
গৃহস্থিত উলঙ্গ কৃপাণ,
স্বরগে আনন্দ রবে দুন্দুভি বাজিল,
অভয়া করিলা বরদান!

১৭

অকস্মাৎ পড়ে অসি বিজলীর মত
পাপাশয় কৃষকের গলে,
বাতাহত তরুসম হইয়া আহত
হতভাগা পড়ে ভূমিতলে!

১৮

হেন কালে আসে ফিরি, শস্যক্ষেত্র হ'তে
সরলার দেবর, শ্বশুর ;
অবাক্ অসাড় তারা দেখি আধা পথে,
চণ্ডী যেন বধিছে অসুর!

১৯

এলোকেশী, উন্মাদিনী, দেহে রক্তধারা,
সদ্য শব পড়ি পদতলে ;
নাহি লাজ নাহি ভয় আত্ম-জ্ঞান-হারা,
শবে অস্ত্র হানিছে সবলে!

২০

দেখিতে দেখিতে আসি ভরিল সেখানে
পাড়া ভাঙি পুরুষ রমণী,
সরলা জলদরবে—শঙ্কাহীন প্রাণে
বলে "তোরা দাঁড়ারে অমনি!

২১

আমারে ছুঁইবে যেবা, এই অস্ত্র দিয়ে
এখনি পাঠা'ব যম-পুরে!"
কম্পিত কৃষকদল সে কথা শুনিয়ে,
দাঁড়ায়ে রহিল সবে দূরে!

২২

পরে বিজ্ঞ কেহ আসি যতনে কৌশলে
কাড়িয়া লইল তার অসি,
সংজ্ঞাশূন্যা হ'য়ে বালা পড়িল ভূতলে,
চপলা পড়িল যেন খসি!

২৩

সেই রুধিরাক্ত শব, নিয়ে যেতে বনে
রাজদূত ধরিল আসিয়া,
"কেবা এই নরঘাতী?" সুধে জনে জনে,
নির্দ্দোষীরে দোষে, না জানিয়া।

২৪

গুরুজন আজ্ঞা ঠেলি সরলা ছুটিল
যথা ছিল রাজদূতগণ,
"আমি এই হত্যাকারী" অনায়াসে বলিল,
শুনি চমকিল সর্ব্বজন।

২৫

লোহার শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধিয়ে প্রহরী
লইল বিচারালয়ে তারে ;
অন্তরীক্ষে "ভয় নাহি" ডাকিলা শঙ্করী—
"সতীরে কে বিনাশিতে পারে?"

২৬

বিস্ময়ে বিচারালয় দেখিল চাহিয়া
সতী-দেহ পূর্ণ মহিমায়,
নাহি ভয়, নাহি ক্ষোভ, আঁখি যুগ দিয়া,
পবিত্রতা যেন উথলায়!

২৭

জয় লভি পূর্ণানন্দে ফিরিল রমণী
পুনঃ তার স্নেহের ভবনে ;
আনন্দে কহিল তারে "নারী-কুলমণি!"
পতি তার গর্ব্বিত বচনে!

২৮

শত পুরস্কার যেন লভিল সে বালা
প্রিয়তম পতির আদরে,
দেবতা দিলেন যশঃ পারিজাত-মালা,
পরায়ে সতীর শিরপরে!

২৯

দৈব বল, নরহত্যা, কারাবাস-কথা,
পতি-পাশে বসি বালা কয়,
সরলা কৃষক-বালা সতী পতিব্রতা,
গাও সবে সতীত্বের জয়!

লেখিকা—শ্রীমা——

আখড়াই গাহনার সৃষ্টি।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুরে কতিপয় ভদ্র লোক আখ্‌ড়াই সুর উদ্ভাবন করেন। তাঁহারা টপ্পার গীতে কতকগুলি প্রণয় সঙ্গীত গাহিতেন ও ছড়া কাটাইতেন। পরে এই সুর কলিকাতা ও তাহার সন্নিহিত নগর সমূহে ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের সময় এই আখ্‌ড়াই গাহনার অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি হয়। রাজা নবকৃষ্ণের সাহায্যে কুলুই চন্দ্র সেন নামক জনৈক সংগীত-পারদর্শী বৈদ্য আখড়াই বাদ্য ও সুরের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। পরে তাঁহার ভাগিনেয় রামনিধি গুপ্ত, যিনি এইক্ষণে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কেবল সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেছিলেন, তিনি আখ্‌ড়াই দলে প্রবেশ করেন। ১২১১ বঙ্গাব্দে কুলুই চন্দ্রের মার্জিত প্রণালীতে কলিকাতায় দুইটী দল সংগঠিত হয়। একদল বাগবাজার ও শোভাবাজারের ধনিগণ কর্ত্তৃক ও অপর দল পাথুরিয়াঘাটা ও মনসাতলা প্রভৃতি স্থানের ধনিগণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হয়। আখ্‌ড়াই সংগ্রামে উত্তর প্রত্যুত্তর ছিল না; যে দলের গাহনা, বাজনা, ও সুর ভাল হইত, সেই দলই জয়লাভ করিয়া নিশান প্রাপ্ত হইত। অনন্তর বাগবাজার-নিবাসী পরলোকগত বিখ্যাত বাবু মোহন চাঁদ বসু আখ্‌ড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ আখ্‌ড়াই সৃষ্টি করেন। তদ্দর্শনে রামনিধি তাহার প্রতি প্রথমতঃ বড়ই কুপিত হইয়াছিলেন।

হাফ আখ্‌ড়াইয়ের সুর অনেকটা আখ্‌ড়াইয়ের মত। হাফ আখড়াইয়ে উত্তর প্রত্যুত্তর আছে, কিন্তু ছড়া কাটান নাই। হাফ আখ্‌ড়াইয়ের সৃষ্টি অবধি, আখড়াইকে ফুল আখ্‌ড়াই কহে।

পাঁচালী (১) ও কবি (২) আখড়াই

(১) পাঁচালী বা পাচালি অর্থাৎ পদ চালন, ইহাতে সম্প্রদায়ের কর্ত্তা পদচালন পূর্ব্বক কখন যথাক্রমে আসরের চতুর্দ্দিকস্থ হইয়া, কখন বসিয়া, কখন বা দাঁড়াইয়া বর্ণনীয় বিষয় ব্যাখ্যা ও গান করেন।

(২) কবি বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এক প্রকার গান বিশেষ। যদিও কবি শব্দের প্রকৃত অর্থ কবিতা-রচয়িতা ব্যক্তি, কিন্তু বহুদিন হইতে উক্ত গান বিশেষ এত প্রসিদ্ধরূপে কবিশব্দে বুঝাইয়া আসিতেছে যে, ঐ গীতের ব্যবসায়ীদিগকে সচরাচর লোকে কবিওয়ালা বলিয়া থাকে, এবং উহার রচয়িতাকে কবির বাঁধনদার বলে। যে কবির সম্প্রদায় ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া সমস্বরে গান করিয়া থাকে, তাহাকে দাঁড়া কবি কহে।

অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বোধ হয় ; ইহা-দের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে আলোচ্য। হারু আখড়াইয়ের সময়ে গীতি কাব্যের অনেকটা উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল। গীত রচনায় নিম্নলিখিত কতিপয় ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেন, যথা কলিকাতা সিমুলিয়া-নিবাসী মৃত মহাত্মা ধনকুবের রামদুলাল সরকারের পুত্র আশুতোষ দেব, যাঁহাকে সাধারণে ছাতু বাবু (ক) বলে; গরাণহাট্টা-নিবাসী ধনকুবের কমলাকান্ত দাস সরকারের পুত্র শিবচন্দ্র দাস সরকার; কাশীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌত্র কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ; কালী মিরজা ; বর্দ্ধমানান্তঃ-পাতী চুপীগ্রাম নিবাসী দেওয়ান রঘুনাথ রায় (খ) ; জেলা রাজসাহী নিবাসী সাধক রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (গ) উলসে গোপালপুর নিবাসী মধুসূদন কিন্নর (মধু কান) ; নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ঘ) ; নীলাম্বর মুখো-পাধ্যায় (চ) ; বর্দ্ধমান নিবাসী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য (ছ) ; কলিকাতা কুমারটুলী নিবাসী রামনিধি গুপ্ত ; বাঁশবেড়ে নিবাসী শ্রীধর কথক কবিরত্ন ও কলিকাতা প্রবাসী রাজা রামমোহন রায় (জ)।

বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালে সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর মহাশয় রাগ কল্পদ্রুম নামে একখানি বৃহৎ সঙ্গীত

(ক) ছাতু বাবু কলিকাতার একজন বড়লোক। তিনি একজন প্রধান সমাজপতি, গুণজ্ঞ ও সঙ্গীত-রসজ্ঞ ছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি ১৮০ জন ওস্তাদ ও কবিওয়ালা প্রতিপালন করিতেন।

(খ) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার নিকট-বর্ত্তী চুপী গ্রামে বাঙ্গালা ১১৫৭ সালে দেওয়ান রঘুনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। জাতিতে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, রঘুনাথ ১২৪০ সালে ৮৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি ছাতু বাবু, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, কালী মিরজা ও রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ন্যায় খেয়ালের সুরে অনেক গুলি ভবানী বিষয়ক গীত রচনা করিয়াছিলেন।

(গ) রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রাজসাহী জিলায় বাস করিতেন। ইনি একজন সাধক, ইঁহার রচিত অনেক গুলি ভবানী বিষয়ক ও কৃষ্ণের রাসলীলা ঘটিত গীত আছে। ১২৫০ সালে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে ঐ গীতগুলি ছাপা হইয়াছিল। পুস্তকের নাম "সঙ্গীত আনন্দ লহরী"।

(ঘ) নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বামুদহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন সাধক ছিলেন ও শ্যামা বিষয়ক অনেকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন।

(চ) নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বৈঁচি ষ্টেসনের নিকট চোথেও আলিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন সাধক ও অনেকগুলি শ্যামা বিষয়ক গীত রচনা করিয়াছিলেন।

(ছ) বর্দ্ধমানাধিপতি ৺তেজচন্দ্র বাহাদুরের সময়ে বাঙ্গালা ১২০৭ সালে অম্বিকা কালনা হইতে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন। ইনি শাক্ত, সাধক, বিদ্বান, গায়ক ও সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেক গুলি ভবানী বিষয়ক গীত আছে।

(জ) রাজা রামমোহন রায় সন ১১৮১ সালে বর্দ্ধমান জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২২১ সালে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন এবং ধর্ম্মালোচনায় এবং, দেশের কুসংস্কার ও কদাচার সকল দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়া-ছিলেন। তিনি কি দেশে কি বিদেশে, অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ১২৪০ সালে ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

গ্রন্থ প্রকাশ করেন; তাহাতে মৃত আশুতোষ দেবের শ্যামা, আগমনী ও প্রণয় বিষয়ক প্রায় ১৫০ গীত, শিবচন্দ্র দাস সরকারের ঐ প্রকার প্রায় ১৫০ গীত, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের ঐরূপ প্রায় ২০০ গীত; কালী মিরজা কৃত ঐ প্রকার ৩৫০ গীত; রাজা রামমোহন রায় ও অপরাপর ব্রহ্মোপাসক রচিত বৈরাগ্য ও নির্গুণ বিষয়ক প্রায় ১৯০ গীত এবং রামনিধি গুপ্তের শুদ্ধ প্রণয়সূচক প্রায় ১৫০ গীত মুদ্রিত আছে।

প্রথমোক্ত চারিজন মহাত্মার গীতগুলির রচনা বেশ সুললিত ও মার্জ্জিত। তাঁহাদের গীতে স্থানে স্থানে অতি উচ্চদরের ভাব অভিব্যক্ত আছে। আগমনী গীতগুলির ভাব অতি হৃদয়গ্রাহী, তাদৃশ স্নেহপূর্ণ গভীর ভাববিশিষ্ট রচনা অতি দুর্ল্লভ। শুদ্ধ প্রণয় গীত রচয়িতা রামনিধি গুপ্তের গীতের স্থানে স্থানে যেমন কবিত্ব শক্তির বিকাশ আছে, ছাতু বাবু কি কালী মিরজা অথবা শ্রীধর কথকের টপ্পাতেও নিধুবাবু অপেক্ষা অধিকতর কবিত্ব শক্তির সমাবেশ আছে। গীতগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া সাধারণের নিকট তাঁহারা তত পরিচিত নহেন। রাজা রামমোহনের গান সর্ব্বসাধারণে প্রসিদ্ধ।

শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতাতে (৪৪এর পৃষ্ঠা দেখ) বলিয়াছেন যে, রামপ্রসাদ সেনের পর গীত রচনায় রামনিধি গুপ্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহঁার প্রণীত গ্রন্থের নাম "গীতরত্ন"। উহা সচরাচর "নিধুর টপ্পা" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মধুকান, কমলাকান্ত, হরু ঠাকুর, রাম বসু, ছাতু বাবু, কালী মিরজা, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীধর কথক প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেন নাই। এই সকল মহাত্মা রচিত গীতগুলি নিধুর টপ্পা অপেক্ষা যে অল্প কবিত্ব সম্পন্ন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "নিধু বাবুর পর কবিওয়ালাগণ গীত রচনা বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিধু বাবু নিজেও একজন কবিওয়ালা ছিলেন।" ইহাও ঠিক্ নহে। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যখন কবিগীতির প্রাদুর্ভাব হয়, তখন রামনিধি ছাপরায় কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত।

নিধু বাবু কখনও কবির দলে ছিলেন কি না সন্দেহ। ভবানীপুর নিবাসী কবিওয়ালা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১২৮৩ সালে "প্রাচীন কবি সংগ্রহ" নামে যে পুস্তক প্রকাশিত করেন, তাহাতে নিধু বাবুর নাম গন্ধ নাই। তিনি ছাপরাতে সংগীত শিক্ষা করিয়া ১২১২ সালে তথা হইতে পেন্‌সন লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বাগবাজারের আখড়াইয়ের দলে প্রবেশ করেন; তখন কবির গাহনা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। নিধু বাবু রচিত আখড়াই গান ৪।৫টী ভিন্ন আর দেখিতে পাই না।

উদাসীনের চিন্তা।

রাজা জগপৎ সিংহ বাহাদুর একজন প্রসিদ্ধ ধনী। তিনি স্বকীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে অতি দরিদ্রের অবস্থা হইতে ধনী হইয়াছেন। তিনি ধনী হইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া তাঁহার বিপুল সম্পত্তি দ্বারাও শারীরিক সুখ লাভ করিতে পারেন নাই। তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভ্রুকুঞ্চনের ভয়ে ভীত হইয়া মাঝে মাঝে সাধারণের হিতার্থে কিছু কিছু দান করিতেন; তাই রাজা-বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা এক শাল-বিক্রেতা উপস্থিত হইলে তাহার নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা মূল্যের এক খণ্ড কারু-কার্য্য-বিশিষ্ট শাল ক্রয় করেন। শাল ক্রয় করিয়া অতি যত্নে তাহা এক আলমারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। প্রচণ্ড শীত আসিল। সকলেই শীতাগমে স্ব স্ব শীত-নিবারক বস্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু জগপৎ সিংহ সেই একখানি সুত্রবস্ত্র দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করিতেছেন। বয়স ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ; সুতরাং রক্তের স্বাভাবিক উষ্ণতার একটু হ্রাস হইয়াছে, তাহাতে আবার সূক্ষ্ম বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত, কাজেই শীতের প্রকোপে দেহ কম্পমান। ইহা দেখিয়া একদিন নিধু বাবু সাহস করিয়া বলিলেন "মশায়! একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে, বেয়াদবি মাপ কর্ব্বেন।"

জগপৎ—জিজ্ঞাসা করুন।

নিধু—ওদিন একখণ্ড শাল কিন্‌লেন, তবে কেন শীতে কষ্ট পাচ্ছেন?

জগপৎ—সাল কি কিনেছি ব্যবহার কর্ব্বার জন্য? ব্যবহার কল্লেত দুবছরেই ৫০০৲ টাকার মাল ২০০৲ টাকার হয়ে যাবে। আর আমি যেরূপ যত্নে রেখেছি, দুবছর পরে দেখবেন ঠিক্ যেন নূতনই রয়েছে।

নিধু—শালত ব্যবহার করবার জন্যই; কে উহা ঘরে রাখ্‌বার জন্য কেনে? দুবছর পরে উহা ঘরে রাখলেও নূতন থাকবে এটা আপনার ভুল। কারণ কত পোকায় কাটতে পারে, আবার ঠাণ্ডা লেগেও খারাপ হয়ে যেতে পারে।

জগপৎ—ওহে শাল ব্যবহার করবার জন্যই লোকে কিনে থাকে, এ কথা তোমায় কে বল্লে? বড় লোকের ঘরে এরূপ জিনিস রাখ্‌তে হয়, তা না হলে লোকে মন্দ বলে, তাই এক খণ্ড রেখে দিয়েছি।

নিধু—এতে ত লোকে আরও মন্দ বল্‌বে?

জগপৎ—যাক্, আমি লোকের নিন্দা মানি না। আমি যদি ঘরে রেখে সুখ পাই আর গায় দিলেই কষ্ট হয়, তবে ঘরে রাখতে ক্ষতি কি? তোমরা দুঃখ দূর করবার জন্যত শীতের কাপড় গায় দিয়ে থাক, কষ্ট পাবার জন্য গায় দাও না?

তবে আমায় কেন একটা কষ্টের মধ্যে পড়বার উপদেশ দাও ?

নিধু—আপনার যদি এতে কষ্ট হয়, তাহলে বলি না, আপনার যা খুসি করুন। ইংরেজিতে একে "conversion of means to an end" উপায়ের উদ্দেশ্যেতে পরিণতি বলে। শীত নিবারণ শালের উদ্দেশ্য। সে শালকে রক্ষা কর্ত্তে যেয়ে আপনি শীতে কষ্ট পেতেছেন। জগতে লোকের রুচিবৈচিত্র্য রহিয়াছে এবং থাকবে, সমালোচনা বৃথা।

এক দিন সরোজিনীর স্বামী তাঁহার নিকট এই গল্পটি করিতেছিলেন, সরোজিনী শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আজ কাল সভ্য জগতেও কি এমন লোক আছে? ধনোপার্জ্জন ও ধন রক্ষা কেবল শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদনের জন্য, ধন দ্বারা যদি তাহাই না হইল, তবে সে ধনের প্রয়োজনীয়তা কি?" সরোজিনীর স্বামী বলিলেন, স্থূল ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে জগৎ সিংহকে দোষী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে তুমিই কম কি? তুমি তোমার সৌন্দর্য্য এবং লাবণ্য রক্ষা করিবার জন্য কত করিতেছ? ওদিন রাঁধুনী আসিলেন না, ঝি তোমার কত সাধ্য সাধনা কল্লে, কিন্তু তুমি তোমার শরীরটা কাল হবে বলে রাঁধতে গেলে না। অবশেষে নিরুপায় ভেবে বাজার থেকে খাবার আনাতে হল। গৃহকার্য্য করা যদি শরীরের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে শরীর নষ্ট হইবার ভয়ে উহা না করা, শাল নষ্ট হইবার ভয়ে তাহা ব্যবহার না করার ন্যায় অযৌক্তিক এবং নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।"

সরোজিনী—আমি সৌন্দর্য্য এবং লাবণ্য রক্ষা কর্ব্বার জন্য ব্যস্ত নই। একদিনত এ সকল বিনষ্ট হবেই। কালের প্রবাহে যৌবন ভাসিয়া যাইবে, তখন দেহের চাক্‌চিক্য কিছু থাকবে না। শরীর খাটালেও যাবে, না খাটালেও যাবে, তাত আমি বেশ জানি। তবে ও দিন মাথাটা কন্ কন্ করিল, তাই রাঁধতে যাই নাই। গৃহকার্য্য করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য, তা না হলে অনেক পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঘটে, আমি তা বেশ বুঝি, তুমি কি তার প্রমাণ পাও নাই? তবে কেন আমার ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাচ্ছ? কোন লোকের মনের ভাব না জেনে কেবল তাহার কাজ দেখে বিচার করাটা ভাল নয়।

স্বামী—যৌবন চিরকাল থাকবে না, এ দেহের পরিণাম কি, তা যে তোমার ধারণা হয়েছে তা শুনে আমি সুখী হলেম, কিন্তু আমি তোমার কাজের ভুল বিচার করেছি বলে যে অভিযোগ কল্লে এ কথাটা কি ঠিক? হতে পারে আমি ওদিন তোমার মনের ভাব বুঝি নাই। আমার সিদ্ধান্ত কর্ব্বার পূর্ব্বে উহা জেনে লওয়া উচিত ছিল, কেননা মানুষের প্রকৃতি অনুরূপ কাজ হলেও কোন বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে অন্যরূপ ভাব হ'তে পারে। বিচারালয়ে এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা

হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাই। একজন চোর দুইবার চুরি অপরাধে শাস্তি পেয়েছে, চুরি করাই তাহার প্রকৃতি হয়েছে, তাই বলে তৃতীয় বার যদি পোলিস তাহাকে অন্য একটা চুরির অপরাধে বেঁধে আনে, তা হলে হাকিম বিনা বিচারে তাহাকে দোষী করে শাস্তি দিবেন না। দেখবেন সে সেই বিশেষ ঘটনায় দোষী কি না? কিন্তু সচারাচর লোক তা করে না। তাহারা বলবে "লোকটা যখন দুইবার চুরি করেছে, তখন নিশ্চয়ই এবারও দোষী।" আমিও ঠিক এ ভাবে তোমায় দোষী করেছি, আমার সেটা ঠিক্ হয় নাই, আমি তজ্জন্য ক্ষমা চাই।"

সরোজিনী—তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি পূর্ব্বে এরূপ প্রমাণ পেয়েছ যে আমি সৌন্দর্য্য এবং লাবণ্য রক্ষা কর্ব্বার জন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছি।

স্বামী—হাঁ তা পেয়েছি, কিন্তু তাহা এত সূক্ষ্ম যে তোমার দৃষ্টিতে পড়ে নাই। কিন্তু আমি তাহা দেখে একটু একটু দুঃখিত হয়েছি।

সরোজিনী—ভাল ত লোক, তুমি আমায় ভালবাস, আমার দোষ দেখ্‌লে দুঃখিত হলে, কিন্তু আমায় বল্লেনা, এই কি ভাল-বাসার লক্ষণ?

স্বামী—হাঁ সে কথা আমার মনে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু সকল কথাই বল্‌বার একটা সময় আছে। ভাল কথাও অসময়ে বল্‌লে কোন ফলোদয় হয় না। এজন্য সুসময়ের প্রতীক্ষা করে থাকা ভাল। আজ সে সময় মনে করেই এ কথা পেড়েছি।

সরোজিনী—বেশ বুঝলেম, কিন্তু সু-সময়ের প্রতীক্ষা করে থাক্‌লে দোষটা ত বেড়ে যেতে পারে, তখন উপায়?

স্বামী—সে বিষয়ে বেশ সাবধান থাকতে হবে, এবং সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। যেই সুযোগ হল, অমনি ধীর ভাবে দোষ বলা কর্ত্তব্য। দোষী ব্যক্তির দোষ তৎক্ষণাৎ দেখাইতে হলে হয়ত মনের উপযুক্ত ধৈর্য্য না থাক্‌তে পারে। বিশেষতঃ ভালবাসবার ব্যক্তি দোষ কল্লে মন স্বভাবতঃই একটু অধীর হয়। কখন কখন বা ক্রোধের উদ্রেকও হতে পারে। এজন্যই কিছু সময় যেতে দেওয়া উচিত। তোমরা সন্তানদিগকে যখন শাসন কর, তখন এ নীতি অবলম্বনে চল না, তাই অনেক সময় বিপরীত ফল হয়। কত সময় সন্তান তোমায় ক্রুদ্ধ দেখিয়া তোমার উপদেশ লওয়া দূরে থাক, তোমার প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ হয়ে পড়ে।

সরোজিনী—বেশ বুঝলেম, আচ্ছা এখন আমার দোষ গুলির দুই একটা আমায় বলনা। আমার মোটা বুদ্ধি যাহা ধর্ত্তে পারে নাই, তাহা তুমি ধরিয়ে দিলে উপকার হবে, আর বরং এরূপ কর্ব্ব না।

স্বামী—এখনও তোমার কথার ধরণে বোধ হয় বলবার সময় আসেনি, কারণ তুমি যেন আমার কথায় একটু বিরক্ত হয়েছ। "মোটা বুদ্ধি" কথাটা প্রয়োগ করেই সে ভাব বুঝায়েছ। এই বিরক্তির

ভাব লয়ে দোষের কথা শুনলে হয়ত তাহা দোষ বলে মনে না হতে পারে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" কোন উপদেশ শুনবার বেলায় মনে শ্রদ্ধা ভিন্ন অন্ত কোন ভাব থাকলে তাহাতে ফল হয় না, তাই আজ বিরত রইলাম, ভবিষ্যতে যখন তোমার মনের প্রশান্ত ভাব দেখ্‌ব তখন বল্‌ব।

সরোজিনী স্বামীর এই বাক্য শুনিয়া একটু ব্যথিতা হইলেন, কিন্তু তিনি সেই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিলেন না, স্বামীর বাক্য গুলি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে স্বামীর তদবস্থায় বিরত থাকা অপ্রেমের পরিচায়ক নহে, প্রত্যুত বিজ্ঞতার এবং তাহার প্রতি ভালবাসারই পরিচায়ক। তাই মন প্রবুদ্ধ হইল। অনেক মহিলা স্বামীর এতাদৃশ ব্যবহারকে অপ্রেমের লক্ষণ মনে করিয়া হয়ত বিরলে বসিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হন। কিন্তু উহা যে তাঁহাদের কাল্পনিক ভাবের পরিণাম, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিতেও সময় পান না। এরূপ কল্পনার সাহায্যে মনকে ব্যথিত করা নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। জ্ঞানিগণ কখনও তাহা করিবেন না।

শ্রীচণ্ডী।

দুর্গা-কনকনলিনী।

বাবু বাহিরে বসিয়া আছেন, নিকটে শিরোমণি মহাশয় কলাপাতার নল পাকাইয়া ডাবা হুঁকায় তামাক খাইতেছেন। একটী সুন্দর বালক হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইল। বালকটী আসিয়া শিরোমণি মহাশয়ের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইলে। বাবু সবিস্ময়ে ও হর্ষোৎফুল্ললোচনে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিরোমণি! উটি কে?" শিরোমণি হুঁকাটী রাখিয়া বালকটীকে আপনার কোলে টানিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন "এটি আমার সম্বন্ধীর ছেলে।" বাবু কহিলেন "বেশ ছেলেটি ত।"

আজ পূর্ণিমাতিথি—শিরোমণি মহাশয় কিছু পাইয়া থাকেন, সেই আশায় বাবুর নিকট বসিয়া আছেন এবং নানা কথাচ্ছলে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেছেন। তিনি নানারূপে বাবুর গুণানুকীর্ত্তন—ধন সম্পত্তি ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা ও যশঃসৌরভের গৌরব বিস্তার করিতে করিতে কহিলেন, "ভগবান্ আপনাকে বিলক্ষণ সুখী করিয়াছেন, এক্ষণে এইরূপ একটি পুত্রসন্তান হইলেই আপনার সুখের মাত্রা পূর্ণ হয়। বাবুর মন যেন একটু দুঃখিত দুঃখিত হইল—তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন,—

"শিরোমণি, তোমার সন্তানাদি কি?"

"আজ্ঞে—দুটি পুত্রসন্তান।"

"তুমি বাস্তবিক সুখী।"